www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201905
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা, ১২ শ্রাবণ – ১৮ শ্রাবণ, ১৪২৪ ঃ ২৯ জুলাই – ৪ আগস্ট, ২০১৭

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 40, 29 July - 4 August, 2017 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা মন্তেসরি, প্রি-প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন। কম্পিউটার ও ব্রতচারি সহ।
২১, কে বি বসু রোড, বারাসত, কলকাতা-১২৪
ফোন : ২৫৫২-০১৭৭
মোবাইল : ৯৮৩৬১৮৪৭১২

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্রীয় সরকার জানাল ফেসবুক,

টুইটার, স্কাইপের মতো সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলি থেকে গ্রাহকের তথ্য ফাঁস রুখতে সাইটগুলির কাজকে নিয়ন্ত্রণের কথা ভাবা হচ্ছে।

রবিবার : কলকাতার এক অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ

উন্নয়ন মন্ত্রী জানিয়ে দিলেন পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে ফিরছে পাশ-ফেল। এজন্য সংসদের চলতি বাদল অধিবেশনে শিক্ষার অধিকার আইনের সংশোধনী পেশ করা হবে।

সোমবার : মহিলা বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনালে ইংল্যান্ডের

কাছে মাত্র ৯ রানে হেরে গেল মিতালি-ঝুলনরা। তবে দেশের মেয়েদের এই লড়াইকে নারী শক্তির জয় হিসাবেই দেখছে ভারতবাসী।

মঙ্গলবার : সিকিমের সীমান্তে ভারতীয় সেনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে

অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে চিন। ভারতকে ১৯৬২ সালের শিক্ষা দেবার হুমকি দিয়ে প্রতিক্রিয়া পরখ করছে তারা। কূটনৈতিক পদক্ষেপের পাশাপাশি জবাব দিতে তৈরি ভারতও।

বুধবার : বিদায় প্রণব মুখোপাধ্যায়। ভারতের ১৪তম

রাষ্ট্রপতি পদে শপথ নিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল ও শিক্ষাবিদ রামনাথ কোবিন্দ। কুর্নিশ জানালেন প্রণববাবুর বাগ্মীতাকে।

বৃহস্পতিবার : একটানা বৃষ্টি ও জলাধারগুলি থেকে ছাড়া জলে

প্লাবিত দক্ষিণবঙ্গ। হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, দুই মেদিনীপুর, দুই ২৪ পরগনার সুন্দরবন অঞ্চলের গ্রামের পর গ্রাম জলের তলায়। ফসলের ক্ষয়ক্ষতি সহ সঙ্কটের মুখে জীবন জীবিকা।

শুক্রবার : পাচারে হাতিয়ার সোশ্যাল সাইট। ফেসবুক, টুইটার

প্রভৃতি সাইটের মাধ্যমে টার্গেট করা হচ্ছে স্কুল পড়ুয়া ছাত্রীদের। সখ্যতা জামিয়ে পাচারের ছক। ইতিমধ্যে ধরা পড়েছে কয়েকজন।

সবজান্তা খবরওয়ালা

দুর্যোগ মোকাবিলার পরিকল্পনা দূরঅস্ত

অতিবৃষ্টি ও জোয়ারে বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন

কুনাল মালিক

অতিবৃষ্টি এবং ভরা কোটালের জোয়ারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিস্তৃর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়েছে। সাগর, নামখানা, গোসাবা, পাথরপ্রতিমা ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় নদী বাঁধে ফাটল দেখা দিয়েছে। আমন ধানের বীজতলা অনেক জমিতে এখন জলের তলায়। পানের বোরজ ও সবজি চাষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় মাছের পুকুরও ডুবে গিয়েছে। সব মিলিয়ে জেলা এক বিপর্যয়ের মুখে। আবহাওয়া দফতর বৃষ্টি কমার আশ্বাস দিলেও, আকাশের ভ্রূকুটি এবং বিভিন্ন জলাধার থেকে জল ছাড়ার কারণে আগামী দিনে যে জেলা আরও বড়সড় বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে না তা কেউ জোর দিয়ে বলতে পারছে না। সেচ দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, আপাতত দফতরের সব কটি ছুটি বাতিল করা হয়েছে। বিভিন্ন নদী বাঁধে ২৪ ঘন্টা নজরদারির কথা হয়েছে। গত মঙ্গলবার আলিপুরে জেলাশাসক ওয়াই রত্নাকর রাও জেলায় অতিবৃষ্টিতে সঠিক ক্ষয়ক্ষতি ও বর্তমান পরিস্থিতি জানতে আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে এক বিশেষ সভা করেন। জেলা শাসক মহকুমা শাসকদের ত্রাণ বিলি বন্টনের ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে বলেছেন। নামখানা, গোসাবা ও বাসন্তী এলাকা অপর্যাপ্ত ত্রাণ নিয়ে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমন্ত মালি বলেন, আমাদের ব্লকে কয়েকটি জায়গা প্লাবিত হয়েছিল কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি আয়ত্বে এসেছে। মহকুমা শাসক পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী বিলি বন্টনের ব্যবস্থা করেছেন।

এমনই হাল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সর্বত্র। –নিজস্ব চিত্র

জেলা কৃষি দফতর সূত্রে জানা গেল, বেশ কিছু এলাকায় বীজতলা জলের তলায় চলে গিয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির হিসাব চলছে। তবে জল দ্রুত নেমে গেলে এখনও বীজতলা রোপণের যথেষ্ট সময় আছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, যে প্রতিবছর বর্ষার অনেক আগেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা নিয়ে একটি বিশেষ প্ল্যানিং মিটিং হয়। যেখানে জেলা দুর্যোগ মোকাবিলা দফতর, অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতর সহ জেলা প্রশাসনের উর্দ্ধতন আধিকারীকরা উপস্থিত হয়ে একটি দুর্যোগ মোকাবিলার 'প্ল্যান' তৈরি করেন। এবছর নাকি সেই বিশেষ প্ল্যানিং মিটিংটাই জেলাশাসক করার আগেই জেলা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ) শ্যামল মন্ডল জানালেন, এই মুহূর্তে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আয়ত্তে। কোথাও কোনও ত্রাণের সমস্যা নেই। যে কোনও বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য জেলা প্রশাসন প্রস্তুত। প্ল্যানিং মিটিং প্রসঙ্গে তিনি বলেন জুন মাসে আমাদের প্ল্যানিং মিটিং হয়েছে। একটি বইও প্রকাশিত হয়েছে। যাঁরা বলছেন বর্ষার আগে প্ল্যানিং মিটিং হয়নি তাঁরা ঠিক বলছেন না।

মৌসুনি দ্বীপ বাঁচাতে এবার ভরসা জিও সিন্থেটিক চাদর

মেহেবুব গাজী

চতুর্দিক সমুদ্র বেষ্টিত ছোট্ট দ্বীপ মৌসুনি। দিনে দিনে এই দ্বীপকে গ্রাস করছে সুমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস। গত কয়েকদিন ধরে ভারী বৃষ্টি আর অমাবস্যার কোটালের জেরে আতঙ্কে দিন কাটছে এই দ্বীপবাসীদের। প্রায় ২৮ হাজারের মানুষের বাস এই এলাকায়ে। দ্বীপ এলাকার মানুষ কয়েক'শো বাড়িতে ঢুকে গেছে নোনা জল। ভেসেছে ধান, সবজির মাঠ। ভেসেছে পুকুর। সর্বদা আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে কৃষি ও মস্যজীবীদের এই বাসভূমিকে। প্রতিদিন চারপাশের নদী ও সমুদ্র একটু একটু করে গিলতে আসছে সুন্দরবনের এই দ্বীপকে। অনেকের ভিটেমাটি নদী ও সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে মৌসুনিদ্বীপকে সাময়িকভাবে রক্ষা করতে রাজ্য সেচ দপ্তরের পক্ষ থেকে বিদেশি প্রযুক্তি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মাস আড়াই আগে থেকে এই দ্বীপের বঙ্গোপসাগর লাগোয়া কুসুমতলা এলাকার প্রায় দেড় কিমি বাঁধ জিও সিনথেটিক দিয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে। সেই জিও সিনথেটিকের দৌলতে এবার অনেকটা রক্ষা পেয়েছে বাঁধ। নতুন করে এই এলাকায় আর বাঁধের ভাঙন হয়নি। সুন্দরবনের আয়লা বাঁধ নির্মাণের পর এই জিও সিনথিটেকের ব্যবহার এই প্রথম বলে সেচ দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। এই পদ্ধতিতে বাঁধ রক্ষা করতে গিয়ে খরচও প্রচুর হয়েছে। কিন্তু সেচ দপ্তর খুশি নতুন করে বাঁধের ক্ষতি না হওয়ায়। সেচ দপ্তরের মন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জিও সর্বদা খোঁজ নিচ্ছেন সুন্দরবনের অন্য এলাকার সঙ্গে মৌসুনিদ্বীপের। রাজীববাবু জানান, মৌসুনির ওপর সর্বদা নজর আছে। ওখানে দপ্তরের আধিকারিকরাও উপস্থিত আছেন। জিও সিনথেটিক ব্যবহার করে আপাত রক্ষা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে কংক্রিটের বাঁধের জন্য টেন্ডার হয়ে গেছে। বর্ষা শেষ হলেই কাজ শুরু হবে।' নামখানা ব্লকের মধ্যেই পড়ে এই দ্বীপটি। এই দ্বীপের গ্রামগুলো নিয়ে মৌসুনি গ্রাম পঞ্চায়েত। এই দ্বীপের চারদিক নদী ও সমুদ্রে ঘেরা। মুড়িগঙ্গা, চিনাই ও সাগর দিয়ে ঘেরা এই জনপদ। দীর্ঘদিন ধরে এই দ্বীপের বাঁধের ভাঙন শুরু হয়েছে। ২০০৯ সালে বিধ্বংসী আয়লার পর সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় এখানাকার ৪ কিমির ওপরের বেশি বাঁধ। তারপর যত দিন গিয়েছে সমুদ্র গিলে খেয়েছে এই দ্বীপকে। বালিয়াড়া মৌজায় সাগরের পাশের আড়াই কিমি বাঁধ পুরোপুরি ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গিয়েছে। বাঁধের জায়গায় কয়েকটি শাল, বল্লার খুঁটি কঙ্কালের মত দাঁড়িয়ে আছে। পাশের কুসুমডাঙা, বাঘডাঙা, ননী মান্নারঘাট, প্রফুল্ল খাঁড়ারঘাট,বাঁকা পয়েন্টের অবস্থাও খুবই সঙ্কীর্ণ। সেচ দপ্তর বাঁধ মেরামতি ও নতুন করে তৈরির উদ্যোগও নেয়। কিন্তু পরিবেশগত কারণে অনেক সময় পিছিয়ে আসতে হয় কর্মীদের। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে দ্বীপকে বাঁচাতে জিও সিনথেটিকের ভাবনা সামনে আসে। দেড় কিমি জিও সিনথেটিকের বাঁধ নির্মাণ করতে খরচ হয় ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। সেচ দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার গৌতম চ্যাটার্জি বলেন, ওখানকার মানুষদের কথা ভেবে সরকার জিও সিনথেটিক ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেন। দেড় কিমি বাঁধ এই পদ্ধতিতে মুছে ফেলা হয়েছে। এই বাঁধের ফলে নতুন করে ভূমিক্ষয় রোধ করা গেছে। আগামী দিনে কংক্রিটের বাঁধ নির্মাণের সময়ও এই বাঁধটাকে রেখেই কাজ করা হবে। এই প্রযুক্তি এর আগেও বিদেশে ব্যবহার করা হয়েছে, তারই ফলস্বরূপ এখানে করা হল। এলাকার মানুষের দাবি এভাবে কতদিন চলবে। ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে, না খেতে পেয়ে হয়ত আমরা মারা যাব। এমন দিন আসছে যে আর কয়েকবছর পর এই দ্বীপ সুমুদ্রেগর্ভে চলে যাবে।

জলোচ্ছাসে বিপর্যস্ত মৌসুনি (বাঁ দিকে) জিও সিনথেটিকে মুড়ে ফেলা হয়েছে দ্বীপকে। –নিজস্ব চিত্র

হাসপাতালের ভেতর থেকে চুরি যাওয়া শিশু উদ্ধার, গ্রেপ্তার মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৮ জুলাই শুক্রবার সকালে কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতাল থেকে চুরি যাওয়া শিশু কয়েক ঘন্টা পর উদ্ধার হল সুপারের তৎপরতায়। গ্রেপ্তার করা হয়েছে সরমা সিং নামে এক মহিলাকে।

এদিন সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ ৯ মাসের শিশুকন্যাকে নিয়ে ডাক্তার দেখাতে কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালের আউট ডোরে এসেছিলেন মল্লিকা পুরকাইত। টিকিট করার সময় লাইনে দাঁড়ানো এক মহিলার কাছে শিশুটিকে ধরতে দেন মল্লিকা। এরপর টিকিট করতে ভেতরে ঢোকেন। টিকিট করে কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে দেখেন শিশুকন্যা সহ সেই মহিলা উধাও। মল্লিকা তখন উদভ্রান্তের মত হাসপাতাল চত্বরে ঘুরতে থাকেন। কিন্তু মেয়ের খোঁজ আর মেলেনি। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালের সুপার রাজশ্রী দাসকে বিষয়টি জানানো হয়। সুপার তড়িঘড়ি হাসপাতালের কর্মীদের শিশুসহ মহিলাকে খোঁজার জন্য এলাকায় পাঠিয়ে দেন। কর্মীরা স্থানীয় বাজার, বাসস্ট্যান্ডে খুঁজতে থাকেন। প্রায় ২ ঘন্টা খোঁজাখুঁজির পর স্থানীয় বাজারে মধ্য চল্লিশের এক মহিলাকে শিশুকোলে ঘুরতে দেখেন হাসপাতালের কর্মীরা। মহিলার হাঁটাচলা সন্দেহজনক হওয়ায় আটক করেন কর্মীরা। এরপর মল্লিকা এসে নিজের মেয়ে চিহ্নিত করেন। আটক করা হয় সরমা সিং নামের ওই মহিলাকে। দুপুরে আটক সরমাকে হারউডপয়েন্ট কোস্টাল থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সরমার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন শিশুর মা। পুলিশ জেরা করার পর সন্ধ্যে নাগাদ গ্রেপ্তার সরমাকে। ধৃত সরমাকে শনিবার কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে।

পুলিশের কব্জায় সরমা। –নিজস্ব চিত্র

স্থানীয় এদিন একমাত্র শিশুকন্যাকে নিয়ে হাসপাতালে এসেছিলেন। মেয়েকে ফিরে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন অক্ষয় নগরের গোপালপুরের বাসিন্দা মল্লিকা পুরকাইত। আর কোনদিন মেয়েকে কাছছাড়া করবেন না বলে জানান মল্লিকা।

অন্যদিকে সরমা সিং স্থানীয় গোবিন্দরামপুরের বাসিন্দা। মধ্য চল্লিশের সরমা জেরায় পুলিশকে জানিয়েছে, চুরি করার জন্য সে শিশুটিকে নিয়ে যায়নি। খাবার কেনার জন্য হাসপাতাল থেকে বেরিয়েছিল। তবে পুলিশ সরমার এই বক্তব্য মানতে রাজি হয়নি। সরমার পরিবারেরও খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। সরমাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে এর সঙ্গে আর কোনও চক্র জড়িত আছে কিনা তা জানতে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় পুলিশ।

শ্রমিক অসন্তোষে পাততাড়ি গোটালো বিদেশি সংস্থা

অভীক মিত্র : শ্রমিক অসন্তোষ, চুরি ও লাগাতার হুমকির জেরে রাজ্য ছেড়ে পাততাড়ি গোটানোর সিদ্ধান্ত নিলো থাইল্যান্ডের পোলট্রি ফার্ম সংস্থা 'সিপিএফ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড'। ৩৫টি দেশে ব্যাবসা করা থাইল্যান্ডের প্রথিতযশা সংস্থা 'সিপিএফ'। এরাজ্যের বীরভূম ও বাঁকুড়ায় মুরগির খাবার তৈরি, ডিম উৎপাদন, ছানা জন্ম, মুরগি পালন এবং মাংসের নানাবিধ সামগ্রী প্যাকেট করে তা কম পয়সায় বাজারে ছড়িয়ে দেওয়ার বড় প্রকল্প নিয়েছিল এই সংস্থা। খয়রাশোল ও বেলিয়াতোড়, পাত্রসায়েরে গড়ে প্রায় ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ফেলেছিল এরা। ২০০৯ সাল থেকে এই সংস্থা নাকড়াকোন্দা, ভাড্ডি, চুয়াগর, তালসারি, খড়িয়াবাদ, বালিজুড়ি এলাকায় শেড ভাড়া নিয়ে মুরগি পালন শুরু করে। ২০১৩ সালে বারাবন, বেলিয়াতোড়, পাত্রসায়রে বিপুল বিনিয়োগের পরিকল্পনা নেয় এরা। বীরভূমকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে ব্যবসা শুরু সিপিএফ। দুবরাজপুরের তিনটি ফার্মে লাগাতার শ্রমিক সমস্যা, হুমকি, চুরির ঘটনায় স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের মদতের অভিযোগ তুলেছে সংস্থাটি। গত বছরের ১৫ মে খড়িয়াবাদ গ্রামে পোলট্রি ফার্ম ভাঙার পাশাপাশি ১৮৩৭৬৩০ টাকা চুরি করে দুষ্কৃতীরা। পুলিশ ওই ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করে। উদ্ধার হয় ৫৭২০০০ টাকা। কিন্তু তারপর তদন্তের আর অগ্রগতি হয় নি। সংস্থাটির অভিযোগ, বীরভূম জেলার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারকে চিঠি দিয়েও কোনো লাভ হয় নি। তাই এবার রাজ্য ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে 'সিপিএফ ইন্ডিয়া'।

গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের নয়া নজির

প্রধানকে হেনস্থার অভিযোগ বুথ সভাপতির বিরুদ্ধে

তালা বন্ধ কুমড়াপাড়া পঞ্চায়েত অফিস। –নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে যতই একসঙ্গে চলার কথা বলুন না কেন তৃণমূল নেতা-কর্মীরা এই নির্দেশ মানতে রাজি নয়। তারই এক উদাহরণ পাওয়া গেল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মথুরাপুরে। পঞ্চায়েতের ভিতরে তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা প্রধান ও তাঁর স্বামীকে মারধর ও মানসিকভাবে হেনস্থার অভিযোগ উঠল দলের এক বুথ সভাপতির বিরুদ্ধে। এই ঘটনার পর প্রধান ঝর্না সাউ স্থানীয় থানায় ও বিডিওকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানান ওই বুথ সভাপতির বিরুদ্ধে। কিন্তু পুলিশ ও ব্লক প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ার প্রতিবাদে পঞ্চায়েতের বাকি সদস্যদের নিয়ে পঞ্চায়েত অফিসে তালা লাগিয়ে দিলেন খোদ প্রধান। ফলে গত বুধবার থেকে মথুরাপুর-২ ব্লকের কুমড়াপাড়া পঞ্চায়েত তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। প্রধান ও উপপ্রধান পঞ্চায়েতে আসছেন না। সমস্ত পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এলাকার মানুষ। এরপর পাঁচের পাতায়

প্রশাসনিক উদাসীনতায় পানীয় জলের হাহাকার হিঙ্গলগঞ্জে

কল্যাণ রায়চৌধুরী : ভরা বর্ষাকাল। গত কয়েকদিন ধরে প্রবল বর্ষণে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা যেমন প্লাবিত হয়েছে। তেমনি উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলারও বহু এলাকা হয়েছে জলমগ্ন। কিন্তু এত জলেও ঘোচেনি এই জেলার হিঙ্গলগঞ্জের সাহেবখালি এলাকার জলের অভাব। চারদিকে জল থৈ থৈ হলেও এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ দীর্ণ পানীয় জলের সঙ্কটে। কারণ কোথাও পানীয় জলের পাইপ কাটা। আবার কোথাও পাইপ ফুটো। এমনকি জল ধরে রাখার বিভিন্ন ভ্যাটগুলিও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সুন্দরবন অঞ্চলের এই বিস্তীর্ণ এলাকা গরম পড়লে আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের সুন্দরবন এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রত্যেক ভোটের আগে নেতা-মন্ত্রীদের আশ্বাস মিললেও সমস্যার কোনও সমাধান হয় না। পানীয় জলের দাবিতে সাহেবখালির বাসিন্দারা হিঙ্গলগঞ্জ বিডিও সহ সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিতে বহু আবেদন নিবেদন করেও কোনও সুরাহা হয়নি। এমনিতেই এই এলাকা যেমন লবণাক্ত, তেমনই আর্সেনিকপ্রবণ। তার উপর প্রতি বছরই গরম পড়তে না পড়তেই শুরু হয় পানীয় জলের হাহাকার। হিঙ্গলগঞ্জের বিডিও সুদীপ্তবাবু বলেন, 'সুন্দরবনের অনেক প্রত্যন্ত গ্রামেই পরিস্রুত পানীয় জল মিলছে না। বিশেষ প্রকল্পের মাধ্যমে সেখানে জল পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। পিএইচইকে পাইপ ও ভ্যাট দ্রুত মেরামত করতে বলা হয়েছে।' হিঙ্গলগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে দুলদুলি, সাহেবখালি, গোবিন্দকাটি, যোগেশগঞ্জ, কালীতলা সহ মোটে ন'টি গ্রাম পঞ্চায়েত। এই সব এলাকাগুলির জল যেমন লবণাক্ত, তেমনই আর্সেনিকপ্রবণ। পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা না থাকায় এই জল ব্যবহারেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় স্বপন মন্ডল, কানাই রায়, রবীন গাইনের বক্তব্য, 'জলের কারণে এলকার মানুষ নানা অসুখে ভুগছে।' প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই অঞ্চলের মাটির নীচে পানীয় জলের ব্যাপক অভাব। হাজার বারোশ ফুট পাইপ বসিয়েও পানীয় জল মিলছে না। যেটুকু পাওয়া যাচ্ছে, তাও পাইপের ফাটা অংশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ফলে ভ্যাটও ভরছে না। বিশেষ করে সাহেবখালি, দুলদুলি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জলের যথেষ্ট অভাব দেখা দিয়েছে। আর্সেনিকমুক্ত বা পরিস্রুত পানীয় জল তো দূরের কথা, এক কলসি জল পেতে কয়েক ঘন্টা সময় লেগে যাচ্ছে। মাঝ রাতে উঠে এলাকার মানুষকে জলের জন্য লাইন দিতে হচ্ছে। তাও আনতে হয় প্রায় কয়েক কিমি পথ হেঁটে। বর্তমানে রাজ্য জুনে জল প্রকল্প সহ পানীয় জল প্রকল্পের আধুনিকীকরণ ঘটলেও এতদঞ্চলের মানুষ এখনও প্রায় মধ্যযুগীয় অবস্তার মধ্যে দিনযাপন করছেন বলে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ মহলের অভিমত। এদিকে বর্ষার জমা জল সরা শুরু করলে পানীয় জলকষ্টের সঙ্গে ডায়েরিয়া, কলেরা, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া সহ বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাবের আশঙ্কাও এদঞ্চলের বাসিন্দাদের রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছে।

গৃহবধূরা নিত্যদিন জলের জন্য এভাবেই হা পিত্তেশ করে থাকেন। –নিজস্ব চিত্র

Alipur Barta: 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 40, 29 July - 4 August, 2017

১০ হাজারি নিফটি কী দীর্ঘস্থায়ী

পার্থসারথি গুহ

অর্থনীতি

শেষ পর্যন্ত ১০ হাজারের মাইলস্টোন স্পর্শ করল ভারতীয় নিফটি। বেশ কিছুদিন ঝুলিয়ে রাখার পর এই বড় কাজটা শেষমেষ সাঙ্গ করেই ছাড়ল এই গুরুত্বপূর্ণ সূচক। তার সুযোগ্য দোসর সেনসেক্সও ৩২ হাজারের পাট চুকিয়ে ৩৩ হাজারের দিকে যাওয়ার পথে। সব মিলিয়ে জমজমাট হয়ে উঠেছে ভারতীয় শেয়ার বাজারের যাত্রাপথ। অর্থ বাজারের অশ্বমেধের ঘোড়া যেভাবে ছুটছে তাতে কোনও বাধাই তার কাছে কিছু নয়। একমাত্র বড় কোনও ঘটনা না ঘটলে মনে হয় না বাজার এই মুহূর্তে নিচের দিকে আসতে চাইবে। তার মানে অবশ্য এই নয় যে ভারতের শেয়ার বাজার অন্তকাল ধরে ছুটে চলবে। আরে বাবা এক জায়গায় গিয়ে তাকে দম তো নিতেই হবে। সেই বিশ্রাম নেওয়ার সরণিতে তাহলে কোন জায়গা হবে। এটাও এখন বড় প্রশ্নের মুখে। তাই এই চরম বুল বাজারেও একটু দেখে নেওয়া যাক সংশোধনীর সেই আগাম ছবিটা।

হ্যাঁ, এই কারেকশন বলতে বাজারের সার্বিক সংশোধনীর কথাই বলা হচ্ছে। ১০ হাজারের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা নিফটির সামনে কারেকশনের কথা বলতেও কেমন যেন ধৃষ্টতা মনে হচ্ছে,তাই না। ঘটনা হল, কারেকশন তো হতেই হবে। আজ না হয় কাল। আগে বলা হচ্ছিল ১০ হাজার হয়ে কারেকশন শুরু হওয়ার কথা। কেউ কেউ এমনও বলছিলেন ১০ হাজার ছোঁয়ার আগেই কারেকশন নামক ভিলেনের আবির্ভাব ঘটবে। অতীত অভিজ্ঞতা বলছে অনেক সময়ই তীরে এসে তরী ডোবার ঘটনা ঘটেছে ভারতের অর্থ বাজারে। অর্থাৎ আপনি ভাবলেন এই নিফটি ৯ হাজার হয়ে গেল, তো দেখা গেল ওভারনাইট পতনের হাত ধরে তাই প্রায় হাজার পয়েন্ট নিচে চলে এসে বড়মাপের সংশোধনী তৈরি করে দিল। এবারে যে তা ঘটবে না, সেটা কী আগে থেকে বলা যায়। ১০ হাজারের ওপরে থাকা নিফটি হয়তো এই সংশোধনীর হাত ধরে ১০–১২ শতাংশ নিচে এসে ৮৬০০–৮৮০০ হয়ে উঠতে পারে। যদিও বিশেষজ্ঞদের একটা অংশ এখনও বলে চলেছেন কারেকশন মানে ২–৩ শতাংশের বেশি কিছুতেই হবে না। বড়মাপের সংশোধনীতে যেতে এখনও নিফটিকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। কথা হচ্ছিল ওষুধ নিয়ে। তা মার্কেট কারেকশন যদি নিফটিকে ৮৭০০–৮৮০০ তে নিয়ে আসে তখন হয়তো দেখা যাবে ফার্মা সেক্টর আর তেমন পড়ছে না। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে যে সব ফার্মা কাউন্টার তাদের ৫২ সপ্তাহ 'লো'কে ছুঁয়েছে তারা হয়তো আর ৫–৭ শতাংশ নিচে আসতে পারে। তার থেকে বেশি নিচে আসা মুশকিল বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। যখন মনে হবে বাজারের কারেকশন ইজ ওভার তখন বাকি ১৫০টা এস্টিমেটেড শেয়ার কিনে ফেলুন ফটাফট। অন্তত বছর খানেক থেকে বছর দুয়েকের মধ্যে এইসব নিচে আসা ওষুধের শেয়ার যে দ্বিগুণ হয়ে উঠবে না তা কী এখন থেকে বলা যায়।

সামনেই তো তরতাজা উদাহরণ রয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শেয়ারের ব্যাপারে। এইসব পিএসইউ ব্যাঙ্কিং শেয়ারের দাম একসময় যে জায়গায় চলে এসেছিল তাকে খাদের কিনারা বললে বোধহয় উপযুক্ত হবে। অথচ দেখা গেল এখন সেসব পিএসইউ ব্যাঙ্কের শেয়ারই প্রায় দ্বিগুণ বা তার চেয়ে বেশি হয়ে উঠেছে। এটাই এই বাজারের মজা। যখন সবাই খালি কেনার কথা বলবে তখন নীরবে আপনার লগ্নি উঠিয়ে নিতে হবে, প্রয়োজনে সুইচ ওভার করতে হবে। আর যখন কোনও সেক্টর নিয়ে দুনিয়াশুদ্ধু সবাই বেয়ারিশ হয়ে উঠবেন, তখন সন্তর্পণে তাতে লগ্নি শুরু করতে হবে। যেটা এখন করতে হবে ফার্মার ক্ষেত্রে। বেশ কিছু শেয়ারের ক্ষেত্রেও এমন ঘটনা ঘটছে। ধরুন যাদের দাম ১০ টাকার নিচে চলে এসেছিল তারা সেখান থেকে ৩০–৪০ বা ১০০ টাকার দিকেও ছুটতে শুরু করেছে। সেক্ষেত্রে নিচে যারা ওইসব শেয়ার ধরছেন তাদের আর পায় কে। এমন ঘটনা একমাত্র এই শেয়ার বাজারেই ঘটা সম্ভব। তার জন্যই তো এই বাজার কারও কারও কাছে রহস্যময় বা আজুবা বলে চিহ্নিত হয়ে থাকে।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কে ১৫৩৩৭

অফিসার ও অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট

অনলাইন দরখাস্ত গ্রহণ শুরু হয়েছে। চলবে ১৪ আগস্ট পর্যন্ত।

কাজের খবর

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশের গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলিতে ১৫,৩৩৭ জন অফিসার ও অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) নিয়োগের যোগ্যতা নির্ণায়ক অনলাইন পরীক্ষা নেওয়া হবে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে। পরীক্ষাটি নেবে ইনস্টিটিউট অব ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন (আইবিপিএস)। এই পরীক্ষায় সফল হতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মোট ৫৬টি গ্রামীণ ব্যাঙ্কে গ্রুপ–এ অফিসার (স্কেল ওয়ান, স্কেল টু এবং স্কেল থ্রি) এবং গ্রুপ–বি অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) পদে নিয়োগ পাওয়ার প্রাথমিক যোগ্যতা অর্জন করা যাবে। পশ্চিমবঙ্গে একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র আছে। উল্লেখ্য, এই নিয়োগ–সংক্রান্ত আগাম খবর প্রকাশিত হয়েছিল ৮ জুলাই সংখ্যায়।

দেশের গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলিতে অফিসার ও অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে চাকরি পেতে আগ্রহীদের আইবিপিএস–এর এই অনলাইন পরীক্ষায় সফল হতে হবে। পরীক্ষায় সফলরা স্কোর কার্ড পাবেন। এই স্কোর বৈধ থাকবে ইস্যু হওয়ার তারিখ থেকে ১ বছর। এই সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলি তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী অফিসার ও অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগের জন্য যখন বিজ্ঞাপন দেবে, তখন সেই বিজ্ঞাপনের উত্তরে শুধু আইবিপিএস–এর পরীক্ষায় বৈধ স্কোর কার্ডধারীরা আবেদন করতে পারবেন। অন্তত কত স্কোর থাকলে আবেদন করা যাবে তা নির্দিষ্ট করে দিতে পারে নিয়োগকারী ব্যাঙ্ক। এরপর সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কে গ্রুপ ডিসকাশন, ইন্টারভিউ প্রভৃতির মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে প্রার্থী বাছাই করবে।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলিতে অফিসার ও অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগের যোগ্যতা নির্ণায়ক আইবিপিএস–এর এই পরীক্ষার নাম 'কমন রিক্রুটমেন্ট প্রসেস ফর রিক্রুটমেন্ট অব অফিসার্স (স্কেল ওয়ান, টু অ্যান্ড থ্রি)। অ্যান্ড অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) ইন রিজিওনাল রুরাল ব্যাঙ্কস।'

মনে রাখবেন, গ্রামীণ ব্যাঙ্কের অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট ও অফিসার স্কেল ওয়ান পদের ক্ষেত্রে যে–রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শূন্যপদে দরখাস্ত করবেন, প্রার্থীকে সেই এলাকার স্থানীয় ভাষা জানতে হবে এবং অষ্টম শ্রেণিতে সেই ভাষা পড়ে থাকতে হবে। অবশ্য যাঁরা স্থানীয় ভাষা জানেন না, তাঁরাও আবেদন করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে কাজে নিয়োগের ৬ মাসের মধ্যে তাঁদের সংশ্লিষ্ট ভাষায় দক্ষ হয়ে উঠতে হবে। আর আর বি বোর্ডের অনুমতিক্রমে এই মেয়াদ বাড়তে পারে।

আইবিপিএসের ৫৬টি গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের দু'টি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক রয়েছে। এগুলি হল : বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক (মুর্শিদাবাদ), পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (হাওড়া)। পশ্চিমবঙ্গের প্রার্থীরা এই দুটি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ছাড়াও অসমের লাংপি দেহাঙ্গি রুরাল ব্যাঙ্ক (দিফু) ও ত্রিপুরার ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কেও আবেদন করতে পারবেন, সেখানকার অন্যতম স্থানীয় ভাষা বাংলা। এছাড়া ইংরেজি স্থানীয় ভাষা হিসেবে গ্রাহ্য অরুণাচল প্রদেশ রুরাল ব্যাঙ্ক (নাহারলাগুন) ও নাগাল্যান্ড রুরাল ব্যাঙ্কে (কোহিমা)। ফলে পশ্চিমবঙ্গের প্রার্থীরা এই ব্যাঙ্কগুলিতেও আবেদন করতে পারবেন। পাশাপাশি, হিন্দি স্থানীয় ভাষা হিসেবে গ্রাহ্য, এমন গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলি হল : এলাহাবাদ ইউপি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (বান্দা), বরোদা রাজস্থান ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (আজমের), বরোদা ইউ পি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (রায়বরেলি),বিহার গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (বেগুসরাই), সেন্ট্রাল মধ্যপ্রদেশ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (ছিন্দওয়াড়া), ছত্তিশগড় রাজ্য গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (রায়পুর), এলাকুয়াই দেহাতি ব্যাঙ্ক (শ্রীনগর), গ্রামীণ ব্যাঙ্ক অব আর্যাবর্ত (লখনউ) হিমাচল প্রদেশ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (মান্ডি), ঝাড়খন্ড গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (রাঁচী), কাশী গোমতী সংযুক্ত গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (বারাণসী), মধ্য বিহার গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (পাটনা), মধ্যাঞ্চল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (সাগর), নর্মদা ঝাবুয়া গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (ইন্দোর) প্রথমা ব্যাঙ্ক (মোরাদাবাদ), পূর্বাঞ্চল ব্যাঙ্ক (গোরখপুর), রাজস্থান মরুধর গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (যোধপুর), সর্ব হরিয়ানা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (রোহতক), সর্ব ইউপি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (মিরাট), উত্তর বিহার গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (দেরাদুন), বনাঞ্চল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক (দুমকা)। এর মধ্যে এলাহাবাদ ইউপি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, বরোদা ইউপি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ও উত্তরাখন্ড গ্রামীণ ব্যাঙ্কে সংস্কৃতও স্থানীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃত। এখানে স্থানীয় ভাষা হিসেবে বাংলা যে–গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলিতে স্বীকৃত, তার শূন্যপদের বিস্তারিত বিন্যাস দেওয়া হল।

পদ ও ব্যাঙ্ক অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট : বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ৪৪টি (সাধারণ ২২, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ১২)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী এবং ৪টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ৬৮টি (সাধারণ ৩৪, তফসিলি জাতি ১৬, তফসিলি উপজাতি ৪, ওবিসি ১৪)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ শ্রবণ, অস্থি এবং দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক: মোট শূন্যপদ ১৫৫টি (সাধারণ ৬৩, তফসিলি জাতি ২২, তফসিলি উপজাতি ৬৭)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ অস্থি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত। লাংপি দেহাঙ্গি রুরাল ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ২৩টি (সাধারণ ১৩, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ৬)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

অফিসার স্কেল–১ (অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার) : বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ১৩৩টি (সাধারণ ৬৭, তফসিলি জাতি ২০, তফসিলি উপজাতি ১০, ওবিসি ৩৬)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী এবং ৪টি শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ৭৪টি (সাধারণ ৩৭, তফসিলি জাতি ৯, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ২৫)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ শ্রবণ, অস্থি ও দৃষ্টি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক: মোট শূন্যপদ ৩৮টি (সাধারণ ২৪, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ৪, ওবিসি ৫)। লাংপি দেহাঙ্গি রুরাল ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ৫টি (সাধারণ ৪, ওবিসি ১)।

অফিসার স্কেল–২ (জেনারেল ব্যাঙ্কিং অফিসার) : পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ৩১টি (সাধারণ ১৫, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ৮)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত।

অফিসার স্কেল–৩ পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক : মোট শূন্যপদ ৯টি (সাধারণ ৫, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি ২)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) পদের ক্ষেত্রে : যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট। সঙ্গে যে এলাকার ব্যাঙ্কে নিয়োগ পেতে চান সেখানকার স্থানীয় ভাষা জানতে হবে এবং অষ্টম শ্রেণিতে একটি বিষয় হিসেবে পড়ে থাকতে হবে। কম্পিউটার জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার।

অফিসার স্কেল–ওয়ান (অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার) পদের ক্ষেত্রে : যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট বা সমতুল। এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, ফরেস্ট্রি, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, পিসিকালচার, এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং অ্যান্ড কো–অপারেশন, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ম্যানেজমেন্ট, ল, ইকনমিক্স ও অ্যাকাউন্ট্যান্সি— যে কোনও একটিতে স্নাতক হলে অগ্রাধিকার। কম্পিউটার জ্ঞান অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে। সঙ্গে যে এলাকার ব্যাঙ্কে নিয়োগ পেতে চান সেখানকার স্থানীয় ভাষা জানতে হবে এবং অষ্টম শ্রেণিতে একটি বিষয় হিসেবে পড়ে থাকতে হবে। কম্পিউটার–জ্ঞান থাকলে অগ্রাধিকার।

অফিসার স্কেল–টু (জেনারেল ব্যাঙ্কিং অফিসার) পদের ক্ষেত্রে : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর–সহ যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েট। ব্যাঙ্কিং ফিনান্স, মার্কেটিং, এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, ফরেস্ট্রি, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, পিসিকালচার, এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং অ্যান্ড কো–অপারেশন, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ম্যানেজমেন্ট, ল, ইকনমিক্স ও অ্যাকাউন্ট্যান্সি— যে কোনও একটিতে স্নাতক হলে অগ্রাধিকার। সঙ্গে যে কোনও ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অফিসার হিসেবে ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা। –**অফিসার স্কেল–টু** (স্পেশ্যালিস্ট অফিসার) পদের ক্ষেত্রে : আইটি অফিসার : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ ইলেক্ট্রনিক্স বা কমিউনিকেশন বা কম্পিউটার সায়েন্স বা ইনফর্মেশন টেকনোলজি— যে কোনও একটিতে স্নাতক বা সমতুল। এএসপি, পিএইচপি, সি++, জাভা, ভিবি, ভিসি, ওসিপি ইত্যাদি কম্পিউটার সংক্রান্ত সার্টিফিকেট কোর্স করা থাকলে অগ্রাধিকার। সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা। চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট : ইনস্টিটিউট অব চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট অব ইন্ডিয়া থেকে সার্টিফায়েড অ্যাসোসিয়েট (সিএ)। সঙ্গে ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা। ল অফিসার : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর–সহ আইনে স্নাতক বা সমতুল। সঙ্গে ওকালতি অথবা কোনও ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আইনি পরামর্শদাতা হিসেবে ২ বছরের অভিজ্ঞতা। মার্কেটিং অফিসার : স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মার্কেটিংয়ে এমবিএ ডিগ্রি। সঙ্গে ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা। ট্রেজারি ম্যানেজার : চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা ফিনান্সে স্পেশ্যালাইজেশন সহ এমবিএ। সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা। এগ্রিকালচারাল অফিসার : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর–সহ এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, ডেয়ারি, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি, ফরেস্ট্রি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, পিসিকালচার— যে কোনও একটি বিষয়ে ব্যাচেলর্স ডিগ্রি বা সমতুল। সঙ্গে ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা।

অফিসার স্কেল–থ্রি (সিনিয়র ম্যানেজার) পদের ক্ষেত্রে : মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর–সহ যে কোনও বিষয়ে স্নাতক বা সমতুল। ব্যাঙ্কিং, ফিনান্স, মার্কেটিং, এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, ফরেস্ট্রি, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি, ভেটেরিনারি সায়েন্স, এগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, পিসিকালচার, এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং অ্যান্ড কো–অপারেশন, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ম্যানেজমেন্ট, ল, ইকনমিক্স ও অ্যাকাউন্ট্যান্সি— যে কোনও একটি বিষয়ে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা থাকলে অগ্রাধিকার। সঙ্গে কোনও ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অফিসার হিসেবে ৫ বছর কাজের অভিজ্ঞতা।

বয়স : ১–৭–২০১৭ তারিখে অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে। অফিসার স্কেল–ওয়ান পদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। অফিসার স্কেল–টু পদের ক্ষেত্রে ২১ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে। অফিসার স্কেল–থ্রি পদের ক্ষেত্রে ২১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। তফসিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর, বিধবা, ডিভোর্সি এবং আইনত বিবাহ বিচ্ছিন্না মহিলারা শুধুমাত্র অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ৯ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন। **লিখিত পরীক্ষার ধরনধারণ :** প্রার্থী বাছাই করা হবে অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট ও অফিসার স্কেল–ওয়ান পদের ক্ষেত্রে দু'পর্যায়ে। অফিসার স্কেল–টু ও থ্রি–র ক্ষেত্রে একটিই পরীক্ষা হবে। অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং অফিসার–স্কেল ওয়ান পদের ক্ষেত্রে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে যথাক্রমে ১৭, ২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বর (কর্তৃপক্ষ মনে করলে) এবং ৯, ১০ ও ১৬ সেপ্টেম্বর (কর্তৃপক্ষ মনে করলে)। মেন পরীক্ষা হবে অফিসার পদের ক্ষেত্রে ৫ নভেম্বর এবং অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে ১২ নভেম্বর।

প্রিলিমিনারি অনলাইন পরীক্ষায় অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) ও অফিসার স্কেল–ওয়ান পদের ক্ষেত্রে থাকবে ৪০ নম্বরের রিজনিং ও ৪০ নম্বরের নিউমেরিক্যাল এবিলিটি। সময় ৪৫ মিনিট। মেন পরীক্ষায় অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মাল্টিপারপাস) পদের ক্ষেত্রে থাকবে ৫০ নম্বরের রিজনিং, ৫০ নম্বরের নিউমেরিক্যাল এবিলিটি, ৪০ নম্বরের জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, ৪০ নম্বরের ইংলিশ বা হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ২০ নম্বরের কম্পিউটার নলেজ বিষয়ে প্রশ্ন। সময় দু'ঘন্টা। অফিসার স্কেল–ওয়ান পদের লিখিত পরীক্ষায় থাকবে ৫০ নম্বরের রিজনিং, ৫০ নম্বরের কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড, ৪০ নম্বরের জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, ৪০ নম্বরের ইংলিশ বা হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ২০ নম্বরের কম্পিউটার নলেজ বিষয়ে প্রশ্ন। সময় দু'ঘন্টা।

অফিসার স্কেল–টু (জেনারেল ব্যাঙ্কিং অফিসার) পদের ক্ষেত্রে থাকবে ৫০ নম্বরের রিজনিং, ৫০ নম্বরের কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড অ্যান্ড ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন, ৪০ নম্বরের ফিনান্সিয়াল অ্যাওয়ারনেস, ৪০ নম্বরের ইংলিশ বা হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ২০ নম্বরের কম্পিউটার নলেজ বিষয়ে প্রশ্ন। সময় দু'ঘন্টা।

অফিসার স্কেল–টু (স্পেশ্যালিস্ট ক্যাডার) পদের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষায় থাকবে ৪০ নম্বরের রিজনিং, ৪০ নম্বরের কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউট অ্যান্ড ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন, ৪০ নম্বরের ফিনান্সিয়াল অ্যাওয়ারনেস, ২০ নম্বরের ইংলিশ বা হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ, ২০ নম্বরের কম্পিউটার নলেজ এবং ৪০ নম্বরের প্রফেশনাল নলেজ বিষয়ে প্রশ্ন। সময় আড়াই ঘন্টা।

অফিসার স্কেল–থ্রি পদের লিখিত পরীক্ষায় থাকবে ৫০ নম্বরের রিজনিং, ৫০ নম্বরের কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড অ্যান্ড ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন, ৪০ নম্বরের ফিনান্সিয়াল অ্যাওয়ারনেস, ৪০ নম্বরের ইংলিশ বা হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ২০ নম্বরের কম্পিউটার নলেজ বিষয়ে প্রশ্ন। সময় দু'ঘন্টা।

সব ক্ষেত্রেই প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েস ধরনের। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে। একটি প্রশ্নের একাধিক উত্তর লিখলে তাও ভুল উত্তর হিসেবে ধরা হবে। পশ্চিমবঙ্গে প্রিলিমিনারি পরীক্ষার কেন্দ্র বৃহত্তর কলকাতা, শিলিগুড়ি, বহরমপুর, বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, হুগলি, হাওড়া ও কল্যাণী এবং মেন পরীক্ষার কেন্দ্র বৃহত্তর কলকাতা ও শিলিগুড়ি।

কীভাবে আবেদন করবেন : অনলাইন দরখাস্ত করবেন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.ibps.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আইডি থাকা চাই। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ১২ জুলাই থেকে ১ আগস্ট পর্যন্ত। অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং অফিসার দু'টি পদের জন্যই আলাদা দরখাস্ত পূরণ করে ও ফি দিয়ে আবেদন করতে পারবেন। তবে অফিসার পদে যে–কোনও একটি স্কেলের জন্যই আবেদন করতে পারবেন। দরখাস্ত করার আগে নিজের ফটো ও সই স্ক্যান করে কম্পিউটারে রাখতে হবে। নিজের পাসপোর্ট মাপের একটি সাম্প্রতিক রঙিন ফটো (হালকা ব্যাকগ্রাউন্ডে তোলা) ২০০×২৩০ পিক্সেলে ২০ থেকে ৫০ কেবি সাইজে স্ক্যান করে কম্পিউটারে রাখবেন। একটি সাদা কাগজে কালির পেনে সই করে তা ১৪০×৬০ পিক্সেলে ১০ থেকে ২০ কেবি সাইজে স্ক্যান করে কম্পিউটারে রাখবেন।

ফটো ও সই ২০০ ডিপিআই স্ক্যানার রেজলিউশনে ট্রু–কালারে স্ক্যান করে জেপিজি বা জেপিই ফর্ম্যাটে সেভ করবেন দুটি আলাদা আলাদা ফাইলে।

এরপর অনলাইনে দরখাস্তের বয়ান পূরণ করে তা অনলাইনেই 'সাবমিট' করবেন। দরখাস্ত গৃহীত হলে একটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাবেন। এগুলি টুকে রাখবেন। এরপর পূরণ করা দরখাস্তটির একটি প্রিন্ট আউট নেবেন। এই প্রিন্ট আউট কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে প্রয়োজন হতে পারে।

ফি প্রদান : ফি বাবদ দিতে হবে ৬০০ টাকা। তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা। অনলাইনে ফি জমা দিতে হবে। অনলাইন ব্যবস্থায় ডেবিট কার্ড (রুপে/ভিসা/মাস্টার কার্ড/মায়েস্ট্রো) বা ক্রেডিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং বা ইমিডিয়েট পেমেন্ট সার্ভিস (আইএমপিএস) বা ক্যাশ কার্ড বা মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। ফি জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.ibps.in

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৯ জুলাই – ৪ আগস্ট, ২০১৭

মেষ : দায়িত্বমূলক কাজে সাফল্যের যোগ রয়েছে। গৃহভূমি ও জমি–জমা সম্পর্কে শুভ ফল পাবেন। মাতা বা মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য লাভ করবেন, সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় থেকে শিক্ষা ক্ষেত্রে সাফল্য ও অগ্রগতির যোগ রয়েছে।

বৃষ : আর্থিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে ক্রয়–বিক্রয় ব্যবসায়ে লাভবান হবেন। গৃহভূমি ও জমিজমা সম্পর্কে শুভ ফল পাবেন। লেখাপড়ায় সাফল্য ও অগ্রগতির যোগ রয়েছে। ভাগ্যোন্নতির পক্ষে সময়টি শুভ ফলদায়ক। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে।

মিথুন : আপনার যুক্তির জোরে অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারবেন। মাঝে মাঝে রাগ বেড়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। শিল্পীদের পক্ষে সময়টি আশাপ্রদ। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। শিক্ষায় শুভ ফল পাবেন।

কর্কট : আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলা সম্ভব হবে না। চোখের পীড়ায় ও শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাবেন। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় থেকে কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে। পড়াশুনোয় মন বসতে চাইবে না। বন্ধুদের সাহায্যে প্রেমের সূচনা সম্ভব।

সিংহ : ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ হবে। ব্যবসা–বাণিজ্য লাভযোগ লক্ষিত হয়। খুব চিন্তা করে অন্যের সঙ্গে কথা বলবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভদায়ক। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে, শত্রুতার যোগ।

কন্যা : কর্মক্ষেত্রে সুনাম যশ বৃদ্ধি পাবে, অনেক ঝামেলা–ঝঞ্ঝাটের সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু আপনি সামলিয়ে নিতে পারবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফল পাবেন। বন্ধুদের সাহায্য লাভ করবেন। বাধা থাকলেও আর্থিক বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। সতর্কে চলুন।

তুলা : অর্থনৈতিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভদায়ক। ভাইবোনের সাহায্য লাভ করবেন। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। কর্মে উন্নতির যোগ।

বৃশ্চিক : পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। অর্শ বা আমাশয়ের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে কিঞ্চিৎ বাধার সম্মুখীন হতে হবে। লেখাপড়ায় মন বসতে চাইবে না। রক্তের উচ্চ চাপ জনিত পীড়ায় কষ্ট।

ধনু : শরীর স্বাস্থ্য পূর্বের তুলনায় ফল ভালো পাবেন। সন্তানের উন্নতিতে লাভবান হবে এবং মনে শান্তি পাবেন। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে অগ্রসর হতে পারেন। আধ্যাত্মিক চেতনা বৃদ্ধি পাবে। সর্বদা মন শান্ত রাখার চেষ্টা করবেন।

মকর : অন্যের দায়িত্ব নিতে যাবেন না। বন্ধু–বান্ধব থেকে সতর্ক থাকবেন। কর্মস্থলে গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। আর্থিক বিষয়ে মিশ্র ফল পাবেন। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। শিক্ষায় চঞ্চলতা হেতু ক্ষতির যোগ।

কুম্ভ : আত্মীয় স্বজনদের সহিত মনোমালিন্য ঘটবে। আপনার বুদ্ধির জোরে অনেক কাজ সফল করতে পারবেন। যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগ রয়েছে। প্রতারক থেকে সাবধান থাকবেন।

মীন : শরীর ভাল যাবে না। হজমের গোলমাল ঘটবে। পড়াশুনায় অমনোযোগী হওয়ার জন্য ক্ষতি হয়ে যাবে। গৃহভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। নূতন নূতন কাজের যোগাযোগ ঘটবে।

শব্দবার্তা ৪০

১	২		৩		■	৪	৫
■		■		■	৬	■	
■	■	■	৭			■	
৮		৯		■		■	
	■		■	১০			
	■	১১			■	■	■
	■		■		■	১২	■
১৩		■	১৪				

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। বিশদ বিবরণ সহ ৪। অমোঘ বা সত্যবাক্য ৭। তিরস্কার, ভর্ৎসনা ৮। বিরক্তিকর বাচালতা ১০ কাচ, আয়না ১১। মনে রাখা ১৩। ওজনের পরিমাণ বিশেষ ১৪। বুদ্ধিমান।

উপর–নীচ

২। প্রসিদ্ধি, যশ ৩। এক লক্ষের বেশি ৫। 'এ যে হৃদয় —, ৬। মন্ত্রীরা চালান ৮। ভন্ড, ধার্মিকতার ভান করে এমন লোক ৯। শক্তির সঞ্চার ১০। বেআইনি ঘোষিত হলেও এই প্রথাটি এ দেশে থেকেই গেল ১২। জয়নগরের যা বিখ্যাত।

সমাধান : শব্দবার্তা ৩৯

পাশাপাশি : ১। ঘ্যাম ৩। গোসাঘর ৬। হইচই ৮। মধু ১০। ছোরা ১২। পাড়ি ১৩। রাফ ১৫। আন্দামান ১৬। তাম্রপত্র ১৭। লাস্ট।

উপর–নীচ : ২। মনোহরা ৪। সানাই ৫। রসম ৭। চম্পা ৯। ধুমড়ি ১০। ছোহারা ১১। মন্দা ১২। পানশালা ১৪। ফয়তা ১৫। আলাপ।

আলিপুর বার্তার সারকুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন
এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ম্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

ক্লাসে সাপ, বেহাল হেতমপুর বালিকা বিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : হেতমপুর : শ্রেণীকক্ষে ঢুকে রয়েছে সাপ। ফলে আতঙ্কে দিন কাটছে ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের। বীরভূম জেলার হেতমপুর রাজ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘটনা। ১৯৬৫ সালে রাজ পরিবারের জমিতে পথ চলা শুরু ৬০ নং জাতীয় সড়কের পাশে অবস্থিত হেতমপুর রাজ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের। বর্তমানে ছাত্রী সংখ্যা ৩৯০ জন, শিক্ষিকা মাত্র আটজন। নেই খেলাধূলার শিক্ষিকা। ২০১৫ সাল থেকে নেই জীবন বিজ্ঞানের শিক্ষিকাও। পুরাতন একতলা বাড়িতে তিনটি শ্রেণীকক্ষ এবং একটি হলঘর। নতুন বিল্ডিং-এ ছয়টি শ্রেণীকক্ষের মধ্যে একটি কম্পিউটার রুম এবং একটি ঘর অন্য কাজে ব্যবহার করা হয়। অসুস্থতার জন্য তিন মাস ছুটিতে আছেন প্রধান শিক্ষিকা সন্ধ্যা দাস। একে তো শ্রেণীকক্ষ কম তাতে আবার সাপের উপদ্রব। বিদ্যালয় জঙ্গলে ভর্তি। মিড-ডে-মিল খাওয়ার কোনও নির্দিষ্ট কক্ষ নেই। এরফলে ছাত্রীদের রোদে বৃষ্টিতে গাছতলায় বসে ছাত্রীদের মিড-ডে-মিল খেতে হয়। কুকুর ঢুকে খাবার টানাটানি করে বলে অভিযোগ ছাত্রীদের। বাথরুমের পাঁচিল ভাঙা। জতুগৃহ অবস্থায় বিদ্যালয়ের বিদ্যুৎ বিভাগ। সবমিলিয়ে বলতে গেলে, একাধিক সমস্যায় জর্জরিত বীরভূম জেলার হেতমপুর রাজ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। দীর্ঘ দিন এভাবে চললেও প্রশাসন ফিরেও তাকায় না এই বিদ্যালয়ের দিকে।

মানকুন্ডু হাসপাতালে বেতন নিয়ে ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা: সম্প্রতি ন্যায্য বেতন না পাওয়ায় ক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠল মানকুন্ডু মানসিক হাসপাতাল। এই হাসপাতালের কর্মরত নার্সদের বক্তব্য প্রায় চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তাঁরা এখানে কর্মরত। শুরুতে তাঁদের মাসিক বেতন ছিল মাত্র চল্লিশ টাকা। সঙ্গে খাওয়া – দাওয়া দেওয়া হত। কিন্তু এত বছর কর্মজীবন অতিক্রান্ত হওয়ার পর অবসরের মুখে এসে এখন তাঁদের মাসিক বেতন দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৭০০ টাকা। তাঁদের প্রশ্ন রাজ্যে এমন কোনও চাকরি আছে যেখানে চল্লিশ বছর কাজ করার পর বেতন চল্লিশ টাকা থেকে ২৭০০ টাকা হতে পারে। যেহেতু ওই হাসপাতালটি ভদ্রেশ্বর পুরসভার অধীনে তাই এই বিষয়ে পুরসভা সূত্রে জানানো হয় হাসপাতালের ভেতরে লাইট লাগানো হয়েছে, হাসপাতালের পাঁচিল ভেঙে গিয়েছিল তা ঠিক করা হয়েছে, প্রায় ৩ লক্ষ টাকা খরচ করে পুরুষদের জন্য শৌচাগার তৈরি করা হয়েছে, মহিলাদের জন্যও এই শৌচাগার তৈরি করা হবে। এর পাশাপাশি রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটার সঙ্গে আলোচনা করে এই হাসপাতাল নিয়ে একটি উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে পুরসভা সূত্রে জানানো হয়।

নলী কেটে খুন ছাত্র

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : বারুইপুরে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র নিখোঁজ হবার পর থেকে চলছে তল্লাশি। অবশেষে পিয়ালী নদীর ধারে খুঁজে পাওয়া গেল নলী কাটা ছাত্র জগদীশ মন্ডলের(১৩) দেহ। ঘটনাটি ঘটে পিয়ালীর ঘোলা ঘোটা এলাকায়। জগদীশের বাবা প্রভাসবাবুর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ সুন্দরবন কোস্টাল থানা এলাকার ছোট মোল্লাখালি থেকে গ্রেপ্তার করেছে প্রতিবেশী অশোক হালদারকে। এরপর গ্রেপ্তার হয় জগন্নাথ সর্দার, মেঘনাথ মৃধা, সুনীল হালদার। জগদীশবাবুর একটি ছোট মুদির দোকান আছে। এর পাশাপাশি তিনি জমির দালালি করতেন। প্রভাসবাবুর অভিযোগ, 'আমার এবং প্রতিবেশী মৃণাল সরকারের কেনা ২ বিঘা ৪ ছটাক জমি জোর করে দখল করতে চাইছিল গোসাবার শম্ভুনগরের চিত্ত প্রামাণিক। এই ঝামেলায় যুক্ত হয়েছিলো পিয়ালীর সুনীল পাল ও চম্পাহাটির জয়ন্ত মন্ডল। এর জেরেই ওরা পরিকল্পনা করেছিল প্রতিবেশী অশোক হালদারকে দিয়ে আমার ছেলেকে খুন করাবে। সেই পরিকপনা মাফিক কাজও করেছে ওরা। এই সুপারি কিলারকে ৫০ লক্ষ টাকার চুক্তি করেছে ওরা।' পুলিশের অনুমান জমি বিক্রির বিবাদের জেরেই খুন হয়েছে জগদীশ। এই নৃশংশ খুনের ঘটনায় গোটা গ্রাম অভিযুক্তের ফাঁসির দাবিতে সোচ্চার।

জলমগ্ন বাসন্তী থেকে সাগর

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাগর : গত ২০ জুলাই থেকে এক টানা বৃষ্টিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থেকে সাগরসহ বিভিন্ন ব্লকগুলি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। সাগর ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলে ৬০ শতাংশ পান এবং ৯৫ শতাংশ ধানের বীজতলার ক্ষতি হয়েছে। ধবলহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের মনসামন্দির থেকে বোটখালি পর্যন্ত নদীর জলের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ায় নোনা জলে ডুবে যায় এলাকা।

তবে সাগরের বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন নদীর জল বেড়ে যাওয়ার ফলে বাঁধের উপর থেকে নোনা জলে প্লাবিত হয়েছে সাগরের বোটখালি ও নামখানার পাতিবেনিয়া। ক্ষতি হয়েছে মাটির ঘরের। বিধায়ক তহবিলের টাকায় নামখানায় ২০০ এবং সাগরে ৩০০ ত্রিপল দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সবরকম ভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

এদিকে সোনাখালিতে বাসন্তী বিডিও অফিস কার্যালয় জলমগ্ন হয়ে পড়ে। সমস্যায় পড়েন সরকারি কর্মীরা। ভাসছে গোসাবা, ক্যানিং-১ ও ২, মথুরাপুর-১ ও ২, মগরাহাট- ১ ও ২ সহ বিভিন্ন ব্লক গুলিতে জলমগ্ন এবং চাষের বীজতলা।

বানভাসি হাওড়ার ৫০ নম্বর ওয়ার্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়ার ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের বন্যা পরিস্থিতি বেশ বিপদজনক। রাস্তাঘাট জলে থৈ থৈ, কোথাও এতটুকু শুকনো জায়গা নেই বললেই চলে। যাতায়াত সম্পূর্ণ ভাবে ভেঙে পড়েছে। ব্যস্ততম হাওড়া স্টেশন থেকে মাত্র ৭ কিলোমিটার দূরে এই ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের অবস্থান। এই অবস্থায় একমাত্র ভরসা ভেলা নিয়ে যাতায়াত করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় কাউন্সিলর বলেন এই ভয়ানক পরিস্থিতির জন্য দায়ী ৩৪ বছরের বাম সরকার। তারা এই অঞ্চলের জল নিষ্কাশনের কোনও ব্যবস্থাই করেন নি। বর্তমান সরকার চেষ্টা করে যাচ্ছে বেহাল দশা থেকে স্থানীয় মানুষজনকে যাতে বাঁচানো যায়। এমনিতেই জায়গাটি অত্যন্ত নীচু। অন্যদিকে নতুন করে ডিভিসি থেকে জল ছাড়ায় হাওড়া, হুগলি এবং পূর্বে বর্ধমানের অবস্থা অত্যন্ত করুণ। নতুন করে দেখা দিয়েছে বন্যার আশঙ্কা। হাওড়ার আমতা এবং উদয়নারায়ণপুরেও দেখা দিয়েছে বন্যার আশঙ্কা।

বন্ধুর সঙ্গে ঝামেলার জেরে আত্মঘাতী কিশোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাকদ্বীপ : একই পাড়ার মধ্যে দুই বন্ধুর ঝগড়া আর তাকে কেন্দ্র করেই ঝামেলা দুই পরিবারে। এর জেরেই গলায়ে দড়ি লাগিয়ে আত্মঘাতী হল সুরজিত দাস নামে এক কিশোরের ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিন ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের দক্ষিণ গোবিন্দপুরে। ২ বন্ধু দীপ মান্না ও সুরজি দাস। এলাকায় ছোট্ট একটি ঝামেলা হয় দুই বন্ধুর। পরে পাড়ার ছেলেরা তাদের ছাড়িয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। দীপ বাড়িতে গিয়ে গণ্ডগোলের কথা বললে, দ্বীপের পরিবারের সদস্যরা চড়াও হয় সুরজিতের বাড়িতে। বাড়িতে ঢুকে বছর ষোলোর সুরজি দাসকে মারধর শুরু করে। সুরজিতের প্রৌঢ়া ঠাকুমা বাণীপ্রভা থামাতে গেলে তাঁকেও মারধর করে। কাকদ্বীপ হাসপাতালে নিয়ে গেলে ঠাকুমা বাণীপ্রভার হাত ভেঙেছে বলে জানান চিকিৎসকরা। এরপর সুরজিকে প্রাণনাশের হুমকিও দিয়ে চলে যায় মান্না পরিবারের সদস্যরা। এর কিছুক্ষণের মধ্যে বাড়ির মধ্যে থেকে সুরজিতের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। হুমকি ও মারধরের ভয়ে সুরজিত আত্মঘাতী হয়েছে বলে পরিবারের অভিযোগ। মঙ্গলবার রাতে কাকদ্বীপের দক্ষিণ গোবিন্দপুরের গুরুপল্লীর এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। রাতেই দীপের বাবা বিশ্বজিত মান্না, মা মিঠু মান্না ও দাদা রাজু মান্নার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন সুরজিতের মা সুচনা দাস। অভিযোগের ভিত্তিতে মিঠু মান্নাকে গ্রেপ্তার করে পুলিস। ধৃতকে বুধবার কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। এদিন সুরজিতের দেহের ময়নাতদন্ত হয়।

সুরজিত ও দীপের বাড়ি দূরত্ব ৫০০ মিটারের।

শোকার্ত পরিবার। –নিজস্ব চিত্র

দু'জন ভাল বন্ধু বলেই এলাকার লোকজন জানত। দীপ স্থানীয় একটি প্রাইমারি স্কুলে পড়ে। অন্যদিকে সুরজিত ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়ার পর স্কুল ছেড়েছিল। দুই ভাইয়ের মধ্যে সে বড়। বাবা ভিন রাজ্যে শ্রমিকের কাজ করেন। সুরজি ইদানীং রঙিন মাছ ও পাখির ব্যবসা করছিল। কিন্তু সুরজিতের স্বভাব চরিত্র খুবই ভাল বলে এলাকার মানুষ জানিয়েছেন। অন্যদিকে দীপ বয়সে ছোট হলেও দুরন্ত প্রকৃতির। দীপের বাবার একটি সেলুন দোকান আছে। দাদা রাজু কাকদ্বীপ কলেজে পড়াশুনো করেছে। কিন্তু এদিন সুরজিতের বাড়িতে মান্না পরিবারের সদস্যরা চড়াও হয়ে মারধর করেছে, তা কেউ ভাল চোখে নেয়নি। মারধর ও হুমকি দেওয়ার সময় প্রতিবেশীরাই রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। মায়ের শাড়িতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয় সুরজিত। বুধবার কাকদ্বীপের ওসি সুদীপ সিং সুরজিতের বাড়িতে যান। ওসি প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলেন। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আত্মহত্যার প্ররোচনা। হুমকি ও বাড়িতে চড়াও হয়ে মারধরের মামলা রুজু হয়েছে। দীপের বাবা ও দাদা ঘটনার পর থেকে পলাতক।

অতিবৃষ্টিতে বিপর্যস্ত বীরভূম

নিজস্ব প্রতিনিধি, লাভপুর ও সিউড়ি(বীরভূম) : গত বৃহস্পতিবার ২০ জুলাই থেকে লাগাতার বৃষ্টিতে বীরভূম জেলায় সৃষ্টি হয়েছে বন্যা পরিস্থিতির। নামানো হয়েছে নৌকা। একাধিক গ্রাম জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। কজওয়ে, সেতুতে জল উঠে যাওয়ায় বীরভূম জেলার একাধিক রাস্তায় বন্ধ যান চলাচল।

কুয়ে নদীর জল বাড়ায় ডুবে গিয়েছে লাভপুরের লঘাটা সেতু। বন্ধ সিউড়ি কাটোয়া যান চলাচল। সোমবার সকাল থেকে সাইকেল, ছোটো গাড়ি চলছে। গড়াগড়াঘাটে শাল নদীর জল বাড়ায় ভেঙে গিয়েছে ৬০ নং জাতীয় সড়কের রাস্তা। সেখানেও বন্ধ যান চলাচল। বাসগুলি দুবরাজপুর থেকে কুখুটিয়া, গোকরুল, চন্ডীপুর দিয়ে ঘুরে খয়রাশোল যাচ্ছে। ৬০ নং জাতীয় সড়ক মেরামতির কাজ চলছে দ্রুত। বক্রেশ্বর নদীতে জল বাড়ায় বন্ধ বোলপুর আমোদপুর রাজ্য সড়ক। বোলপুর থেকে ৯ কিমি দূরে সতীপীঠ কঙ্কালীতলা। মন্দিরের ঘা ঘেঁষে গিয়েছে কোপাই নদী। জলমগ্ন হয়ে পড়েছে কঙ্কালীতলা মন্দির। মাকে সরিয়ে শিব মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ২১ জুলাই পর্যন্ত সিউড়িতে ১২৫ মিমি, রামপুরহাটে ৭৬ মিমি, বোলপুরে ৮৫.৮ মিমি, ইলামবাজারে ৯৫ মিমি বৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে বিভিন্ন জলাধার থেকে ছাড়া হয়েছে জল। পাইপ ভেসে যাওয়ায় পানীয় জলের সঙ্কট দেখা দিয়েছে দুবরাজপুর এলাকায়।

সিউড়ির সাজানোপল্লি, শ্রীপল্লি, ১৯নং ওয়ার্ডে বাড়িতে জল ঢুকে গিয়েছে। রাস্তা ছাপিয়ে বইছে জল। দিশেহারা স্থানীয় বাসিন্দারা। খয়রাশোলের ছোড়া গ্রামে নির্মীয়মান সেতু জলের তলায় চলে গিয়েছে। কর্মরত শ্রমিকরা কোনও ক্রমে প্রাণে বাঁচলেও জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে জেসিবি মেশিন সহ নির্মাণ সামগ্রী। সিউড়ি সদর হাসপাতালের পুরাতন ওয়ার্ড ক্যাম্পটি জলের তলায়। কচুজোড়ের সংগ্রামপুর গ্রাম জলমগ্ন। কুন্ডলা পঞ্চায়েতের দ্বারবাসিনী এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। বেশিরভাগ মাটির বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত। ক্ষতিগ্রস্তদের কুন্ডলা পঞ্চায়েতের তরফ থেকে ত্রিপল বিলি করা হয়েছে বলে জানান কুন্ডলা গ্রামের বিজেপি কর্মী রাজু মন্ডল। জানুরি ও কোমা যাওয়ার প্রধান সড়ক জলে ডুবে গিয়েছে। ভগীরথপুর সহ গোটা এলাকা বিচ্ছিন্ন। ৬০ নং জাতীয় সড়কে চন্দ্রভাগা নদীর সেতুর উপর দিয়ে বইছে জল। কামারডাঙা গ্রাম জলমগ্ন। কুখুটিয়া ঘাট, রুপুসপুরের নিচিন্দার কাছে বক্স ব্রিজ, পার্চড়া সেতুর উপরেও জল। পুরন্দরপুর কজওয়ের উপর দিয়ে জলের মধ্যে চলছে ঝুঁকির পারাপার। চন্ডীপুর, পটলপুর, গড়গড়া, বনকাঠি গ্রামগুলি জলপ্লাবিত। জলের তোড়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে প্রতিটি সেতুর কাছে পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েন করা হয়েছে। নদীর জল উঠে এসেছে বক্রেশ্বর শ্মশান পর্যন্ত। ২৪ জুলাই সোমবার সকাল থেকে চিনপাই সহ জেলায় শুরু হয়েছে বৃষ্টি।

বন্যায় বিচ্ছিন্ন দ্বীপে পরিণত হয়েছে লাভপুর ব্লকের ঠিবা, জামনা, বিপ্রটিকুরি পঞ্চায়েত সহ ১১টি পঞ্চায়েতের গ্রামগুলি। শীতলগ্রাম, জামনা, ঠিবা, মিরিটি,

লঘাটা সেতুর উপর দিয়ে বইছে কুয়ে নদী।

বলরামপুর, জয়চন্দ্রপুর, চতুভুজপুর, লঘাটা, খাপুর, কান্দরকুলা, কাদরপুর সহ বিভিন্ন গ্রামে চলছে বন্যা। বিদায়ী রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের গ্রাম মিরিটি। হাসড়া ব্রিজ ভেঙে গিয়ে বন্ধ ইলামবাজার-হাসঁড়া যোগাযোগ। বন্ধ সিউড়ি-আমজোড়া বাস চলাচল।

সোমবার থেকে বৃষ্টি কমায় বীরভূম জেলার বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। শনিবার ২২ জুলাই বন্যা কবলিত লঘাটা এলাকা পরিদর্শন করেন এসআরডিএ চেয়ারম্যান অনুব্রত মন্ডল। সিউড়ি-২ নং ব্লকে খোলা হয়েছে ত্রাণ শিবির। রবিবার ২৩ জুলাই লাভপুর ব্লকের বন্যা কবলিত গ্রামগুলি ঘুরে দেখেন বীরভূম জেলার জেলাশাসক পি মোহনগান্ধি, বোলপুরের মহকুমাশাসক সহ সেচ দপ্তরের আধিকারিকরা। ঠিবা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান জেলাশাসক। সেখানকার সাধারণ মানুষজনের কথা শোনেন। খোলা হয়েছে ত্রাণ শিবির। বন্যা কবলিত মানুষজনের কাছে খাবার, ত্রাণ পৌছে দিচ্ছে জেলা প্রশাসন। জেলাশাসকের দপ্তরে খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুম।

মহানগরে

নিজেদের লেবার কোয়ার্টার দিয়ে জীর্ণ বাড়ি মুক্তির অভিযান শুরু করল পুরসভা

বরুণ মন্ডল : নতুন পুর আইনের সূত্র (কেএমসি বিল্ডিং রুলস-৪১২এ ধারায়) ধরে কলকাতা মহানগরের সমস্ত 'জীর্ণ বিপজ্জনক বাড়ি' ভেঙে সম্পূর্ণরূপে নতুন রূপের বাড়ি গড়ার কাজ সম্ভবত কলকাতা পুরসংস্থার ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত পুরসংস্থার নিজস্ব বিপজ্জনক বাড়ি ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে শুরু হতে চলেছে বলে জানান, মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়। মহানাগরিক জানান, পুরসংস্থা চায় পুরসংস্থার নিজস্ব জীর্ণ বিপজ্জনক বাড়িগুলি ভেঙে নতুন রূপ দিক। এভাবে পুরসংস্থাস্থিত জীর্ণ বিপজ্জনক বাড়ির মালিকদের এ কাজে আহ্বান জানাক। পশ্চিম বেহালার ডা. এ কে পাল রোডের পুরাতন মেয়র পট্টিতে পুরসংস্থার মজদুর ভাইদের জন্য (পূর্বতন সাউথ সুবারবান ইউনিট) একটি বহু পুরনো 'লেবার কোয়ার্টার' আছে। বাড়িটিতে কলকাতা পুরসংস্থা 'বিপজ্জনক বাড়ি'র নোটিশ বোর্ড ঝুলিয়ে দিয়েছে। অথচ পুরসংস্থার নিজস্ব বাড়ি এবং পুর আইন থাকা সত্ত্বেও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে না। যে কোনও সময় বাড়ির কোনও অংশ ভেঙে পড়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এই বিষয়ে অবিলম্বে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে? পুরসংস্থার বামফ্রন্ট নেত্রী ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডের অতীব পুরাতন পুর প্রতিনিধি রত্না রায় মজুমদারের এক প্রশ্নের উত্তরে মহানাগরিক উক্ত উক্তি করেন গত ১২ জুলাইয়ের পুর অধিবেশনে।

স্থানীয় পুর প্রতিনিধি রত্না রায় মজুমদার বলেন, স্থানীয় একে পাল রোডের বর্তমান আম্বেডকর নগরীতে (হরিজন কোয়ার্টার) ১৯৭৪ সালে চারতলা একটি পুর লেবার কোয়ার্টার তৎকালীন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর তৈরি করে পরবর্তীকালে অতিরিক্ত প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে ১৯৮৭-'৮৮ অর্থবর্ষে 'হাডকো'র উদ্যোগে পুরাতন বাড়ির পাশেই আরও একটি চারতলা বাড়ি তৈরি হয়। বর্তমানে পুর কর্তৃপক্ষ পুরাতন বাড়িতে বিপজ্জনক বোর্ডও সেঁটে দিয়েছে। এখানে বসবাসকারীরা উত্তরপ্রদেশ থেকে ছোটবেলায় এসেছে। পরম্পরায় ওরা বাংলায় থেকে গিয়েছে। বাংলাই ওদের বসবাস। বর্তমানে ওদের কাজও নেই। মজদুরের কাজে পুরসংস্থা বর্তমানে লোক নিচ্ছে না। ওখানে মাত্র ছ'জন পুরকর্মী রয়েছেন। বাকিদের সঙ্গে বর্তমানে পুরসংস্থার কোনও সম্পর্ক নেই। ওরা আশেপাশে লোকের বাড়ি কাজকর্ম করেন। তারা এবং তাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়রা কেউবা ভাড়াও থাকে। এই বাড়ি দুটির বিপরীতে পুরসংস্থার একটি মাঠ ছিল। মাঠেরও দখল ওরা নিয়ে সেখানে কাঁচা ঘর বেঁধে ওরা রয়েছে। রত্নাদেবীর বক্তব্য, ওখানে অথরাইজ ও আন-অথরাইজ ব্যক্তির নামের তালিকা সিল করে দিক পুর কর্তৃপক্ষ। যাতে আগামী দিনে কোনও সমস্যা না আসে। যাঁরা আন-অথরাইজড আছে। দীর্ঘদিন যাবৎ আছে, তাদের জন্য রাজ্য সরকারের বর্তমান গীতাঞ্জলি প্রকল্পে বাড়ি তৈরি হতে পারে বা 'হাউসিং ফর অল আর্বান পুওর' এই সেকশনে আন-অথরাইজ ব্যক্তিদের মাঠে বাড়ি করে দেওয়া যেতে পারে। ওদের আশ্বস্ত করো বাড়িটা বিপজ্জনক তোমরা নেবে যাও। পুর কর্তৃপক্ষ বাড়িটা ভেঙে নতুন বাড়ি তৈরি করে দেবে। তোমাদের বৈধ নামের তালিকা পুর কর্তৃপক্ষের কাছে থাকল। এ পরিকল্পনা না হলে রত্নাদেবীর বক্তব্য, বাড়ি দু'টি যে কোনও সময় ভেঙে পড়বে। অথরাইজড পুরকর্মীদের জন্য পুরসংস্থা কোয়ার্টার তৈরি করতে পারে। তাদের টাকা ধরা থাকে পুর বাজেটে।

এদিকে মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়ের বলেন, এই 'লেবার কোয়ার্টারটি'র সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসেছে। আইনগত সিদ্ধ হয়েছে ৪১২-এ ধারাটি। যাঁরা যেখানে অথরাইজড আছেন তাঁদের নিশ্চয়ই সেখানে থাকতে দেওয়া হবে। কিন্তু আমরা এ শহরে কাউকে মাথার ওপর 'বিপজ্জনক বাড়ি' ভেঙে পড়তে দেব না। সে কলকাতা পুরসংস্থার বাড়ি হোক বা ব্যক্তিগত জীর্ণ বাড়ি হোক। ওখানে আন-অথরাইজড কে আছে তার একটি লিস্ট তৈরি করুন।

পুরসংস্থা বাড়ি খালি করে দেবে। আমরাই বাড়িটা নতুনরূপে তৈরি করে দেবো। আন অথরাইজডদের কথা আমি এই অধিবেশনে লিপিবদ্ধ করতে পারি না। তবে অথরাইজড যাঁরা আছেন প্রথমে যে যতো বর্গফুটে আছেন সেইটির ব্যবস্তা পুরসংস্থা নিশ্চয়ই নিতে পারে। সে চেষ্টা নিশ্চয়ই করবো। আমাদের পদক্ষেপ নিতে হবে। যেহেতু এটা কলকাতা পুর সংস্থার নিজস্ব বাড়ি। আমরা যখন মানুষকে এই মহানগরের কমবেশি ৩,৫০০টি জীর্ণ বিপজ্জনক বাড়ি থেকে উদ্ধারের কথা বলছি, তখন আমাদের বাড়ি যাতে ভেঙে না পড়ে তা দেখতে হবে।

চারমাস বাদেও নয়া অ্যাসেসমেন্ট নিয়ে বিভ্রান্ত কলকাতাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার পুরসংস্থার নথিভুক্ত সম্পত্তি করদাতার সংখ্যা ৭ লক্ষ ২০ হাজারের অধিক। এতোদিন যাবৎ ওই করদাতারা পুর সম্পত্তি কর দফতরের ইন্সপেক্টরদের মর্জি মাফিক সম্পত্তির বার্ষিক মূল্যায়নে'র ১১ থেকে ৪০ শতাংশ হারে সম্পত্তি কর দিত। গত ১ এপ্রিল থেকে কলকাতা মহানগরীতে 'ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতি' তে 'নিজ বসতবাড়ির স্ব-মূল্যায়নে'র (সেলফ অ্যাসেসমেন্ট অফ প্রপার্টি ট্যাক্স সংক্ষেপে স্যাপ ব্যবস্থা চালু হয়েছে। গত চারমাসে ওই দফতরে ফিলাপ করা ফর্ম জমা পড়েছে মাত্র কমবেশি ৩৫ হাজার। পুরসংস্থার বামফ্রন্টের নেত্রী ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডের প্রবীণ পুরপ্রতিনিধি রত্না রায় মজুমদার বলেন 'টোটালটাই' রেডিনা না হয়ে একটা অপরিপক্ক কাজ হয়েছে। 'ইউএএ' নিয়ে পুরবাসী 'শহরবাসী ব্যঙ্গ করছে। আমরা বলে ছিলাম, টোটালটা রেডি করে পুরবাসীকে ভালোমতো বুঝিয়ে কনফিডেন্স এনে তবেই চালু করতে। 'সেলফ অ্যাসেসমেন্ট অফ প্রপার্টি ট্যাক্সে'র বিভিন্ন 'মাল্টিপ্লিকেটিভ ফ্যাক্টর' গুলির ক্ষেত্রে সংশোধনী আনা প্রয়োজন। 'এজ অফ দি প্রেমিসেস' (এমএফ-১), 'লোকেশন অফ সি প্রেমিসেস' (এমএফ-২), 'অ্যানুয়াল ভ্যালু'র ওপর 'হাওড়া ব্রিজ ট্যাক্স রেট' এবং ট্যাক্স ক্যাপিং' (বৃদ্ধি বা হ্রাস ২০ শতাংশ) গুলির ক্ষেত্রে সংশোধনী আনা প্রয়োজন। আরও বিকেন্দ্রকীণ প্রয়োজন। পুরো ব্যাপারটাই বর্তমানে হযবরল। আরও সমস্যা হচ্ছে, পুর সম্পত্তি কর দফতরের আধিকারিকদের কাজে জানতে চাস 'ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্ট পদ্ধতি' বর্তমানে চালু হওয়ায় 'জেনারেল রি-ভ্যালুয়েশন' (জিআর) বিষয়টি কী অবস্থায় দাঁড়াবে? তাঁরাও বলছেন, আমাদের কাছেও বিষয়টা ক্লিয়ার নয়। ফলে গোটা জিনিসটা নিয়ে একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। আবার 'ইউএএ'-এর জন্য ওয়ার্ড ভিত্তিতে 'ডাউট ক্লিয়ারিং' সভা করার জন্য ওয়ার্ড প্রতি ৫০০০ টাকা অর্থ বরাদ্দ বিষয়টি এখনও পুর অর্থ দফতরে লাল ফিতের ফাঁস বন্দি। তবে কবে ওই সভা হবে ওয়ার্ড প্রতি ৫০০০ টাকা দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত, তা কবে বরোতে আসবে? তা এখন বিশ বাঁও জলে। ১০ বরোর অধ্যক্ষ তপন দাশগুপ্তের বক্তব্য 'ইউএএ প্রকল্পটি অত্যন্ত সময়োপযোগী ও বাস্তবসম্মত। পুরসংস্থার

১৪১টি ওয়ার্ডের সংশ্লিষ্ট দফতরের দক্ষ আধিকারিকরা এক একটি ওয়ার্ডের তিন থেকে চারটি অঞ্চলের সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে যদি বিষয়টি বোঝাবার ও নির্ধারিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফর্মটি পূরণ করার উদ্দেশ্যে 'আলোচনা সভা' 'ডাউট ক্লিয়ারিং' সভা করেন তবেই এই প্রকল্প অতি সত্বর বাস্তবের রূপ দেখবে।' ৯৮ নম্বর ওয়ার্ডের বামফ্রন্টের দক্ষ পুর প্রতিনিধি মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী মহা নাগরিকের কাছে জানতে চান, ইউএএ-এর জন্য ওয়ার্ড ভিত্তিতে 'ডাউট ক্লিয়ারিং' সভা করার জন্য কোনও অর্থ বরাদ্দ হবে কী? মহানাগরিক শোভন বসু জানানা ওয়ার্ড ভিত্তিক ৫০০০ টাকা হবে। কিন্তু কবে দেওয়া হবে তার উত্তরে চুপ।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫১ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা, ২৯ জুলাই – ৪ আগস্ট, ২০১৭

নীতিশের পোলভল্টে কুপোকাৎ বিরোধীরা

নীতিশ কুমারের পদ্ম শিবিরে ফেরা নিয়ে কদিন ধরে খুব জল্পনা চলছে দেশের রাজনীতিতে। এমন একটা ভাব করছেন সবাই (পড়ুন কং ও তাঁদের সহযোগীরা) যেন রাজনীতিতে এমন পালাবদলের ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। অনেকটা 'চোরের মায়ের বড় গলা'র মতো এক শ্রেণির রাজনীতিবিদ কট্টর নীতিশ বিরোধিতায় শামিল হয়েছেন। যাঁরা কিছুদিন আগে চরম বৈরিতা ভুলে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস ও সিপিএমের প্রেমলীলাকে সমর্থন করেছিলেন, তার আগে এই বিহারেই লালুজির সঙ্গে নীতিশের দোস্তিকে যাঁরা তারিফ করেছিলেন তারাই কেমন গেল গেল রব তুলছেন। ভাবখানা এমন লালুপ্রসাদ অ্যান্ড হিজ টিম যত দুর্নীতিই করুক তাঁকে ছেড়ে যাওয়া যাবে না কোনও মতেই। দুর্নীতির কাছে দাসখত দিতে হবে কেন না, 'সাম্প্রদায়িকতা'র বিরোধিতা করতে হবে যে। ঠুনকো এই যুক্তির কাছে মাথা নোয়াতে দেখা যাচ্ছে কং, তৃণমূল, আরজেডি সহ বহু বিরোধী দলকে। ভাবতে অবাক লাগে দুর্নীতির পাহাড়ে বসে থাকা লালু এদেশে কিভাবে বন্দিত হন, দেশবরেণ্য সুভাষচন্দ্রের নেতাজি তকমা অবলীলায় নিজের নামের আগে জুড়ে দেন যে ক্ষমতালোভী মুলায়ম তাঁকে নিয়ে মাতামাতি হয় এদেশের রাজনীতিতে। সত্যি, সেলুকাস। বিচিত্র এই দেশ। যেখানে দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো নীতিশ কুমারকে একঘরে করার চেষ্টা চলে। যদিও নীতিশজি নিজে যে ভুল করেন নি তা নয়। কি দরকার ছিল তাঁর বিধানসভা ভোটের আগে হঠাৎ করে লালুপ্রসাদের হাত ধরতে যাওয়ার। আসলে সেসময় তিনি মোদীর ওপর অভিমানে তীব্র বিজেপি বিদ্বেষী হয়ে উঠেছিলেন। তার আগে পর্যন্ত নীতিশ নিশ্চিত ছিলেন আডবানিজি হতে চলেছেন বিজেপির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী। কিন্তু মাঝখানে মোদী এসে যাওয়ায় গুলিয়ে যায় তাঁর সব হিসেব নিকেষ। লোকসভা ভোটে একা লড়তে গিয়ে বিহারে বিজেপির কাছে যেভাবে জব্দ হন তাতে তিনি প্রমাদ গুণতে শুরু করেন। এর প্রেক্ষিতেই লালুপ্রসাদের সঙ্গে নীতিশের জোট গড়া। যাতে আবার লেজুর হয় ক্ষয়িষ্ণু কংগ্রেস। যাক বিজেপি বিরোধিতার এই সমীকরণে প্রথম রাউন্ডে জয় হয় জোটের। বিহারে সরকার গড়েন নীতিশ। কিন্তু তালেগোলে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয়ে লালুর হাতে চলে যায় যাবতীয় কলকাঠি। লালুর আদরের ছেলে তেজস্বীকে উপমুখ্যমন্ত্রী করতে একরকম বাধ্য করা হয় নীতিশকে। বস্তুত এভাবেই আরজেডি'র সঙ্গে জোট গলার কাটার মতো বিঁধতে থাকে নীতিশের। এই জাতাকল থেকে বেরোনোর উপায় খুঁজছিলেন এই সফল মুখ্যমন্ত্রী। প্রথমে নোট বাতিলের সিদ্ধান্তকে তারিফ করা ও পরে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী রামনাথ কোবিন্দকে সমর্থন করে ফের এনডিএ–র বৃত্তে ফেরা শুরু হয়। যা সাকার হল লালুপ্রসাদের হাত ছেড়ে সুশীল মোদীর হাত ধরার মাধ্যমে। অবশ্য সুশীল মোদী থেকে নরেন্দ্রতে উত্তরণ ঘটল নীতিশবাবুর।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

পুত্রকন্যার প্রতি গৃহস্থের কর্ত্য এইরূপ : চারি বর্ষ বয়স পর্যন্ত পুত্রগণকে লালনপালন করিবে, পরে ষোড়শ বর্ষ বয়স হইলে তাহাদিগকে গৃহকর্মে প্রেরণ করিবে, তারপর আত্মতুল্য বিবেচনা করিয়া তাহাদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিবে।এইরূপে কন্যাকেও পালন করিতে হইবে, অতি যত্নপূর্বক শিক্ষা দিতে হইবে এবং ধনরত্নের সহিত বিদ্বান বরকে সম্প্রদান করিতে হইবে।

এবংক্রমেণ ভ্রাতৃংশ্চ স্বসৃভ্রাতৃসুতানপি।
জ্ঞাতীন্ মিত্রাণি ভৃত্যাংশ্চ পালয়েত্তোষয়েদ গৃহী।।
ততঃ স্বধর্মনিরতানেকগ্রামনিবাসিনঃ।
যদ্যেবং নাচরেদ্দেবি গৃহস্থো বিভবে সতি।
পশুরেব স বিজ্ঞেয়ঃ স পাপী লোকগর্হিতা।।

গৃহী ব্যক্তি এইরূপে ভ্রাতা–ভগিনী, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয়, জ্ঞাতি, বন্ধু ও ভৃত্যগণকে প্রতিপালন এবং তাহাদের সন্তোষ বিধান করিবেন। তারপর গৃহস্থ ব্যক্তি স্বধর্মনিরত, একগ্রামবাসী, অভ্যাগত ও উদাসীনগণকে প্রতিপালন করিবেন। হে দেবি। বিত্ত থাকা সত্ত্বেও যদি গৃহস্থ এরূপ আচরণ না করেন, তবে তাঁহাকে পশু বলিয়া জানিতে হইবে, তিনি লোকসমাজে নিন্দনীয় ও পাপী।

নিদ্রালস্যং দেহযত্নং কেশবিন্যাসমেব চ।
আসক্তিমশনে বস্ত্রে নাতিরিক্তং সমাচরেৎ।।
যুক্তাহারো যুক্তনিদ্রো মিতব্যাঙ্গিতমৈথুনঃ।
স্বচ্ছো নম্রঃ শুচির্দক্ষো যুক্তঃ স্যাৎ সর্বকর্মসু।।

গৃহী ব্যক্তি অতিরিক্ত নিদ্রা, আলস্য, দেহের যত্ন, কেশবিন্যাস এবং অশনবসনে আসক্তি ত্যাগ করিবে। গৃহী ব্যক্তি আহার, নিদ্রা, বাক্য, মৈথুন–এ সকলই পরিমিতভাবে করিবে। গৃহস্থ অকপট, নম্র, বাহিরে অন্তরে শৌচসম্পন্ন, সকল কর্মে উদ্যোগী ও নিপুণ হইবে।

শূরঃ শত্রৌ বিনীতঃ স্যাৎ বান্ধবে গুরুসন্নিধৌ।

গৃহী ব্যক্তি শত্রুর সমক্ষে শৌর্য বীর্য অবলম্বন করিবে এবং গুরু ও বন্ধুগণের সমীপে বিনীত থাকিবে।

ফেসবুক বার্তা

বিরল জ্যোৎস্না : সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়িয়ে এমন নৈস্বর্গীক দৃশ্য যিনি দেখেছেন তিনি এ ছবি ভাসিয়ে দিলেন ফেসবুকের জানালায়।

'আদর্শ' তোতা কপচানো বুলি সবই বানরের পিঠে ভাগ

নির্মল গোস্বামী

সদ্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচন শেষ হল। তিনশ একরের রাইসিনা হিলসের সাড়ে তিনশ কক্ষের বাসিন্দা হতে চলেছেন রামনাথ কোবিন্দ। মিডিয়ার ভাষায় রাইসিনাতেও রামের প্রতিষ্ঠা হল। এবার যে বিজেপি–র প্রার্থী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবে তা এক প্রকার নিশ্চিতই ছিল। তবু রামে রামে লড়াই হল। এক দিকে রাম কোবিন্দ আর এক দিক মীরা কুমার রাম। বাবু জগৎজীবন রামের কন্যা। লড়াই হওয়ার কথা ছিল রাম আর রাবণে। সেটা হলেই ভাল হতো। আজকাল আর রাম–রাবণের লড়াই হয় না। হয় রামে–রামে না হয় রাবণে–রাবণে। এটাই দস্তুর এখনকার দিনে। লড়াইয়ের ময়দানে ভিন্ন মত ও দলের উপস্থিতি থাকলেও, ভিন্ন সময়ে ভিন্ন দল জয়ী হলেও ভারত ভাগ্যবিধাতা বদলায় না। অর্থাৎ বলতে চাইছি ভারতের ভাগ্য বদলায় না। ভারতবাসীর 'জয় পরাজয় বলে কিছু নেই। কবির ভাষায় বলতে গেলে ''বাইরে কেবল কালো ধলো, ভিতরে সবাই সমান রাঙা''। আমরা রাম রাবণের যুদ্ধকে শুভ আর অশুভ শক্তির লড়াই বলে জানি। বর্তমানে সবই অশুভ শক্তির লড়াই। আবার রাজনৈতিক দলের আপত্তি থাকলে দুটোকে শুভ শক্তি বলতে হলেও আপত্তি নেই। সব দলই এক। সেই থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়।

ইউপিএ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়া নিয়ে প্রচার করল দুটো আদর্শের লড়াই। দুটো প্রার্থী বড় কথা নয়। বড় কথা আদর্শ। হারার পর মীরা কুমার বলেছেন আদর্শের পরাজয় হয় না। আদর্শের লড়াই জারি থাকবে। যদি প্রশ্ন করা হয় আদর্শ কি? তবে বিভিন্ন দল বিভিন্ন কথা বলতে পারে কিন্তু সব কথার সার কথা হল মোদি বিরোধিতা তথা বিজেপি বিরোধিতা করা। এটা একদিকের কথা অন্যদিকে বিজেপির আদর্শ কি প্রশ্ন করা হলে তাদের উত্তর হবে কংগ্রেস মুক্ত দেশ গড়া। আসলে কংগ্রেস ও বিজেপি যে একে অপরের বিরোধিতা শুধু ক্ষমতা দখলের প্রশ্নে। দেশের স্বার্থের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই। আদর্শের কথা শুধু মানুষকে বোকা বানানোর হাতিয়ার। দেশের সাধারণ মানুষের মনেই আদর্শের ছিঁটে ফোঁটা এখনও টিকে আছে। নেতাদের কাছে আদর্শের কোনও মূল্য নেই। মানুষের সেই আবেগকেই কাজে লাগায় রাজনৈতিক দলগুলো। এই যে দলিত বনাম দলিত লড়াই হল। দলিত কা বেটি বলছে দলিতের জয়। এর আগে তিনজন মুসলিম রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। তাতে করে মুসলিমদের বিশেষ কি উপকার হয়েছে? শুধু ধোঁকাবাজী।

এই যে জিএসটি চালু হল। আনন্দ উৎসব বয়কট করল সব দল। অথচ সকলে মিলেই সহমতের ভিত্তিতে আইন পাশ হয়েছে। রাজনৈতিক দলের আদর্শের অ–আ হল রাষ্ট্রের মঙ্গল করা। জিএসটি যদি খারাপ হয় তাহলে প্রথম থেকেই তার বিরোধিতা উচিত ছিল। তাহলে তাদের আদর্শ কতটা রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য ভেবে দেখা দরকার। আবার দেখুন ব্যক্তিগত লাভ যেখানে সেখানে কোনও আদর্শ বাধা হতে পারল না। সংসদের প্রথম দিনেই এম পি দের মাইনে বাড়ানোর বিল সকলের সম্মতিতে পেশ হল। এখানে আদর্শের বাধা নেই।

ভারতের শাসকদলের প্রধানমন্ত্রীর সরকার চালানোর আদর্শটা কী? না সবকা সাথ সবকা বিকাশ। বছরে কোটি বেকারের চাকরি দেওয়ার কথা বলেছিলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী। গতকাল রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে অনন্তকুমার জানিয়েছেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের চার লাখ দু হাজার শূন্যপদ আছে। মোদিজি দেশের সব মানুষের বিকাশ না করতে পারলেও চার লাখ দু হাজার যুবকযুবতীর চাকরি দিতে পারত এবং সেটা তাঁর সরকারের হাতেই আছে। কোথাও কোনও বাধা নেই। সরকারের আদর্শ রক্ষার সুযোগ থাকতেও তা যারা কার্যকরী না করে তাদের কী বলা যেতে পারে? গরিবের দরদে নাকি ঘুম হয়না সরকারের। আমাদের কলকাতায় জোকার ইএসআই হসপিটালে এমবিএস পড়ার জন্য ১০০ সিট আছে। সেখানে ছাত্ররা অল্প খরচে ডাক্তারি পড়তে পারত। এই বছর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার উক্ত হসপিটালে ডাক্তারি পড়ার খরচ প্রায় ৮ গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। অথচ রাজ্য সরকারের সেই পুরনো রেট নামমাত্র খরচই বহাল আছে। মোদিজির বড় বড় কথা আর কাজে মিল আছে কি?

যে কোনও সরকার উন্নয়ন যাই করুক সুশাসন দেওয়া প্রাথমিক কর্তব্য। কারণ এর জন্য শুধু সদ ইচ্ছা টুকুর প্রয়োজন দেশের বিচার ব্যবস্থাটা সচল রাখাই হল জনগণের ন্যায় পাওয়ার অন্যতম শর্ত। আর আমরা সেই দৃশ্যটা নিশ্চয়ই এতো তাড়াতাড়ি ভুলে যায় নি। যেখানে মোদিজির সামনে দেশের প্রধান বিচারপতি বিচার ব্যবস্থার হাল ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন। কয়েক লক্ষ মামলার পাহাড় জমে আছে আর দেশের আদালতগুলোতে কয়েক হাজার জজের পদ শূন্য রয়েছে। বর্তমানে কলকাতা হাইকোর্টে ১৮ জন বিচারপতির পদ খালি পড়ে আছে। দেশের সরকার দেশের জনগণকে বিচারের সুযোগটুকুও দিতে নারাজ। একে কি সুশাসন বলে? দেশের হাইকোর্টগুলোতে বিচারপতিদের শূন্যপদ পূরণ করতে কে হাত বেঁধে রেখেছে মোদিজির? অর্থের অভাব বলতে পারবেন না। মোদিজি তিন বছরে বিদেশ ভ্রমণে ১০০০ কোটির বেশি খরচ করেছেন।

আবার বিরোধীরা কিন্তু কেউ দাবি করছে না। যে শূন্যপদ পূরণ করতে হবে। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে আঙুল তুললেই রাজ্য সরকারের শূন্যপদে নিয়োগের প্রশ্ন এসে যাবে। তাই সুকৌশলে এই প্রশ্নকে বিরোধীরা পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। তারা প্রশ্ন তুলছে মোদির দুকোটি চাকরি কি হল? কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের সমস্ত শূন্যপদে অবিলম্বে নিয়োগ করতে হবে এ দাবি কোন দল তুলছে না। এখানে আদর্শের লড়াই নেই।

ভারতকে ভিতর থেকে দুর্বল করে দিচ্ছে দুর্নীতি। সর্বস্তরে দুর্নীতি জাঁকিয়ে বসে আছে। ভোট এলে সবদলই দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলে। কিন্তু তারাই আবার দলের স্বার্থে ভারতীয় সংবিধানের আইন দ্বারা সাজাপ্রাপ্ত রাজনীতিকদের সঙ্গে জোট গড়ে। লালুপ্রসাদ যাদব তার জ্বলন্ত উদাহরণ। বিজেপিসিবিআই নয়, লালুর সঙ্গে জোট করে কোন কোন মহান আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য? আবার তৃণমূল সরকারের প্রাক্তনমন্ত্রী উপেন বিশ্বাসই লালুকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তদন্ত চালিয়ে গিয়েছিলেন। সেই তৃণমূল দল লালুকে নিয়ে জোট গড়ে বিজেপি তাড়াবার স্বপ্ন পূরণে মগ্ন হয়েছে। এটা কেমন আদর্শ যার জন্য সরকারি অর্থ তছরুপের মতো দুর্নীতি সব বাণের জলে ভেসে যায়।

স্বামীজি বলে ছিলেন ''আদর্শের জন্য সব কিছু ত্যাগ করা যায়, কিন্তু কোনও কিছুর বিনিময়ে আদর্শ ত্যাগ করা যায় না। আমাদের দেশেণ রাজনৈতিক দলগুলো গিরগিটির রঙের মতো আদর্শ বদলায়। বিরোধী দলে থাকলে দেশের এক নম্বর তদন্ত সংস্থা হয় সিবিআই। তখন রাস্তার বিড়াল কুকুর মরলেও সরকারের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের দাবি ওঠে। আর সেই দলই যখন ক্ষমতা দখল করে তখন আদালতের নির্দেশে সিবিআই তদন্ত হলেও উঠষত বসতে সিবিআই ও কেন্দ্রীয় সরকারকে গালমন্দ করে। এটাই ভারতের রাজনৈতিকদল গুলোর দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদের মুখে আদর্শের কথা শুনলে বলতে ইচ্ছা করে ''ঘোড়ায় হাসবে কর্তা''। ভারতের দল তাদের পৃথক পৃথক আদর্শ। ভাগ্যিস তারা আদর্শকে সিকেয় তুলে রেখেছে, না হলে জনগণের 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি'র অবস্থা হত। কোনও আদর্শটাকে মানবে তারা। দলগুলোর কোনও আদর্শ নেই বলেই তারা একমত হয়ে জিএসটি চালু করল। অথচ পেট্রোপণ্যকে জিএসটি–র বাইরে রাখল কেন? যাতে যখন ইচ্ছে হবে তখনই রাজ্য বা কেন্দ্র সরকার সেস বসাতে পারবে, এই যে জনগণের পকেটকাটার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তো হয়ে রইল এর সঙ্গে কোন দলের আদর্শকে বিরোধ বাধল না! কেউ প্রতিবাদ করল না। সব দলেরই প্রকৃত একটাই আদর্শ লুটেপুটে খাওয়া। এর বাইরে কোনও কিছু নেই।

শবরমাতা মহাশ্বেতা দেবী

প্রশান্ত রক্ষিত

আমি ৩৩ বছর যাবৎ মহাশ্বেতাদেবীকে দিদি বলি। শবর জনগোষ্ঠীর মানুষেরা তাকে 'মা' বলে। খুব কাছ থেকে তাঁর সাথে কাজ করার সুবাদে শিখেছি মানুষকে ভালবাসতে এবং বিশ্বাস করতে। দিনের পর দিন তার সঙ্গ পাওয়ায় জেনেছি বিহারের ডাল্টনগঞ্জ এলাকায় ক্রীতদাস প্রথা লোপ করার জন্য ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কাহিনী।

১৯৮৩ সালে মহাশ্বেতা দেবী যখন গোপীবল্লভ সিংহদেও–এর ডাকে শবর মেলায় যোগ দিতে পুরুলিয়া এলেন, সেদিন আমার উপর দায়িত্ব পড়েছিল তাকে মেলায় নিয়ে আসার।

শবর মেলার মঞ্চে জেলার নানা প্রান্ত থেকে আসা শবর–শবরীরা তাঁদের উপর পুলিশি অত্যাচার এবং বনবিভাগের উচ্ছেদ–এর কথা বললে পর তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন। মেলাতে প্রতিটি বক্তা তাঁকে 'শবরমাতা' বলে সম্বোধন করল। মহাশ্বেতা দেবী মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী লছু শবর ও কানুরাম শবরকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে তাঁর বক্তব্যে বললেন– কেমন ভাবে ভারতের আদিবাসীদের ঠকানো ও শোষণ চলছে, দেশ স্বাধীন করার জন্য হাজার হাজার বীরসা, কানুরাম, সাধুদের মতো মানুষ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, এই শোষণ থেকে মুক্তি পেতে সব আদিবাসী মানুষকে লেখাপড়া শিখতে হবে, মেয়েদের এগিয়ে আসতে হবে, নিজেদের সংঘবদ্ধ হতে হবে। ১৮৭১ সালে ব্রিটিশ সরকার আইন করেছিল 'দি ক্রিমিনাল ট্রাইবস অ্যাক্ট' যা ১৯৫২ সালে তুলে নেওয়া হয়, কিন্তু স্বাধীন ভারতের পুলিশের সেই মনোভাবের পরিবর্তন হয়নি। এর বিরুদ্ধে লড়তে গেলে নিজেদের জোট বাঁধতে হবে, মদ খেয়ে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করা চলবে না, কিছুজনের জন্য পুরো সমাজটার বদনাম হচ্ছে, তাই তাদেরকেও ঠিক পথে চলতে হবে, তোমরা যে আমাকে 'মা' বললে আমি তা গ্রহণ করলাম, কিন্তু তোমাদেরকেও এগুলি পালন করতে হবে। আমি তোমাদের সাথে আছি এবং আমার মৃত্যু পর্যন্ত থাকবো।

মহাশ্বেতা দেবীর নির্দেশেই সারা জেলার শবরদের গ্রাম ভিত্তিক সার্ভে করা শুরু হয়। তাঁর থেকেই প্রয়োজন ভিত্তিক পরিকল্পনা ও রূপায়ণের কাজ, তাঁরই ইচ্ছায় গ্রাম উন্নয়ন নিয়ে পড়ে এলাম এনআইআরডি হায়দ্রাবাদ থেকে।

শহরের অর্থ গ্রামে আনা এবং পরিচয়ের জন্য 'শবর হস্তশিল্প'–র প্রশিক্ষণ এবং বিক্রয়ের জন্য তাঁর ১৮–এ বালিগঞ্জ স্টেশন রোডের বাড়িতে বিক্রয়কেন্দ্র শুরু হল। খুব কম মানুষ আছেন তাঁর বাড়িতে গিয়ে শবর হস্তশিল্প কেনেননি। শবরদের জন্য সরকারের কাছে জমি চাওয়া, সেচের জন্য জলের ব্যবস্থা, বয়স্ক শিক্ষা, নন–ফরমাল স্কুল, ছাত্র–ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল, ধাত্রী প্রশিক্ষণ, লিগাল এড–র ব্যবস্থা, ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসার জন্য গাড়ি, ওষুধ, চাষের জন্য ট্রাকটার, ক্রাফট ডেভলাপমেন্ট সেন্টার, কমিউনিটি হল সাথে শৌচালয়– প্রতিটি কার্যক্রমের ভেতর আছে এর অন্তর্নিহিত মানে। ধরুন শবর কার্যক্রমে কারা এল না তার খোঁজ পাওয়া যাবে, শবর সংস্কৃতি এবং ভাষা বাঁচবে, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গ্রামে গ্রামে ধাইমাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হলে শিশু ও মায়ের মৃত্যুর হার কমতে থাকবে, ফলে ডাইনি অপবাদ আদিবাসী সমাজ থেকে কিছুটা কমবে। ডাইনি অপবাদে মৃত্যু হলেই তিনি বিচলিত হয়ে পড়তেন, বলতেন– এই জন্যেই আদিবাসী মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজন। একবার 'আজকাল' কাগজে পড়লেন প্রাচ্যে ডাইনি বিদ্যা নিয়ে গবেষণা করে একজন মহিলা তাঁর প্রচার ও প্রসারের জন্য পুরুলিয়া যাচ্ছেন। উনি রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করলেন ওই মহিলাকে যেন পুরুলিয়া তথা ভারতের কোনও গ্রামে ঢুকতে দেওয়া না হয়। দিদির কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর গল্পের ইংরাজি অনুবাদিকা গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পীভাক যুক্ত হয়েছিলেন শবরদের মধ্যে শিশুশিক্ষা কার্যক্রমে।

শবরদের উপর পুলিশি অত্যাচার, মিথ্যা কেস দেওয়া বন্ধ করার জন্য বহু চিঠি, খবরের কাগজ আবেদন এমনকি তদানীন্তন ডিজি অফ পুলিশ ড. অরুণ প্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে বার বার শবরদের কাছে নিয়ে এসেছেন।

প্রতি বছর শীতে ব্যবহারযোগ্য কাপড়, শবর মেলার জন্য চাল, ডাল, টাকা দান করার জন্য আবেদন জানাতেন খবরের কাগজের মাধ্যমে। জ্ঞানপীঠ, ম্যাগসেসে পুরস্কারের টাকা সহ উপার্জিত টাকার বেশিটাই ব্যয় করতেন শবর উন্নয়নে। তিনি পুরুলিয়া বাঁকুড়া বা মেদিনীপুরের শবরদের জন্য ছাড়াও ভারতের ডিনোটিফায়েড আদিবাসী (প্রায় ছয় কোটি) মানুষ ও ১৯২টি জাতিকে নিয়ে মঞ্চ তৈরি করেছেন, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাটের গ্রামে গ্রামে তিনি ঘুরেছেন তাঁদের বঞ্চনার কথা তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ি ও মনমোহন সিংকে ডেপুটেশন দিয়েছেন। যার ফলস্বরূপ বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার ডিএনটিদের জন্য আলাদা কমিশন গঠন করেছেন। এই সংগঠন বিমুক্ত নামে কাজ করছে। শবর মাতা থেকে তিনি সারা ভারতে ডিনোটিফায়েড আদিবাসীদের কাছে 'আম্মা' নামে পরিচিত।

মহাশ্বেতাদি আদিবাসীদের কাছে বার বার গিয়েছেন, থেকেছেন, তাদের জীবন সংগ্রাম উপলব্ধি করেছেন এবং তা লিখেছেন। তিনি বঞ্চিতদের একটি সম্পদ কেন্দ্রের কাজ করেছেন, প্রত্যন্ত দুর্গম অঞ্চলের নিপীড়িত মানুষেরা তাঁর কাছে বার বার এসেছেন দৈনন্দিন সমস্যা নিয়ে, কিছুজন তাঁর বাড়িতে থেকেও যেতেন, হাসিমুখে তাদের খাবার থাকার ব্যবস্থা নিজের হাতে করতেন তিনি। কাউকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা তো কারও জমির সমস্যা, সেচের সমস্যা, পানীয় জলের সমস্যা প্রভৃতিগুলি নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন, লিখেছেন ও আদায় করে ছেড়েছেন। মানুষের উপকার করা ছিল তাঁর নেশা।

তাঁর সম্পাদিত 'বর্তিকা'তে তিনি নানান বিষয়ে বিশেষ সংখ্যা করেছেন, সেই সমাজের মানুষগুলিকে দিয়ে লিখিয়েছেন, লেখক তৈরি করিয়েছেন। তাঁর সম্পাদিত ও প্রশান্ত রক্ষিতের সংকলিত অনুবাদে শবর লোককথা ও লোকগান সাহিত্য আকাদেমি ২০১৩তে প্রকাশ করেন।

শবর ভাষায় আমার সম্পাদনায় 'গীতর আঁজুড়া'' –গীতাঞ্জলী যখন বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ প্রকাশ করল, সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হয়েছিলেন মহাশ্বেতাদেবী। তাঁর কাজের তালিকা দীর্ঘতম, কাগজে কলমে শেষ হওয়ার নয়।

শারদীয়া ফেসবুক পরিবারের পক্ষ থেকে প্রত্যেক বছরের মতো এ বছরেও ২৩ জুলাই রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালের সহযোগিতায় এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় দক্ষিণ কলকাতার লেকমার্কেটের কাছে মাতৃমন্দির প্রাঙ্গণে। বিভিন্ন জায়গা থেকে অসংখ্য রক্তদাতা রক্তদান করেন এখানে। শিবিরের উদ্বোধন করেন আলিপুর সারদা মিশনের মাতাজীরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডাঃ এ কে সারাফ, সমাজসেবী তপন সিনহা, শিক্ষক দীপঙ্কর বসু সহ অন্যান্যরা। শিবিরের শেষে শারদীয়ার পক্ষ থেকে শ্রীমতী সোমা বিশ্বাস সবাইকে ধন্যবাদ জানান। –নিজস্ব চিত্র

হিন্দুস্থান সমাচারের পূর্বাঞ্চলীয় দফতর শুরু হল চৌরঙ্গীর ডায়মন্ড চেম্বারে। এই উপলক্ষ্যে ২৭ জুলাই থিয়েটার রোডের ভাষা ভবনে এক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাচারের চেয়ারম্যান ও রাজ্যসভার সাংসদ আর কে সিনহা, সি ই ও তথা চিফ এডিটর রাকেশ মঞ্জুল, বাংলা নবউত্থানের সম্পাদক রথীন্দ্রমোহন ব্যানার্জী সহ অন্যান্যরা।

বিপাকে মহানদী : ওড়িশার জনজাতির লাইফ লাইন মহানদী বাঁধ ও নানা শিল্প কারখানার আক্রমণে বিপদগ্রস্ত। প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানা গেল এজন্য গ্রীন ট্রাইবুনালে দ্বারস্ত হয়েছিলেন আগামী ওড়িশা–র সমাজকর্মী সুদর্শন দাস। বিচারপতিরা যেসব কারখানা এখনও সক্রিয় নয় তাদের কার্যক্রম স্থগিত করে দিয়েছেন। আগানী শুনানী ২৫ আগস্ট।

ঘটনা দুর্ঘটনা

জলে ডুবে মৃত তিন

বীরভূম জেলায় জলে ডুবে মারা গেলো তিনজন। ২২ জুলাই সকালে টিউশন থেকে ফেরার সময় পা হড়কে জলে পড়ে মারা গেলো আলিয়াতোড় জুনিয়ার হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র অর্ণব চট্টোপাধ্যায় (১১)। সাঁইথিয়া থানার কুরুংসা গ্রামের ঘটনা। ২১ জুলাই সন্ধ্যায় দেউচা জলাধারে বছর ৩৫–এর এক অজ্ঞাতপরিচয় মহিলার দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ মৃতের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে। ২২ জুলাই শনিবার বাড়ি ফেরার সময় পা পিছলে জলে পড়ে নিখোঁজ হয়ে যায় শতাব্দী বাজিকর (১৯)। লাভপুর থানার শীতলগ্রামের ঘটনা। ২৪ জুলাই সোমবার সকালে গলাইচন্ডী গ্রামের আখের খেত থেকে লাভপুর থানার পুলিশ শতাব্দীর মৃতদেহ উদ্ধার করে।

শ্লীলতাহানির দায়ে শিক্ষক

চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রীর শ্লীলতাহানির ঘটনায় লাভপুর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করলো এক প্রধান শিক্ষককে। লাভপুর আবাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘটনা। যদিও ধৃত প্রধান শিক্ষক নবনী কর্মকারের দাবি, তাকে ফাঁসানো হয়েছে। অঙ্ক করানোর নামে ডেকে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রীটিকে বিবস্ত্র করে শ্লীলতাহানি করার অভিযোগ উঠে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। বিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা। ১৮ জুলাই অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষককে বোলপুর আদালতে তোলা হলে তিনদিন জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

গ্রেপ্তার মূল অভিযুক্ত

বীরভূম জেলার আলিগড় আদিবাসী সমবায় নির্বাচনে দুই দলের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় প্রাক্তন তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি বলরাম মন্ডল। সেই হত্যায় প্রধান অভিযুক্ত সামিউল আখতার ওরফে মিলনকে গ্রেপ্তার করলো রাজনগর থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রাজনগর থানার পুলিশ ১৮ জুলাই সিউড়ি বাসস্ট্যান্ড চত্বর থেকে সামিউল আখতার ওরফে মিলনকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ আগেই ১১ জনকে গ্রেপ্তার করেছিলো। ১৯ জুলাই সিউড়ি আদালতে সামিউলকে তোলা হলে সাত দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। যদিও সিউড়ি আদালত চত্বরে অভিযুক্ত সামিউল সংবাদমাধ্যমকে বলে, 'আমি বিজেপি সমর্থক তাই আমাকে ফাঁসানো হয়েছে। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বলরাম মারা গিয়েছে।

নবাবী মুদ্রা উদ্ধার

বিকালে বাচ্চারা খেলা করার সময় কুড়িয়ে পায় নবাবী আমলের প্রাচীন রুপোর মুদ্রা। বীরভূম জেলার রাজনগর থানার গোবরা গ্রামের আদিবাসীপাড়ার ঘটনা। আগেরদিন জেসিবি দিয়ে মাটি কাটা হয় এখানে। বৃষ্টির জলে ধুয়ে মুছে মুদ্রাগুলি বেরিয়ে পড়ে। মোট চারটি মুদ্রা পাওয়ার কথা জানা গিয়েছে। ইতিহাসবিদদের দাবি, মুদ্রাগুলি সুলতানি আমলের ৭০০ বছরের প্রাচীন। রাজনগর থানার পুলিশ তিনটে মুদ্রা উদ্ধার করেছে।

প্রতিনিধি ● বীরভূম

আত্মঘাতী কলেজ ছাত্রী

মোবাইলে গান শোনা নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে সামান্য কথা কাটাকাটির জেরে আত্মঘাতী হল বারুইপুর কলেজের বিএ– দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী অপর্ণা রায়। বারুইপুরে থানার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে বৈদ্য পাড়ায় থাকেন রং মিস্ত্রি বাবলু রায়। ছেলে সৌমিত্র রায় বারুইপুরে রামনগর হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র। বাবা মা দুজনেই বেরিয়েছিলেন কাজে। ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়ার পর ফ্যানের সঙ্গে গলায় কাপড় জড়িয়ে আত্মঘাতী হয় অপর্ণা। শোকস্তব্ধ পরিবার।

উদ্ধার ৩ পলাতক কিশোর

গত রবিবার গভীর রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজার থানার বিজয়গঞ্জ গ্রামে অবস্থিত আসুস নামে এক সরকারি হোমের। বাথরুমের গ্রিল ভেঙে বিছানার চাদরকে দড়ি হিসাবে ব্যবহার করে পালায়। ১২ জন কিশোর আবাসিক। হোম কর্তৃপক্ষ মন্দিরবাজার থানার নিখোঁজ ডায়েরি করেন। পুলিশ তদন্তে নেমে পরদিন শিয়ালদহ চত্বর থেকে ৩ জন কিশোরকে উদ্ধার করে। বাকি ৯ জন কিশোরের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

এটিএম ভাঙতে এসে গ্রেফতার

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কের এটিএম ভাঙতে এসে গ্যাস কাটার ও গ্যাস সিলিন্ডার সহ তিন ডাকাত ধরা পড়ল রাতে টহল দেওয়া বজবজ তদন্ত কেন্দ্র ও মহেশতলা থানার পুলিশের হাতে। ঘটনাটি ঘটে বজবজ চিত্রিগঞ্জ এলাকার চিভিয়ট জুট মিল গেটের উল্টো দিকের এটিএমে। পুলিশ জানিয়েছে তিনজন ধরা পড়লেও এদের মাথাকে খোঁজা চলছে। উল্লেখ্য গত ১৬ জুলাই চিত্রিগঞ্জ এলাকার বাজেকালি নগর স্কুল চত্বর থেকে পুলিশ ৭টি তাজা বোমা উদ্ধার করে। ধরা পড়ে মঙ্গল রায় নামে এক কুখ্যাত সমাজবিরোধী। পুলিশ জানিয়েছে এই মঙ্গল এটিএম ভাঙার সঙ্গে যুক্ত। কেস রুজু করেছে পুলিশ। ১৬ জুলাই তারিখের ডায়েরি নং ৩০৩।

বিদ্যুৎপৃষ্ঠ গৃহবধূ

এক গৃহবধূকে পিটিয়ে ও ইলেকট্রিক শক দিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠলো শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জীবনতলা থানার পাতিখালি গ্রামে। মৃত গৃহবধূর নাম তানজিরা সরদার (২৪)। বুধবার রাতে পাতিখালি গ্রামের একটি পুকুর পাড়ে একটি দেহ পড়ে থাকতে দেখেন গ্রামবাসীরা। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা মহিলাকে চিনতে পেরে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলে মৃত বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। শ্বশুরবাড়ির লোকজন পলাতক।

জীবন যন্ত্রণা

বানে ভাসলো পাইপ

লাগাতার বৃষ্টিতে ভেসে চলে গেলো পানীয় জলের পাইপ। ভীমগড় থেকে অজয় নদের জল পাইপের মাধ্যমে রির্জাভারের সাহায্যে বীরভূম জেলার দুবরাজপুরে আসতো। ২১ জুলাই শাল নদীর হড়পা বানে ১০০ মিটার জলের পাইপ ভেসে যায়। ফলে পানীয় জলের সঙ্কটে পড়ে দুবরাজপুরের ১৬টি ওয়ার্ডের প্রায় ৫০ হাজার বাসিন্দা। মেরামতি করতে এক সপ্তাহ সময় লাগবে বলে জানা গিয়েছে। রবিবার এলাকা ঘুরে দেখেন দুবরাজপুরের পুরপ্রধান ও উপপ্রধান।

কলেজে তালা পড়ুয়াদের

পরিকাঠামোর উন্নতি সহ একাধিক দাবিতে গত ২২ জুলাই খয়রাশোল সরকারি আইটিআই কলেজে তালা মেরে বিক্ষোভ দেখালো পড়ুয়ারা। কলেজ পড়ুয়াদের অভিযোগ কলেজে লাইব্রেরি, পরিশ্রুত পানীয় জল, ক্যান্টিন নেই। ফলে বিপাকে পড়ে দূরদূরান্ত থেকে আসা ছাত্রছাত্রীরা। এর প্রতিবাদে ২১ জুলাই পরীক্ষা বয়কট করে ফিটার বিভাগের ৪২ জন পড়ুয়া।

প্রতিনিধি ● বীরভূম

আকাশ খোলা বাসস্ট্যান্ড

বাপী লাল দে : অযোগ্য পরিষেবার রোগ চেপে ধরেছে বালিহল্টের বাস, ট্রেনের স্ট্যান্ড গুলিকে। কিছুদিন আগেও বালি হল্ট স্টেশনের তালিকায় ছিল না পানীয় জল, পাখা, প্রস্রাব খানার মতো অতি প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলি। কিন্তু ইদানিং হল্ট স্টেশনের কিছু কিছু পরিষেবা দেওয়া শুরু হলেও বাসস্ট্যান্ড পড়ে রয়েছে খোলা আকাশের নীচে। রোদে জলে বৃষ্টিতে হাজার হাজার বাসযাত্রীকে নিরুপায় হয়ে খোলা আকাশের নিচে বাস ধরার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। প্রতিদিন এই বাসস্ট্যান্ড দিয়েই ডানকুনি, সলপ, বাগনান, পাঁচলা, আমতা সহ দূরপাল্লার বাস যাতায়াত করে। এই স্ট্যান্ড দিয়ে অনেকেই যান নাগেরবাজার, আবার কেউ এয়ারপোর্টের দিকে। এই অবস্থা চলছে বছরের পর বছর ধরে। সরকার আসে যায়। কিন্তু বালি হল্টের বাস স্ট্যান্ডের ভাগ্যে শিকে আর ছেঁড়ে না।

প্রবীন মানুষের বাড়ি যাওয়ার রাস্তা ভাঙল দুষ্কৃতীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলি বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত রামকৃষ্ণপুর–বোরহানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চকবোরহানপুর গ্রামের প্রবীণ বাসিন্দা প্রফুল্ল সামন্ত এক অভিযোগে জানিয়েছেন তাঁর বাড়ি যাওয়ার সরকারি রাস্তা অন্যায় ভাবে কয়েকজন দুষ্কৃতী ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। ওই ঘটনা ঘটে গত ২৭ মে তারিখে। প্রফুল্ল বাবুর অভিযোগ আনন্দ ভৌমিক, মঞ্জুরী ভৌমিক, রাম ভৌমিক, রূপা ভৌমিক, গোবিন্দ ভৌমিক, অনিমেষ ভৌমিক ও শিখা ভৌমিক, শুভ ভৌমিক এই রাস্তা ভেঙেছে। সকলের বাড়ি চক বোরহান পুর গ্রামে। প্রফুল্লবাবু বিষয়টি প্রধান থেকে শুরু করে স্থানীয় থানা, বিধায়ক, জেলাশাসক এমনকি মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি এখনও কোনও সুরাহা পাননি। তিনি বর্তমানে খুবই অসহায়।

তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব সামলাতে এল প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফের গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তপ্ত হল দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং মহকুমার বাসন্তী ব্লক। সোমবার সকাল থেকে তৃণমূল কংগ্রেস ও যুব–তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ চলে। চলে বোমাবাজি, মারামারি, লুঠপাট ও অগ্নিসংযোগ। বেশ কয়েকটি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। সোমবার সকাল থেকে বাসন্তী ব্লকের পানিখালি ও নির্দেশখালিতে বাসন্তী ব্লক সভাপতি আব্দুল মান্নান গাজী ও বাসন্তী ব্লক যুব–তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আমানুল্লা লস্করের অনুগামীরা দফায় দফায় সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। উভয়

পক্ষের বেশ কয়েক জন আহত হয়। বাসন্তী ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি জানান সিপিএম থেকে আসা কিছু হার্মাদ বাহিনী গন্ডগোল করছে। এদিন আমাদের প্রায় ১৬–১৮ জন সমর্থকের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় ও বোমাবাজি করে। আমানুল্লা লস্কর ফোন না ধরায় কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। রাজ্য তৃণমূল নেতৃত্বের কড়া হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করে বাসন্তী ব্লক বার বার উত্তপ্ত হচ্ছে। এলাকায় প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

অন্যদিকে গত বুধবার সারাদিন ধরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী ব্লকের ফুলমালঞ্চ ও কাঁঠালবেড়িয়া অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন জেলা তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি শক্তি মন্ডলের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল। বেশ কিছুদিন ধরে বাসন্তী ব্লকে তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব চলছে। চলছে বোমাবাজি, গুলি, বাড়িঘর দোকান ভাঙচুর লুঠ–পাঠ। গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে তৃণমূলের কর্মী আব্দুল হাসান মোল্লা। আতঙ্কে গ্রামবাসীরা। এদিন প্রতিনিধি দল গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে এবং তাদের অভিযোগ শোনেন। কর্মীদের নিয়ে এক বৈঠক হয়। মুখ্যমন্ত্রী ২১ জুলাই শহিদ মঞ্চ থেকে যা নির্দেশ দিয়েছেন সেই গুলি মেনে চলতে হবে বলে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয় বৈঠকে। দলের আদর্শ নীতি যারা মেনে চলবে না তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবে দল।

বার্জে ট্রলির ধাক্কা, বিচ্ছিন্ন বকখালি–ফ্রেজারগঞ্জ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নামখানা : গত বুধবার সকালে জোয়ারের সময় হাতানিয়া–দোয়ানিয়া নদীতে বার্জে ধাক্কা মারল একটি ট্রলি। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পল্টুন ও জেটির। বার্জটি নামখানা থেকে নারায়ণপুর ঘাটের দিকে যাচ্ছিল। সেইসময় আচমকা পূর্ব মেদিনীপুরের এফবি রহমানিয়া নামের একটি মৎস্যজীবী ট্রলি এসে সজোরে ধাক্কা মারে বার্জে। ধাক্কার জেরে বার্জের একাধিক শিকল কেটে যায়। বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায় বার্জটি। ওই বার্জে গাড়ি–সহ ছিলেন কাকদ্বীপের সিআই অলোকরঞ্জন মুন্সি। পল্টুনের সঙ্গে কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বার্জটি। ক্ষতি হয় নারায়ণপুর জেটিরও। এই দুর্ঘটনার পর বন্ধ হয়ে যায় বার্জ পরিষেবা। ফলে নামখানা ও নারায়ণপুরের দিকে সমস্ত যানবাহন আটকে পড়ে। আটকে পড়েন

বকখালি, ফ্রেজারগঞ্জে আসা দুপারের পর্যটকরা। দুদিকের পণ্য পারাপারও বন্ধ। কার্যত নামখানার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় নদীর ওপারের। রাজ্য ভূতল পরিবহন নিগম লিমিটেড–এর পক্ষ থেকে কাকদ্বীপ ও নামখানা থানায় ওই ট্রলির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বিকালে বার্জ ও জেটির মেরামতির জন্য আসেন ভূতল পরিবহন নিগমের আধিকারিকরা। তবে কবে নাগাদ আবার বার্জ পরিষেবা স্বাভাবিক হবে তা এখনই বলা যাচ্ছে না। সুন্দরবন পুলিশ জেলার সুপার তথাগত বসু বলেন, 'ভূতল পরিবহনে নিগমের করা অভিযোগের ভিত্তিতে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। নিগমকে দ্রুত বার্জ মেরামতির জন্য বলা হয়েছে।

বকখালি বা ফ্রেজারগঞ্জে যেতে নামখানার হাতানিয়া–দোয়ানিয়া নদীই একমাত্র ভরসা। বিকল্প কোনও যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। যাত্রী পারাপারে আছে ভুটভুটির ব্যবস্থা। যানবাহন ও পণ্য পরিবহনের জন্য নদীতে চলে বার্জ। এদিন জোয়ারের সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। বার্জের টিকিট পরীক্ষক বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'খুব বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত। বার্জের প্রচুর গাড়ি ছিল। কাকদ্বীপের আইসিও ছিলেন। ধাক্কার ফলে বার্জ থেকে এলসিটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মোটা ৪টি শিকল কেটে যায়। মেরামতি শেষ না হওয়া পর্যন্ত বার্জ চলাচল বন্ধ রাখতে হবে। ফলে সমস্যায় পড়বেন পর্যটক থেকে সাধারণ মানুষ।'

ভৌগোলিক চিত্র বদল হতে চলেছে ঐতিহাসিক হাতিপুকুরের

পার্থ ঘোষ, বারাসত : যে স্থানটি ছিল জল জঙ্গল, আবর্জনা স্তূপে ভর্তি। যেখানকার জলাশয়ে মজা হত আশেপাশের বর্জ্য, যেখানটি

বর্তমান

ভবিষ্যৎ

দিয়ে প্রাতঃভ্রমণের সময় থাকত ভ্রমণকারীদের আক্ষেপ। উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সদর শহরের সেই ঐতিহাসিক হাতিপুকুর নতুন করে সেজে উঠতে চলেছে। কথিত আছে এই হাতিপুকুরেই নাকি নবাব সিরাজদৌল্লা তার হাতি ও সেনা মজুত রেখেছিলেন। সেই ইতিহাস বিজড়িত স্থানটি আবার নব উদ্যমে হয়ে উঠতে চলেছে এলাকাবাসীর এক আকাঙ্খিত গন্তব্য। এই এলাকার প্রায় সাড়ে তিন একর জমিতে হতে যাচ্ছে পরিবেশ বান্ধব পার্ক। শুধু তাই নয় বারাসাত পৌরসভার উদ্যোগে প্রস্তাবিত এই এলাকায় ব্যাঙ্কোয়েট হল, শিশুদের পার্ক, প্রদর্শন গ্যালারি এবং বয়স্কদের বিচরণের জন্য ভ্রমণের আলাদা করে ব্যবস্থা থাকছে। নতুন আঙ্গিকের এই রূপায়ণে খরচ হতে যাচ্ছে আনুমানিক ছয় কোটি টাকা। এই খরচের একটি অংশ পাওয়া যাবে সাংসদ তহবিল থেকে এবং একটি অংশ দেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুর দফতর। পুর সভার পুর প্রধান– সুনীল মুখোপাধ্যায় বলেন ''বারাসতে দীর্ঘদিন ধরেই মানুষের চাহিদা ছিল পরিবেশ বান্ধব এইরকম বিনোদন পার্ক। এখন একই স্থানের মধ্যে অনুষ্ঠান ক্ষেত্র, শিশু ও বয়স্কদের জন্য আলাদ করে পার্কের ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে।'' সবুজে ঘেরা এই এলাকা এমনিতেই প্রাতঃভ্রমণকারীদের অতি প্রিয় স্থান। এরকম একটি বিবরণ ক্ষেত্র হওয়াতে স্বভাবতই খুশি প্রবীণ নাগরিকরা। প্রস্তাবিত এই পার্কটির চতুর্দিক প্রশাসনিক দফতরে মোড়া থাকলেও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকবে বারাসত পুরসভা। পুরপিতা আরও জানান, পার্কের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে পুরো দমে। আশেপাশে প্রায় তিনদিক থেকে প্রবেশ ও প্রস্থানের ব্যবস্থা থাকবে, সেক্ষেত্রে অস্থায়ী দোকানগুলিকে অন্যত্র পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। বারাসত শহরের বুক চিরে যে দুটি জাতীয় সড়ক চলেছে, সেখানে ইতিমধ্যেই সড়ক সম্প্রসারণের নামে যথেচ্ছ গাছ নিধন চলেছে। এরকম একটি সময় পরিবেশ বান্ধব এই পদক্ষেপ স্বাভাবিক ভাবেই খুশি ষাটোর্দ্ধ এলাকাবাসী ভগবান চন্দ্র দে বা কার্তিক মালাকারেরা। তাদের কথায়, পার্ক সম্পূর্ণ হলে মুক্ত বাতাসে বিচরণ করা যাবে। সকলের একটিই আশা, অপেক্ষার অবসান কাটিয়ে যত শীঘ্র সম্ভব পার্ক জানাক স্বাগতম।

বৃষ্টি মুখর দিনে অভিষেকের সভায় মানুষের ঢল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বৃষ্টিমুখর প্রতিকূল আবহাওয়ার আবহেও হাজার হাজার মানুষ সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভায় উপস্থিত হয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাওয়ালিতে সম্প্রীতির বার্তা শোনেন। গত ২৪ জুলাই বিকাল ৩টার সময় বাওয়ালি 'চিড়িয়াখানা মাঠ' কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সাংসদ তথা সর্বভারতীয় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিকাল সাড়ে চারটে নাগাদ জনসভায় উপস্থিত হন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, যতদিন তিনি এলাকার সাংসদ আছেন ততদিন এলাকায় হিন্দু–মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য কেউ নষ্ট করতে পারবে না। যে বা যারা উস্কানিমূলক গুজব ছড়াবে সে যদি নিজেদের দলের লোকও হয় তাদের এক ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার করা হবে। তিনি বিজেপিকে কটাক্ষ করে বলেন, কলাপাতায় ভাত খেলেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হওয়া যায় না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক সংগ্রামের নাম। তিনি বিভেদের রাজনীতি করেন না। সবুজ সাথী প্রকল্পের যে লক্ষ লক্ষ ছাত্র ছাত্রীকে সাইকেল দেওয়া হয়েছে তাদের ভোটাধিকারই নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোটের রাজনীতি করেন না, তিনি উন্নয়নের রাজনীতি করেন। সাংসদ বলেন, বসিরহাট–বাদুড়িয়ার ঘটনায় কারোর মৃত্যু হলে তা অবশ্যই দুঃখজনক। তার জন্য অনেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে আঙুল তুলছেন। কিন্তু অমরনাথে যে তীর্থযাত্রীরা

জঙ্গিদের গুলিতে মারা গেল তার জন্য কি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার দায়ী নয়? কেন তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা গেল না। অভিষেক বলেন, বিরোধীরা বলেন মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যালঘুদের তোষণ করছেন, তাই মুয়াজ্জিন ভাতা দিচ্ছেন। কিন্তু এটাও বলুন লোকপ্রসার প্রকল্পে বাউল শিল্পী, কীর্তন শিল্পীদের ভাতা দেওয়া হচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজের সব স্তরের মানুষদের জন্য পরিষেবার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি বলেন আগে ছিল সিপিএমের 'হার্মাদ' এখন হয়েছে বিজেপির 'উন্মাদ'। ২০১৯ সালে দেশ থেকে বিজেপি ভ্যানিশ হয়ে যাবে।

এদিনের সভায় নর্থ বাওয়ালি অঞ্চল থেকে সিপিএম ছেড়ে অ্যাডভোকেট সেখ সামসুদ্দিন বেশ কয়েকজন কর্মী নিয়ে তৃণমূলে যোগদান করেন। তাঁদের হাতে পতাকা তুলে দেন বিধায়ক অশোক দেব। ২১শে জুলাইয়ের পর মাত্র দুদিনের মধ্যে এই বিশাল জনসভা সফল করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন বজবজ–১ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীমন্ত বৈদ্য এবং বজবজ ২ নং ব্লকের যুব সভাপতি তাপস চক্রবর্তী, কার্যকরী সভাপতি বুচান বন্দ্যোপাধ্যায়, সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় প্রমুখ। সমগ্র সভাটি সঞ্চালনা করেন বজবজ ২নং ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি বুচান বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রধানকে হেনস্থার অভিযোগ বুথ সভাপতির বিরুদ্ধে

প্রথম পাতার পর

ডায়মন্ড হারবারের মহকুমাশাসক শান্তনু বসু বলেন, এ বিষয়টি তাঁর জানা নেই। বিডিওর কাছে খোঁজ নিচ্ছি। পঞ্চায়েত খোলার দ্রুত ব্যবস্থা করা হবে।' কুমড়াপাড়া পঞ্চায়েতের মোট আসন ১৩। গত নির্বাচনে ১০টি সিপিএম ও ৩টি আসন দখল করে তৃণমূল কংগ্রেস। সিপিএম পঞ্চায়েত গঠন করে। কিন্তু দু'বছরের মাথায় সিপিএমের ৪ জন সদস্য দলবদল করে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেয়। তখন থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান হন ঝর্না সাউ। ঘটনার সূত্রপাত গত সোমবার। ওইদিন পঞ্চায়েত অফিসে ছিলেন প্রধান ঝর্না সাউ। সেইসময় স্থানীয় পুরকাইতঘেরির তৃণমূল বুথ সভাপতি মনিউল ইসলাম মোল্লা ওবিসি শংসাপত্রের জন্য পঞ্চায়েতে আসেন। প্রধানের কাছে শংসাপত্র চান। প্রধানের অভিযোগ, মনিউলের সঙ্গে ছিল আর একজন। আমার কাছে ওবিসি শংসাপত্র চাইলে আমি বলি আপনার পরিবারের কারোর ওবিসি শংসাপত্র থাকলে নিয়ে আসুন। তখন উনি আমার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।

পঞ্চায়েতের মধ্যে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকেন। বলতে থাকেন, আমি প্রধান করলাম। আর আমাকে সার্টিফিকেট দিবি না। আমি প্রতিবাদ করলে আমাকে মারধর করতে উদ্যত হন। আমার স্বামী খবর পেয়ে পঞ্চায়েতে চলে আসেন। তাঁকেও গালিগালাজ করে মারধর করা হয়। পরে আমি রায়দিঘি থানায় ও বিডিওকে মনিউলের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাই। কিন্তু কোন ব্যবস্থা নেয়নি প্রশাসন। এই ঘটনার পর থেকে আমি ও আমার পরিবার ভীত সন্ত্রস্ত।'

প্রধানের উপর এই আক্রমণের নিন্দা করেছেন পঞ্চায়েতের বাকি সদস্যরাও। বুধবার থেকে পঞ্চায়েতে তালা লাগিয়ে দিয়েছেন খোদ প্রধান। তবে অভিযুক্ত মনিউল ইসলাম মোল্লা সব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেন, আমাকে সার্টিফিকেট না দেওয়ায় কারণ জিজ্ঞাসা করেছি। কিন্তু মারধর করিনি। উল্টে আমাকে মারধর করে পঞ্চায়েত থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে।' শেষ খবরে জানা গিয়েছে বিডিও লিখিত পত্রমারফত প্রধানকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

ফলতায় মাছ বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত শনিবার দুপুরে জেলা মৎস্য দফতরের উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা থানার কেল্লা ঝিল এলাকায় বিভিন্ন প্রজাতির ৫০ থেকে ১০০ গ্রাম ওজনের ২০০ কেজি রুই, কাতলা, মৃগেল মাছের চারা তুলে দেওয়া হয় ৪৬ জন মৎস্যজীবীকে। এরা ফলতা রিফিউজি ফিশারম্যান কো–অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড–এর জলাশয়ে (কেল্লার ঝিল) মাছ চাষ করে। জেলা মৎস্য বিভাগের সহ মৎস্য আধিকারিক তাপস পাহাড়ী বলেন রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সারা রাজ্য জুড়ে এই সময়ে জলাশয়ে মাছ ছাড়া হচ্ছে।

সিপিএম ছেড়ে বিজেপিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৩ জুলাই দক্ষিণ শহরতলির সাতগাছিয়া বিধানসভার অন্তর্গত বারাতলা হাই স্কুলে জেলা বিজেপি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে এক সভার আয়োজন করেছিল। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায় সহ রাজ্য বিজেপির সহ সভাপতি রাজকমল পাঠক, জেলা বিজেপির (পশ্চিম) সভাপতি অভিজিৎ দাস (ববি), সুফল ঘাটু, পান্নালাল মণ্ডল, চিত্ত গায়েন প্রমুখ। সভায় জয় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন আগামী দিনে রাজ্যে সুদিন আসবে বিজেপির হাত ধরে। এদিনের সভায় কামরা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা সিপিএমের চন্দ্রশেখর দাস বেশ কয়েকজন কর্মী নিয়ে বিজেপিতে যোগদান করেন। বিজেপির দাবি এদিনের সভায় ১০০ জন সিপিএম কর্মী বিজেপিতে যোগদান করেছেন। আগামী দিনে অনেকেই বিজেপিতে যোগদান করতে চলেছেন।

এই প্রসঙ্গে কামরা অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তাপস সামন্ত বলেন, চন্দ্রশেখর দাস সিপিএমের কাছে কোনও গুরুত্ব পাচ্ছিল না। আমাদের দলে ওনাকে নিলে দলের ক্ষতি হত। কোনও দিকে পাত্তা না পেয়ে বিজেপিতে গেছে। এতে তৃণমূলের কোনও ক্ষতি হবে না, বরং লাভ হবে। কামরা গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের ছিল আগামী দিনেও থাকবে।

হারানো নোটিস

আমি, দেবযানী ভট্টাচার্য্য, ১০৮৭(এইচ–৪৫), পি. বি. রোড, শ্যামাপল্লী, থানা–বেহালা, কলকাতা–৩৪, আমার (এম. পি. কে. বি. ওয়াই.) পোষ্টাল এজেন্সি অথোরাইজেশন সার্টিফিকেট (নং–C0701365) হারিয়ে গেছে। যদি কেউ পেয়ে থাকেন, ফেরৎ দিলে বাধিত হব।

দেবযানী ভট্টাচার্য্য

ফোন নং : 9874649534

উত্তর দিচ্ছেন অরিন্দম

পার্টির লোকেরা ঘর দখল করলে কোথায় যাব?

প্রশ্ন ৫ : আমরা যে গ্রামে থাকি সেই গ্রামে তফসিলভুক্ত জাতি এবং উপজাতি মানুষের বাস। লোক মুখে এবং নেতা–মন্ত্রীর মিটিংয়ে শুনি সরকার আমাদের জন্য অনেক কিছু করেছে, আমাদের নামে নথিভুক্ত কিছু জমি এবং দোকান ঘর পার্টির লোকেরা জোর করে গত ২০০৯ সাল থেকে জোর করে ভোগ দখল করে আসছে। আমারা খুব অসহায় হয়ে দিন কাটাচ্ছি। কোথায় গেলে আমরা আইনি সব সাহায্য পাব জানালে চির কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর ৫ : উপরিউক্ত ঘটনার দন্ডবিধি আইনের) সেকশানে তো Scheduled tribes (Preveen–1989 তফসিল ভুক্ত জাতি ও ১৯৮৯ কেন্দ্রীয় সরকার যেসব নানা কেস হবে অনেকে না জানার কারণে থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই আইনের and sts (POA) rules 1995এ সাহায্য ও দেওয়া হয়ে থাকে। কোথায় ঘটনা লিখিত ভাবে নিকটবর্তী থানায় IPP Section ছাড়াও (POA) Act Rules 1995 case করবেন যদি Dist Magistrate and Dist su–SOM or Social Welfare Offi–তাতেও কোনও ফল বা ক্ষতিপূরণ পেয়ে থাকেন তবে একটি চিঠি "To for scheduled casts govt of India, 5th floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi– 110003 এই ঠিকানায় লিখে পাঠালে ভুক্তভোগী/পরিবার উপকৃত হবেন, এছাড়া Toll free not 1800118888 ফোন করে বা Fax No 011246322 98 যোগাযোগ করা যায়। প্রসঙ্গক্রমে জানাই এই শুনানি হয় যা রাজ্যের চিফ জাস্টিস হাই কোর্ট সঠিক সময়ে নির্দেশ প্রদান করেন এবং রাজ্য নিয়োগ করেন যেটা এই আইনের u/s 14 and 15 বলে দেওয়া আছে। গুরুত্ব অনুযায়ী IPC (ভারতীয় কেস হবেই। তাছাড়া The tion of Atrocitels) Act উপজাতি নিষ্ঠুরতা নিবারণ আইন নির্দেশ প্রদান করেছে তাতেও এই সুবিধা এবং ন্যায্য বিচার under rule 12(4) of sec ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ভাল আর্থিক অভিযোগ জানাবেন? প্রথমত জানাতে হবে থানার বড়বাবু 1989 and sc Sts (POA) থানায় কোন ফল না পান তবে perintendent of police cer কে জানালে ভাল হয়। যদি বাবদ কোনও আর্থিক সাহায্য না the national commission

বিনা খরচেও কেস চালানো যায়

অনেকের ধারণা আছে কেস চালাতে প্রচুর টাকার দরকার হয়। কিন্তু এই ধারণাটা হয়ত ঠিক নয়, কারও অভিযোগের ভিত্তিতে State কেস করলে (FIR) সরকারি উকিল (PP, APP অভিযোগকারির স্বপক্ষে আদালতে কেসটি যাতে আসামীর সাজা হয় দেখাশোনার দায়িত্বে থাকেন। তাছাড়া যে সব মানুষের ব র্ষিক আয় ৯০০০ টাকার কম তারাও অন্যান্য কেস–এ সরকারি সাহায্য পেতে পারে। এই সুবিধা পাওয়ার জন্য পঞ্চায়েত প্রধান বা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, জেলা পরিষদের মেম্বার, মিউনিসিপ্যালিটির কাউন্সিলর এমএলএ, এমপি থেকে এই আয়ের স্বপক্ষে একটি সার্টিফিকেট নেওয়া প্রয়োজন। এই সাহায্য পেতে জেলা লিগ্যাল এইড সরকারি অফিসে যোগাযোগ করলে দেওয়ানী, ফৌজদারি, বিবাহ বিচ্ছেদ, তালাক পাওয়া মুসলিম মহিলা, গাড়ি দুর্ঘটনা সহ আরও অনেক কেসেও যাতায়াত ভাড়া কোর্ট ফিস ও উকিল খরচ ইত্যাদি সাহায্য পাওয়া যায়।

দেশ–দেশান্তরে

মান যাচাই করতেই চিনের গোঁসা

ওঙ্কার মিত্র

সিকিম সীমান্তে ডোকলায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভারত–চিন সেনা। চলছে কূটনৈতিক টানাপোড়েন। এরই মধ্যে চিনা বাণিজ্যে কোনও তদন্ত চলবে না বলে ভারতকে হুমকি দিল চিন। গুজরাতের একটি সৌর বিদ্যুৎ প্ল্যান্টে চিন থেকে আমদানি করা ফোটোভোলটিক কোষগুলির বিরুদ্ধে অ্যান্টি ডাম্পিং তদন্ত শুরু করেছে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রক। অভিযোগ উঠেছিল চৈনিক ফোটোভোলটিক সেল থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন শ্রমিকরা। চিন তাদের বাতিল জিনিসগুলিকে নতুন মোড়কে পাঠিয়ে ভারতকে তাদের ডাম্পিং–গ্রাউন্ডে পরিণত করতে চায়। এই অভিযোগ খতিয়ে দেখতেই গত ২১ জুলাই ভারত সরকার ঘোষণা করেছে যে, চিন, তাইওয়ান ও মালয়েশিয়া থেকে আমদানি করা ফোটোভোলটিক কোষ ও ইউনিটগুলির বিরুদ্ধে ডাম্পিং বিরোধী তদন্ত করা হবে।

গুজরাটের সোলার প্ল্যান্টে চিনের তৈরি বিকল ফোটোভোল্টিক সেল নিয়ে চলেছেন ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিকরা।

এতেই চটেছে চিন। বাণিজ্য উপদেষ্টা ও তদন্ত সংস্থার প্রধান ওয়াং হেনজু বলেন, চিন এই তদন্তের নিবিড় পর্যবেক্ষণ করছে এবং চিন আশা করছে ভারত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এবং প্রাসঙ্গিক প্রবিধান অনুযায়ী তদন্ত পরিচালনা করবে। ওয়াং সতর্ক করে দিয়ে বলেন এর ফলে ভারত–চিন বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষতি হবে। এটা পরিষ্কার ভারতে আমদানিকৃত চিনা জিনিসপত্রের মান যাচাই করতে গেলে চিনের গোঁসা হচ্ছে। অথচ ভারতের বাজারে বিপুল ব্যবসা করে যাওয়া চিনা জিনিসপত্র নিয়ে নাজেহাল ভারতের জনগণ। শুধু কম দামের আকর্ষণে চিনা সামগ্রী কিনে ঠকতে হচ্ছে ভারতবাসীকে। প্রভাব পড়ছে জীবনযাত্রার মানে।

চিনের এই বাণিজ্য দাদাগিরির দিন শেষ হয়ে এসেছে বলে ভারতের বাণিজ্য বিশেষজ্ঞদের ধারণা। এমনিতে উৎপাদনের মান যাচাই নিয়ে আপত্তি থাকার কথা নয় এবং এটাই স্বাভাবিক ক্রেতা সবসময়তেই সামগ্রীর মান যাচাই করে তবেই কিনবেন। চিনের এই উষ্মা ভারতে তাদের বাজারে প্রভাব পড়বে বলেই তারা উদ্বিগ্ন। সীমান্ত ও বাণিজ্য দুয়েতেই ঠোক্কর খাচ্ছে দাদাগিরি চালিয়ে যাওয়া চিন। ভারতীয় কূটনৈতিকদের মতে এতেও যদি শিক্ষা না হয় তবে আরও বড় ধাক্কা অপেক্ষা করে আছে চিনের জন্য।

ভুবন ভোলানো মহানায়ক

২৪ জুলাই উত্তমকুমারের চলে যাওয়ার দিনটি সবার স্মরণে আছে ডঃ শঙ্কর ঘোষের কলমে সেই মহানায়কের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি।

নায়ক নাম করা গায়ক হলেও, বিশিষ্ট প্রবাসী শিল্পপতির একমাত্র পুত্র হয়েও, গ্রহের ফেরে কলকাতায় সহৃদয় এক দাদুর বাড়ি, তাঁর আদুরে নাতনীর ড্রাইভার হয়ে তাঁকে দিন কাটাতে হয়। পাশাপাশি চলে সঙ্গীতচর্চা। ড্রাইভার হৃদয়হরণ সেজে নায়ক আকাশবাণী বা রেকর্ডিং রুমে গান চালিয়ে গেলেও শেষে তাঁর নিজের পরিচয় তুলে ধরতে হয় প্রকাশ্যেই। বন্ধু সুকান্তকে বাঁচাতে মঞ্চে তাঁকে গাইতে হয় ''গানে ভুবন ভরিয়ে দেবে ভেবেছিল একটি পাখি'। পাঠক এতক্ষণে উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে গল্পটি 'দেয়া নেয়া' ছবির। ১৯৬৩ সালের পূজায় মুক্তি পাওয়া ছবিটি সকলেরই হৃদয় হরণ করে বসল। কারণ হৃদয়হরণ ওরফে প্রশান্ত চরিত্রের শিল্পী যে উত্তমকুমার। বাঙালির মনের মণিকোঠায় মৃত্যুর এতগুলো বছর পার হয়েও যাঁর অবস্থান এতটুকু বদলায়নি। 'দেয়ানেয়া'র গানগুলি কে ভুলবেন (আমি চেয়ে চেয়ে দেখি সারাদিন, দোলে দোদুল দোলে ঝুলনা, জীবন খাতার প্রতি পাতায়)। উত্তমকুমারের এই ছবির হিন্দি ভার্সান করতে এগিয়ে এলেন শক্তি সামন্ত। ছবির নাম দিলেন 'অনুরোধ'। নায়ক চরিত্রে শিল্পী রাজেশ খান্না। 'আরাধনা'র পর থেকে শক্তি সামন্ত ও রাজেশ খান্নার জুটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও দেখা গেল 'অনুরোধ' সুপার ফ্লপ। ডিম্পল কাপাডিয়ার বোন সিম্পল কাপাডিয়ার প্রথম

ছবি, সঙ্গে অশোককুমার, বিনোদ মেহেরা, সবাই থাকা সত্ত্বেও উত্তম অভিনীত 'দেয়ানেয়া'র হিন্দি ভার্সান 'অনুরোধ' এর ভরাডুবি হল।

সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় এই যে, শুধু 'দেয়ানেয়া'র ক্ষেত্রেই নয়, উত্তম অভিনীত যে কোনও হিট বাংলা ছবির হিন্দি ভার্সান এসে মুখ থুবরে পড়ে। বেশ কয়েকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হাতের কাছে মজুত আছে। সলিল দত্ত পরিচালিত বিমল মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত 'স্ত্রী' ছবিতে দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার মাধব দত্তের চরিত্রে উত্তম কুমারে অভিনয় দর্শক কোনদিন ভুলবেন না। উত্তমের মুখে মান্না দের গানগুলো (যেমন সাপিনীকে পোষ মানায় ওঝা, হাজার টাকার ঝাড়বাতিটা) আজও সমান জনপ্রিয় হয়ে আছে। সেই 'স্ত্রী' ছবির হিন্দি ভার্সান করতে এগিয়ে এলেন শক্তি সামন্ত। হিন্দি ভার্সানের নাম 'আইরাশ'। উত্তমকুমারের মাধব দত্ত হিন্দিতে করলেন ওই সময়ের অত্যন্ত জনপ্রিয় নায়ক সঞ্জীব কুমার। দর্শকেরা যেন মাধব দত্তকেই খুঁজে পেলেন না সঞ্জীব কুমারের মধ্যে। ফলে 'অনুরোধ' ছবির দশা 'আইয়াশ' ছবির ক্ষেত্রেও ঘটল। এখানেই শেষ নয়, আরও আছে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী নিয়ে মঙ্গল চক্রবর্তীর পরিচালনায় নির্মিত হল 'আমি সে ও সখা'। আমি অর্থে উত্তমকুমার, সে অর্থে কাবেরী বসু এবং সখা অর্থে অনিল চট্টোপাধ্যায়। টানটান উত্তেজনার গল্প। উত্তমের জবরদস্ত অভিনয়ে দর্শকেরা মন্ত্রমুগ্ধ। ছবি সুপারহিট। পরিচালক হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় ওই কাহিনীর হিন্দি চিত্ররূপ দিলেন। নাম দিলেন 'বেমিসাল'। এবারের আমি অমিতাভ বচ্চন, সে রাখী, সখা বিনোদ মেহেরা। এ ছবিতেও দর্শকেরা সে আকর্ষণ বোধ করলেন না, যা তাঁরা পেয়েছিলেন বাংলাটিতে। অমিতাভ–রাখীর হিট ছবির তালিকাতে (কসমে ওয়াদে, কভি কভি, মুকাদ্দর কা সিকান্দর) তাই স্থান করে নিতে পারেনি 'বেমিশাল'।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প নিয়ে নির্মল গুহ'র পরিচালনায় নির্মিত হল 'চাঁপাডাঙার বউ'। নাম ভূমিকায় অনুভা গুপ্তা। দেওরের চরিত্রে উত্তমকুমার। সে ছবিও সুপার হিট। শুধু অভিনয় আর নাটকে সম্বল করেই এই ছবি। নজর পড়ল হিন্দি ছবির নির্মাতাদের। বাঙালি দুলাল গুহ 'চাঁপাডাঙার বউ'এর হিন্দি ভার্সানের নাম দিলেন 'আঁচল'। রাখী গুলজার, রাজেশ খান্না, রেখা, অমল পালেকর থেকেও 'আঁচল' জমল না, দর্শকের মন পড়ে রইল 'চাঁপা ডাঙার বৌ'য়ের জন্যই। এমন তালিকাভুক্ত আরও কয়েকটি ছবির কথা বলি।

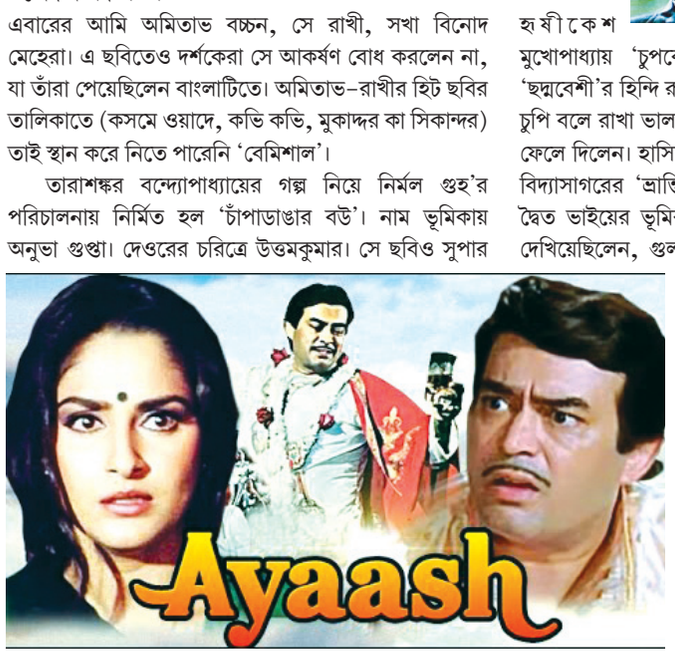

প্রতিশোধের গল্প 'জীবন মৃত্যু' ছবির। পরিচালক হীরেন নাগ। পাঞ্জাবির ছদ্মবেশে দর্শকদের চোখের সামনে ভাসছেন উত্তম কুমার। পাশে সুপ্রিয়া দেবী। সুপার হিট ছবি। উত্তম–সুপ্রিয়ার লিপে মান্না–সন্ধ্যার গান 'কোন কথা না বলে' আজও দর্শকেরা গাইছেন। রাজশ্রী পিকচার্স এর হিন্দি চিত্ররূপ ছিল। পরিচালক আর এক বাঙালি, সত্যেন বসু। ছবির নাম অপরিবর্তিত রাখা হল। নায়ক ধর্মেন্দ্র নায়িকা রাখী। ধর্মেন্দ্র ব্যক্তিগত জীবনে পাঞ্জাবি হওয়া সত্ত্বেও হিন্দি 'জীবন মৃত্যু' দর্শকদের মন ভোলাতে পারল না এতটুকু।

বাংলা ও হিন্দি দুটি 'লাল পাথর' এর পরিচালন সুশীল মজুমদার। বাংলা 'লাল পাথর' ছবিতে উত্তম–সুপ্রিয়া যে নজির রাখলেন, তার ধারের কাছে পৌঁছাতে পারলেন না রাজকুমার ও হেমা মালিনী। দর্শক 'হেমদাকান্ত'র চরিত্রে উত্তমকুমারের জায়গায় রাজকুমারকে মেনে নিতেই পারলেন না। একই দৃশ্য ঘটল সলিল দত্ত পরিচালিত 'কলঙ্কিত নায়ক' ছবির হিন্দি ভার্সনের ক্ষেত্রেও। বাংলা 'কলঙ্কিত নায়ক'এর নাম ভূমিকায় উত্তম কুমার। বিপরীতে অপর্ণা সেন। দর্শক মুগ্ধ হয়ে দেখলেন উত্তমকুমারের অভিনয়। শক্তি সামন্ত এই গল্পের হিন্দি চিত্ররূপ দিলেন। নাম দিলেন 'চরিত্রহীন'। নায়কের চরিত্রে সঞ্জীব কুমার। 'আইয়াশ' ছবির দশা ঘটল 'চরিত্রহীন' ছবির ক্ষেত্রেও। সঞ্জীব কুমার–শর্মিলা কে পাশে নিয়েও শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। অগ্রদূতের চিরকালীন হিট ছবি 'ছদ্মবেশী'। নায়ক উত্তমকুমার, বিপরীতে মাধবী। ছবি সুপার ডুপার হিট। গান ততোধিক হিট।

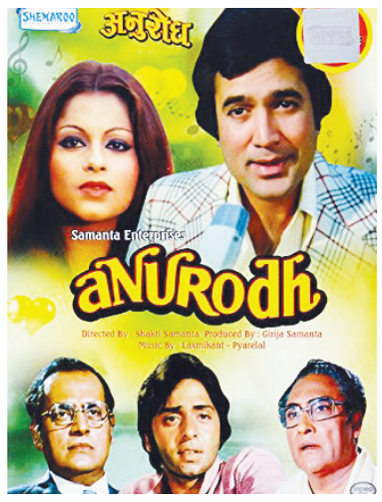

হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় 'চুপকে চুপকে' নাম দিয়ে তৈরি করলেন 'ছদ্মবেশী'র হিন্দি রূপ। নায়ক ধর্মেন্দ্র, বিপরীতে শর্মিলা। চুপি চুপি বলে রাখা ভাল যে 'চুপকে চুপকে' ছবিটি দর্শকেরা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। হাসির ছবির হাস্যরসই যে মাঠে মারা গিয়েছে। বিদ্যাসাগরের 'ভ্রান্তিবিলাস' (পরিচালক মানু সেন) ছবিতে দ্বৈত ভাইয়ের ভূমিকায় উত্তম কুমার যে অভিনয়ের নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন, গুলজার পরিচালিত হিন্দি 'ভ্রান্তিবিলাস'এর (হিন্দির নাম 'আঙুর') সঞ্জীব কুমারের যমজ ভাইয়ের চরিত্রে শত যোজন দূরে পড়ে রইল।

'নিশিপদ্ম' ছবি উত্তমের অভিনয়ের আরেকটি মাইলস্টোন, তার হিন্দি চিত্ররূপ 'অমরপ্রেম' ছবিতে রাজেশ খান্না চেষ্টা করেছেন ঠিকই, কিন্তু উত্তমের সেই আবেদন 'নানা না আজ রাতে আর যাত্রা শুনতে যাবনা', গানের লিপ দেওয়া, এসব অন্য শিল্পীদের কাছে অনায়ত্ত থেকে যাবে বরাবর। আসলে অন্য শিল্পীরাই নন, বাঙালি দর্শকেরা বাংলায় উত্তমকুমারকে যে চরিত্রে দেখে মন দিয়ে ভালোবেসেছিলেন, সে স্থানে হিন্দিতে স্বয়ং উত্তমকুমার এসেও বরফ গলাতে পারেনি। তার সার্থক দৃষ্টান্ত 'অগ্নিপরীক্ষা'র হিন্দি চিত্ররূপ 'ছোটি সি মুলাকাৎ' ছবিটি। উত্তম–সুচিত্রা যে 'অগ্নিপরীক্ষায়' সসম্মানে উত্তীর্ণ, কার সাধ্যি সে স্থান টলায়। তাই বাঙালির কাছে আজও উত্তম, উত্তম হয়েই আছেন। মৃত্যুদিনে তাঁকে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম।

শিল্পী সংসদ, নন্দন ও রাজ্য সরকারের উদ্যোগে

উত্তম প্রয়াণ দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলা ছবির প্রাণ স্পন্দন উত্তমকুমার। প্রয়াণের ৩৭ বছর অতিক্রান্ত। তবু তাঁর জনপ্রিয়তায় এতটুকু ভাঁটা পড়েনি। তাই প্রতি বছর

নন্দন ১–এ উত্তমকুমার চলচ্চিত্র উৎসবের সূচনায় কলাকুশলীরা

নজরুল মঞ্চে মাহানায়ক স্মরণ অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সম্মান প্রাপকরা

জীবন কৃতী সম্মান জ্ঞাপন করা হয় অভিনেত্রী শকুন্তলা বড়ুয়াকে। এছাড়াও পুরস্কারে ভূষিত করা হয় অভিনেতা প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি, অভিনেত্রী নুসরৎ জাহান, সারা বাংলা ২৪ জুলাইকে স্মরণ করে ভক্তি দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে উত্তমকুমার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'শিল্পী সংসদ' এই সংস্থাটির। সেই 'শিল্পী সংসদ' ও 'নন্দন' –এর যৌথ উদ্যোগে গত ২৪ জুলাই আয়োজন করেছিল উত্তম স্মরণাঞ্জলির। নন্দন (২)–এ প্রথম পর্যায়, নন্দন (১)–এ দ্বিতীয় পর্যায়। প্রথম পর্যায়ে বক্তব্য রাখলেন ড. শঙ্কর ঘোষ, রত্না ঘোষাল, দেবিকা মুখোপাধ্যায় এবং যাত্রার সুরকার প্রশান্ত ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় পর্যায়ে বক্তব্য রাখলেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, যাদব মণ্ডল, দুলাল লাহিড়ি প্রমুখরা। উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত হেয়ার ড্রেসার কল্পিতা বসু, পরিচালিকা রেশমী মিত্র প্রমুখ। সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন দেবাশিস বসু ও সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। দুই পর্যায়ে এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অপরূপ হয়ে উঠেছিল 'শিল্পী সংসদ'এর সাধন বাগচির কর্মনিপুণতায়। বক্তারা প্রত্যেকেই উত্তমকুমারের নানা দিকের উপর আলোকপাত করলেন। এই উপলক্ষে নন্দন (১) এবং (২)এ উত্তম অভিনীত নানান ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রথমদিনে শুরুই হলো দমফাটা হাসির ছবি সাড়ে চুয়াত্তর দিয়ে। নবীন প্রবীণদের ভিড়ে উপচে পড়ে নন্দন ১ যা প্রমাণ করছে মহানায়ক চির নবীন। ৩০ জুলাই অবধি উত্তমকুমারের বিভিন্ন সিনেমা দেখানো হবে নন্দন ২তে। দুঃস্থ শিল্পীদের সাহায্যার্থে এই প্রয়াস প্রত্যেক বছরেই নন্দন এবং শিল্পী সংসদ করে আসছে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

এইদন সকালে টালিগঞ্জের মোড়ে উত্তমকুমারের বিশাল মূর্তির সামনে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কলকাতা পুরসভা। টলিপাড়ার বিভিন্ন কলাকুশলী থেকে শুরু করে নেতা মন্ত্রীদের ও উত্তম ভক্তদের ভিড় এই বৃষ্টিস্নাত সকালে ছিল চোখে পড়ার মতো। এছাড়াও সন্ধ্যেবেলায় নজরুল মঞ্চে এ বছরের মহানায়ক সম্মানের আয়োজন করা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পক্ষ থেকে। সেখানেও অসংখ্য গুণমুগ্ধ এবং কলাকুশলীদের ভিড় উপচে পড়েছিল। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্য মন্ত্রীরা। সরকারের পক্ষ থেকে অভিনেতা ও পরিচালক অরিন্দম শিল, তবলা বাদক বিক্রম ঘোষ, সৌমিক হালদার এবং প্রখ্যাত সংলাপ লেখক পদ্মনাভ দাশগুপ্ত। সুপর্ণকান্তি কৃতী পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় সেরা চলচ্চিত্র হিসাবে কৌশিক গাঙ্গুলির ছবি 'বিসর্জন'কে এবং উইন্ডোস প্রডাকশনের শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কেও সেরা প্রযোজক হিসাবে ভূষিত করা হয় 'প্রাক্তন' সিনেমার জন্য। নবীন প্রবীণ বিভিন্ন অভিনেতা–অভিনেত্রী এবং কলাকুশলীদের উপস্থিতিতে মঞ্চে চাঁদের হাট বসেছিল। সবশেষে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো হয় বাংলা সিনেমার দ্রোণাচার্যকে। বৃষ্টি ভেজা বিকালে বিপুল জনসমাগম প্রমাণ করে উত্তমকুমার ছিলেন, উত্তমকুমার আছেন, উত্তমকুমার থাকবেন।

শরৎচন্দ্রের বাসভবনে

শ্রেয়সী ঘোষ : 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'এর দক্ষিণ কলকাতা শাখার উদ্যোগে গত ২৭ জুলাই বৃহস্পতিবার শরৎচন্দ্রের বাসভবনে এক মনোজ্ঞ আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়েছিল। বিষয় : 'সাহিত্যের চিত্ররূপে উত্তমকুমার।'' বক্তা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, চলচ্চিত্রাভিনেতা, গায়ক, প্রাবন্ধিক ড. শঙ্কর ঘোষ। তিনি উত্তমকুমার অভিনীত সেই সব ছবিগুলির বিস্তারিত আলোচনা করলেন যা উঠে এসেছে সাহিত্যের পাতা থেকে। সেই তালিকায় বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, আশাপূর্ণা থেকে শুরু করে শংকর, প্রফুল্ল রায় সহ সব বিখ্যাত সাহিত্যিকদের সৃষ্টির চিত্ররূপ প্রসঙ্গটি অবশ্যই ছিল। সে এক অভূতপূর্ব আলোচনা। সেই সঙ্গে তিনি শোনালেন উত্তমকুমারের লিপে থাকা কয়েকটি ছবির গান। দর্শকেরা অত্যন্ত উপভোগ করলেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. কানন বিহারী গোস্বামীও এই প্রসঙ্গে আরও কিছু সংযোজন করলেন তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. স্বস্তি মন্ডল। অনুষ্ঠানের সূচনা করেছিলেন এই শাখার সভাপতি প্রদীপ গুহঠাকুরতা। বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায় দর্শক ঠাসা

মাঙ্গলিকী

পোয়েটস ওয়ার্ল্ডের আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি উপরোক্ত সংগঠনের আরও একটি আসর হয়ে গেল পি-৭৮, লেক রোডে। গানে, স্বরচিত কবিতা পাঠে, গল্প পাঠে, নানান আলোচনায় আসর জমে উঠল। অনুষ্ঠানের শুরু সংগঠনের কর্ণধার ডঃ সুমন্ত মুখোপাধ্যায়ের উষ্ণ স্বাগত ভাষণে; এই সাথে তাঁর দরদী কণ্ঠে পরিবেশিত 'ওপারে নীরব কেন কেকা' গানটির মাধ্যমে। এদিন আসরে নানান গানে আরও যাঁরা আসরকে উজ্জ্বল করলেন তাঁরা হলেন বিশ্বনাথ ব্যানার্জী, বনানী ব্যানার্জী প্রমুখ। আলাদা করে উল্লেখ করতে হয় ৮৩-তে পৌঁছে যাওয়া 'তরুণ'(?) সঙ্গীত শিল্পী ঋষিণ মিত্রর জলদগম্ভীর কণ্ঠে গীত 'বাঁচাবে যদি মারবে কেন তবে' রবীন্দ্র সঙ্গীতটির পরিবেশন।

ছবি দে পরিবেশন করলেন শ্রুতিনাটক ধরনের একটি রচনা, যাতে কয়েক কলি গানও ছিল, সুন্দর পরিবেশন।

নানান মননশীল, হৃদয়স্পর্শী স্বরচিত কবিতা শুনিয়েছেন যাঁরা তারা হলেন মিনতি মিত্র, বাদল দাস, মিনতি গুপ্ত প্রমুখ। সঞ্চালিকা আলো পালের (সংগঠনের বর্তমান সম্পাদক) ডঃ সুমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কবিতা পাঠ খুবই ভালো লাগল। তাঁর স্বরচিত কবিতাটিও ভালো লাগলো। (আলো পালের 'সঞ্চালনা' হয় সব সময় 'মেদবর্জিত'...) শ্রুতকীর্তি দেবীর ছোট গল্পটি ভালো লাগল। বিশ্বনাথ দাস পাঠ করলেন বিশ্বকবিকে নিয়ে তাঁর একটি নিবন্ধ, খুবই আবেগ মথিত, তবুও তথ্য সমৃদ্ধ বলে নিবন্ধটি ভাল লাগল।

এছাড়া আসর মাঝে মাঝেই 'রামধনু রঙ মাখা' হয়ে উঠে ডঃ সুমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গীত বিবিধ গানে (স্বরচিত কবিতাও শুনিয়েছেন)। দুঘন্টার উপর চলা অনুষ্ঠান মনে হল যেন একঘন্টার মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। কারণ সমগ্র অনুষ্ঠানটি এক পারিবারিক অনুষ্ঠান হয়ে উঠল যেন সাহিত্য সংস্কৃতি সমৃদ্ধ এক 'পারিবারিক আড্ডা'— এটাই হল পোয়েটস ওয়ার্লডের যে কোনও আসরের মূল চরিত্র...

যোগাযোগ : ডঃ সুমন্ত মুখোপাধ্যায় : ৯৮৩০৯৪৫১৫৯ (গত সংখ্যায় এই নম্বরটিতে অনিচ্ছাকৃত ভুল হওয়ার জন্য আমরা দুঃখিত)।

আশা অডিওর 'দেবতার গ্রাস এর আরও বড়' অ্যালবাম সম্প্রতি কলকাতার প্রেস ক্লাবে মুক্তি পেল। এই অ্যালবামে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্য থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্ট কবিদের লেখা কবিতা। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদীপ ঘোষ, বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, মেঘনাদ ভট্টাচার্য এবং ডঃ শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা। **ছবি: উৎপল রায়**

গ্যালারি থেকে সুমিত দাশগুপ্ত

শঙ্কর দাসের চিত্র প্রদর্শনী

আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের 'সাউথ-এ' গ্যালারিতে ৭ জুলাই থেকে ১৩ জুলাই চিত্রী শঙ্কর দাসের প্রথম একক চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল। তিনি ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজ থেকে পেইনটিং নিয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেছেন। ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট আকাদেমি অ্যানুয়াল প্রভৃতি নানা প্রদর্শনীতে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। বেশ কিছু প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে তিনি পুরস্কার ও সার্টিফিকেট পেয়েছেন। কয়েকটি সম্মেলক প্রদর্শনীতে তার কাজ দেখা গিয়েছে। তিনি মূলত জল রঙে ছবি আঁকেন।

বর্তমান প্রদর্শনীতে তার আঁকা বেশ কিছু প্রশংসাযোগ্য জলরঙের সিটিস্কেপ দেখার সুযোগ ঘটল। বিশেষ করে কলকাতার ঐতিহ্য ট্রাম, রিকশা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল প্রভৃতি বিষয়কে নিয়ে তার ছবিগুলি খুবই মনোরম হয়েছে। সঠিক ড্রইং এবং জলরঙের যথোপযুক্ত প্রয়োগ তার ছবিগুলিকে যথেষ্ট হৃদয়গ্রাহী করেছে। ভবিষ্যতে তার কাছ থেকে এরকম আরও ভাল ছবি দেখতে পাওয়ার আশা থাকল।

নিখিল বিশ্বাসের চিত্র প্রদর্শনী

সম্প্রতি আকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের সাউথ গ্যালারিতে চিত্রী নিখিল বিশ্বাস তার পঞ্চম একক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন কবি সুবোধ সরকার, অভিনেতা শুভ্রজিত দত্ত এবং চিত্র সমালোচক প্রশান্ত দাঁ। নিখিল দীর্ঘদিন ধরে ছবি আঁকছেন। অনুশীলন ও চিত্রচর্চার প্রতি তার গভীর একাত্মতার পরিচয় তার ছবি দেখলেই বোঝা যায়। তার চিত্রশিক্ষা যদিও লা মার্টিনিয়ার সিওম্প সোসাইটির ফলিতকলা বিভাগে, কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি ললিতকলার চিত্রে যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যেমন দিল্লি, মুম্বই, ব্যাঙ্গালোরে তিনি সম্মেলন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া বেশ কিছু কর্মশালাতেও তিনি কাজ করেছেন। এবারের প্রদর্শনীতে তার ছবির বিষয়ভাবনা নারীকেন্দ্রিক। বাংলার নানা উৎসব, পূজা পার্বণকে কেন্দ্র করে নারীদের যে সম্মিলিত অংশগ্রহণ দেখা যায়, সেই বিষয়টিই তিনি তার ছবির মাধ্যমে তুলে ধরতে চেয়েছেন। মূল ছবির পশ্চাৎপটকে তিনি এক অন্য

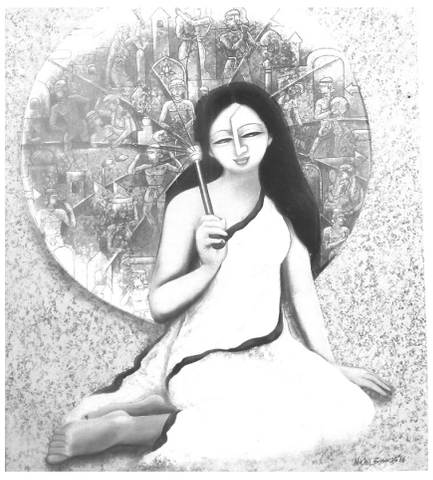

ভাবনায় উপস্থাপিত করেছেন যা দর্শকের নজর কাড়ে। এছাড়া বেশ কয়েকটি ছবির বর্ণবিন্যাসও প্রশংসার দাবি রাখে।

থার্ড আই-এর ভিস্যুয়াল আট উৎসব

এই প্রদর্শনীতে ছিল বিখ্যাত আলোকচিত্রী অতনু পাল এবং থার্ড আইএর সদস্যদের ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক, পপুলার ফটোগ্রাফি সহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় প্রদর্শিত, পুরস্কৃত ও গৃহীত আলোকচিত্রের বড় মাপের আর্কাইভাল ক্যানভাস। 'ফিরে দেখা' পর্যায়ে নতুন ছবির পাশাপাশি ছিল বিগত কয়েক বছরের আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ক্যালেন্ডারে নির্বাচিত, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক কালেক্টরস এডিশনের একাধিক সংস্করণের মুদ্রিত বেশ কিছু ছবি। প্রদর্শনীর দেওয়ালে সারি সারি বড় মাপের আলোকচিত্র গুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি আলোকচিত্র নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে ভারতবর্ষের আলোকচিত্রীরা আজ যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে এই মাধ্যমে শিল্প সৃষ্টি করে চলেছেন যা ললিতকলার এক অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে।

সম্প্রতি গগণেন্দ্র শিল্প প্রদর্শশালায় প্রথম ও দ্বিতীয়তল জুড়ে ভারতবর্ষের প্রথম ও একমাত্র ফোটোগ্রাফি উৎসবের দ্বিতীয় পর্যায় উদযাপিত হল, যার শিরোনাম ছিল 'ফিরে দেখা'। বিগত দুবছর ধরে থার্ড আই এই ভিস্যুয়াল আর্ট উৎসব এর আয়োজন করে আসছে।

মৌলেদের নতুন প্রজন্ম পাড়ি দিচ্ছে অন্যত্র

শঙ্করকুমার প্রামাণিক

সুন্দরবনের মৌলেরা মন থেকে চান না তাঁদের ছেলেপুলেরা সুন্দরবনের জঙ্গলে মধু-ভাঙার মতো বিপজ্জনক পেশায় যোগ দিক। তবুও নিরুপায় হয়ে এটা করতে হয়। গরিব পরিবারে ছেলেমেয়ের সংখ্যা বেশি। বড়টা ছ'-সাত বছর হলে, তার কাছে ছোট দু'টোকে রেখে, মাকে নদীতে মীন ধরতে যেতে হয়। না গিয়ে তো উপায় নেই। খাবে কী? বাচ্চাগুলোর বাবা বারো-তেরো দিন হল মহালে গেছে। যে-ক'টা টাকা ছিল তাতে টেনেটুনে দিন দশেক চলেছিল। পুরুষ মানুষ মহাল থেকে না ফেরা পর্যন্ত কষ্ট করে চালাতে হবে। এবছর দু'টোকে পাহারা দিতে হচ্ছে, সামনের বছর দেখতে হবে তিনজনকে। বছর সাতেকের এক রত্তি মেয়ে জেনেছে মাস দুই পরে তার আর একটা ভাই অথবা বোন হবে। সুন্দরবনের গরিব মৌলে পরিবারে এটা পরিচিত ছবি। বিশেষ করে আদিবাসী পরিবারে। সুন্দরবনের নানা জায়গার মৌলে পরিবারের ছেলেরা কৈশোর না পেরোতেই মাছ-কাঁকড়া-মীন ধরায় লেগে পড়েন। এর প্রধান কারণ হল অভাব-অনটন। এদের সামনে বিকল্প কোনও পথ খোলা নেই। কুড়ি-বাইশ বছর বয়স না হলে মধু ভাঙতে যায় না। শুধু বয়স হলেই হয় না, আগে মাছ-কাঁকড়া ধরে নিজেকে একটু পোক্ত করে নিতে হয়। মধু ভাঙায় একটু বেশি পয়সা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মধু ভাঙার সময়টা বড় কম। তাছাড়া ভয়ংকর ঝুঁকিপূর্ণ পেশা। বর্তমানে নানা কারণে মৌলে পরিবারের যুবকদের মধ্যে একটা প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। সুন্দরবনের বাইরে কাজ করতে যাওয়ার একটা ঝোঁক। এই ঝোঁকটা কম বয়সি ছেলেদের মধ্যে বেশি। বাইরে বলতে অন্য রাজ্যে এবং আন্দামানে। বাইরের রাজ্যে কাজ করতে যাওয়ার হিড়িক পড়েছিল আইলার পরে। সে সময় সব বয়সের অনেক মানুষ খিদের তাড়নায় ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়েছিলেন। আজকের সে অবস্থা নেই। তবুও অল্প বয়সি ছেলেরা বাইরের রাজ্যে কাজ করতে চলেছে।

কেঠোপাড়া থেকে ৩৩ জন মৌলে মধুর মরশুমে নিয়মিত জঙ্গলে মধু ভাঙতে যান। কেঠোপাড়া হল এমিলিবাড়ি পশ্চিমপাড়ার একটা অংশ। সাতজেলিয়া দ্বীপে। এই মৌলেরা বছরের অন্য সময় মাছ-কাঁকড়া ধরে সংসার চালান। বর্তমানে তাঁদের বাড়ি থেকে বিশ-বাইশটা ছেলে জল-জঙ্গলে না গিয়ে অন্য রাজ্যে শ্রমিকের কাজ করছে। এই প্রবণতা নিঃসন্দেহে নতুন প্রজন্মকে জল-জঙ্গল-নির্ভরতা কমাবে।

যে-ছেলেগুলো বাইরে কাজে গেছে তাদের নাম, বয়স, কী কাজ করে, কোথায় কাজ করে ইত্যাদি এখানে তুলে ধরা হল।

	নাম ও বয়স	বাবার নাম	কী কাজ করে	কোথায়
১	রবি মন্ডল (২৫)	জগদীশ মন্ডল	রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে	আন্দামান
২	কবি মন্ডল (২১)	জগদীশ মন্ডল	রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে	আন্দামান
৩	স্বপ্ন মন্ডল (২৮)	দীন নাথ মন্ডল	রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে	আন্দামান
৪	পিন্টু মন্ডল (৩২)	গৌর মন্ডল	শ্রমিক	কলকাতা
৫	রিঙ্কু মন্ডল (২৩)	গৌর মন্ডল	শ্রমিক	কলকাতা
৬	গোপী মন্ডল (১৮)	গৌর মন্ডল	রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে	আন্দামান
৭	বাপী গায়েন (২৩)	কৃষ্ণপদ মন্ডল	রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে	আন্দামান
৮	বাপ্পা গায়েন (২০)	কৃষ্ণপদ মন্ডল	রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে	আন্দামান
৯	বাপন মন্ডল (১৮)	নন্দ মন্ডল	শ্রমিক	কলকাতা
১০	বিপিন মন্ডল (৩৬)	নন্দ মন্ডল	শ্রমিক	গুজরাট
১১	বাপ্পা মন্ডল (২২)	দুঃখে মন্ডল	রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে	আন্দামান
১২	মিঠুন মন্ডল (২৬)	দুঃখে রাম মন্ডল	রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে	আন্দামান
১৩	বচ্চন মন্ডল (২৪)	দুঃখে রাম মন্ডল	রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে	আন্দামান
১৪	ভোজন মন্ডল(৩৮)	কৃষ্ণপদ মন্ডল	রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে	আন্দামান
১৫	বাপ্পা মন্ডল (২০)	সাধন মন্ডল	রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে	আন্দামান
১৬	বুবাই মন্ডল (১৮)	সাধন মন্ডল	রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে	আন্দামান
১৭	অমল মন্ডল (২৬)	নিতাই মন্ডল	শ্রমিক	আন্দামান

এটা একটা ছোট ও অসম্পূর্ণ তালিকা। এই তালিকায় তিনজন বাদে সবার বয়স তিরিশের কম। বেশিরভাগ ছেলেরা গেছে আন্দামানে। সতের জনের চোদ্দ জন। সেখানে তারা রাজমিস্ত্রির জোগা।রে কাজ করে। তাদের দৈনিক মজুরি ৩০০ থেকে ৩৫০টাকা। বছর পাঁচ-ছয় ভালভাবে জোগা।রে কাজ করতে পারলে মিস্ত্রি হতে পারবে। তখন মজুরি হবে ৬৫০ থেকে ৭০০ টাকা। বাকি তিনজন ছেলের মধ্যে দু'জন কলকাতায়, একজন গুজরাটে লেবারের কাজ করে। লেবারের মজুরি সব জায়গায় প্রায় এক। তিনশো সাড়ে-তিনশো।

তালিকাভুক্ত ছেলেদের ঘর-বাড়ি হল কেঠোপাড়ার সুইলিস গেটের কাছে গোমোর নদীর বাঁধ বরাবর। খুব ছোট ছোট মাটির ছিটেবেড়ার ঘর। দুর্বল কাঠামোর ওপর পাতলা করে খড় দিয়ে ছাওয়া। কোথাও আবার খড়ের সঙ্গে কালো ত্রিপলের টুকরো দিয়ে ঢাকা। বাড়িগুলো কোথাও কোথাও নদী-বাঁধ ছুঁইয়ে আছে, আবার কোন কোন জায়গায় নদী-বাঁধ-এর কিছুটা দখল করে আছে। কোথাও বাড়িগুলো ছাড়া ছাড়া, আবার কোথাও বাড়িগুলো ঘেঁষাঘেঁষি। দেখে মনে হচ্ছে, কখনও জোরে ঝড় হলে বাড়িগুলো উড়ে যাবে, ভারি বৃষ্টি হলে বা জলোচ্ছাস হলে অনেকের ঘরে জল ঢুকবে। আর বর্ষায় বাঁধ ভাঙলে সবক'টা বাড়ি ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যাবে। পাড়ার মধ্যে দিয়ে দেখতে দেখতে যাচ্ছি। লোকজনের সঙ্গে কথা বলছি। কারও কারও ছবি তুলছি। হাঁটতে হাঁটতে একটা বাড়ির সামনে এসে থেমে গেলাম। দেখে মনে হল বাস্তুটা বাঁধের কিছুটা দখল করে আছে। ফলে বাঁধটা অনেকটা সরু হয়ে গেছে। একটানা লম্বা ছিটেবেড়ার ঘর। দেখলে মনে হবে একটা লম্বা হল ঘর। বাঁধের দিকে দাঁড়িয়ে বোঝার উপায় নেই ভেতরে কটা পরিবার থাকে। বাঁধের দিক থেকে ঢোকার-বেরোবার একটাই রাস্তা। আগলহীন। দেখলাম, ঠিক ঢোকার মুখেই একটি কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলে, বছর খানেকের একটা বাচ্চা কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িটা-সহ তার ছবি তুললাম। তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাও বললাম। ছেলেটি কয়েক বছর হল আন্দামানে গিয়েছে। কয়েকদিন হল বাড়িতে এসেছে। মাস খানেক থাকবে। দু'ভাই সেখানে থাকে। রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ করে। সস্তায় ঘর ভাড়ায় নিয়ে কয়েকজন মিলে রান্না করে খায়। বছরে একবার করে আসে। মাসখানেক থাকে। দু'জনে একসঙ্গে আসে না। ছেলেটা ফ্লাইটে এসেছে। ফিরবে জাহাজে। অফার পেয়েছিল। তাই এক বছর আগে থেকে টিকিট কেটে রেখেছিল। হাজার খানেক টাকায় হয়ে গেছে। দাদা বিয়ে করেছে। কোলের বাচ্চাটা দাদার।

সময়টা ২১ শে নভেম্বরের ২০১৬। কাঁকড়া মারার উপযুক্ত সময়। পাড়ার নৌকোয় সুযোগ বুঝে দু'এক ট্রিপ কাঁকড়া ধরতে যাবে। নিজেদের গরিব সংসারে কিছুটা হলেও তো সাহায্য হবে! আমি ছেলেটিকে বলেছিলাম সে তো মাছ-কাঁকড়া-মীন ধরে, মধু ভেঙে রোজগার করতে পারে, তাহলে আন্দামনে যেতে হয় না। বাড়িতেই থাকতে পারবে। দাদাকেও তাহলে বৌ-বাচ্চা ফেলে কষ্ট করে আন্দামানে পড়ে থাকতে হয় না।

মাছ-কাঁকড়া ধরবো কী করে? আমাদের তো নৌকো নেই।

যাদের নৌকো আছে তাদের সঙ্গে যাবে।

তারা বেশি বেশি মাছ-কাঁকড়া ধরার জন্য অভিজ্ঞ লোক নেবে। আমাদের নিতে চাইবে কেন?

তাহলে তোমরা কিছু টাকা জমিয়ে একটা নৌকো করো।

শুধু নৌকো করলে হবে? বি এল সি পাব কোথায়? একটা বি এল সি ভাড়ায় নিতে গেলে ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা লাগবে। আশপাশের বেশিরভাগ তো চোরাই করে মাছ-কাঁকড়া ধরে। ধরতে পারলে নৌকো টেনে নিয়ে যাবে। ছাড়াতে অনেক টাকা লাগবে। মারধরও করে। তার চেয়ে বাইরে খাটতে যাওয়া ভাল।

আমি আর কথা বাড়াইনি। বিষয়টা একটু খোলসা করে বলি। জঙ্গলের ওপর থেকে চাপ কমাতে বনদফতর মাছ-কাঁকড়া ধরার ওপর নানা বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। এর মধ্যে একটা অন্যতম হল কোনও নৌকো বি এল সি(বোট লাইসেন্স সার্টিফিকেট) ছাড়া বনদফতর-এর এলাকার মধ্যে ঢুকতে পারবে না। এই উদ্দেশ্যে বনদফতর থেকে ১৯৮০ সালে মাত্র ৪৭১৬টা বি এল সি ইস্যু করা হয়েছিল। তার পর থেকে আজ পর্যন্ত আর কোনও বি এল সি ইস্যু করা হয়নি। এর মধ্যে কিছু বি এল সি নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। অর্থাৎ সেগুলো দিয়ে আর কাজ চলবে না। অথচ নানা কারণে সুন্দরবনের জল-জঙ্গলের ওপর মানুষের নির্ভরতা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। বি এল সি নিয়ে সুন্দরবন মৎস্যজীবী যৌথ সংগ্রাম কমিটি (দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম)' বনদফতরের ওপর তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। তাদের দাবি সনদে লিখেছে ওদের (বনদফতরের) অপকর্মের জ্বলন্ত নিদর্শন বি এল সি। অযৌক্তিক ও অন্যায় এই পদ্ধতির জন্য আজ ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকায় এক একটি বি এল সি প্রতি মরশুমে ভাড়ায় খাটছে ৪০,০০০ থেকে ৫০,০০০ টাকায়; আর সংরক্ষিত বন এলাকায় ১০,০০০ থেকে ১৫,০০০ টাকায়।সুন্দরবনের জঙ্গলনির্ভর মৎস্যজীবীদেরকে তাদের জীবিকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এই কুৎসিত কালোবাজারি চালু রাখার অধিকার বনদফতরকে কে দিয়েছে?

বিস্মৃত ভাস্কর প্রমথনাথ মল্লিক

রঙ, তুলি, প্যালেট, প্যাস্টেল নিয়ে আমাদের স্বপ্নের রঙিন জগৎ। এই জগৎ যাঁরা আমাদের চিনিয়েছেন, বিখ্যাত করেছেন ভারতের শিল্পকলাকে, স্থান করে নিয়েছেন পৃথিবীতে তাঁদের জীবনালেখ্য তুলে ধরার জন্য নতুন এই কলম 'হে মহাজীবন'।

সুমিত দাশগুপ্ত : প্রমথনাথের জন্ম ১৮৯৪ সালে কলকাতার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। স্কটিশ চার্চ স্কুলে শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি শিল্পী রণদাপ্রসাদ গুপ্ত প্রতিষ্ঠিত জুবিলি আর্ট আকাদেমিতে ভর্তি হন। মডেলিং-এর দিকে প্রমথনাথের আগ্রহ দেখে রণদা গুপ্ত তাঁকে ভাস্কর্য বিভাগে কাজ শেখার ব্যবস্থা করে দেন। এই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্র ফণীন্দ্রনাথ বোস তখন এডিনবরা ও লন্ডনে তার ভাস্কর্যের জন্য খ্যাতি লাভ করেছেন। এই খবর প্রমথনাথকে যথেষ্ট উৎসাহ জোগায়। জুবিলি আকাদেমির শিক্ষার শেষে ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটির বার্ষিক প্রদর্শনীতে তিনি প্লাস্টার অফ প্যারিসে করা কয়েকটি রিলিফ ভাস্কর্য জমা দেন। ওই কাজগুলি দেখে অবনীন্দ্রনাথ ও গগন্দ্রেনাথ খুবই প্রশংসা করেন এবং মহারাষ্ট্রের ভাস্কর বিনায়ক পাশুরাং কারমারকার-এর কাছে আরও উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য পাঠান। এই কারমারকার তখন কলকাতায় বাস করতেন এবং তার স্টুডিও ছিল ঝাউতলা রোডে। এখানেই প্রমথনাথ কারমারকারের কাছে মার্বেল কাটা শেখেন। প্রথম পূর্ণ দৈর্ঘ্যের রামকৃষ্ণের যে মার্বেলের মূর্তি কারমারকার করেন তার প্লাস্টার ছাঁচ করার সময় প্রমথনাথ তাকে সাহায্য করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ এই মূর্তিটির ছাড়পত্র দেন। প্রমথনাথ দু'বছর কারমারকারের কাছে কাজ শেখেন। এরপর কারমারকার লন্ডনে রয়্যাল আকাদেমিতে ব্রোঞ্জ কাস্টিং শিখতে যান। কারমারকার লন্ডন থেকে ফিরে পুনেতে বসবাস করতে থাকেন। তিনি চেয়েছিলেন তার প্রিয় ছাত্র প্রমথনাথ তার কাছে ব্রোঞ্চ কাস্টিং শিখুক কিন্তু প্রমথনাথের বাবা তাঁকে পুনেয় পাঠাতে অসম্মত হন।

প্রমথনাথ বহু উল্লেখযোগ্য প্রতিকৃতি রচনা করেছিলেন প্লাস্টার অফ প্যারিসে, যার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ, জগদীশচন্দ্র বোস, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর প্রতিকৃতিও ছিল। প্রমথনাথ অসাধারণ রিলিফ ভাস্কর্য রচনা করতে পারতেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রিলিফ প্রতিকৃতিগুলি হল এফ হ্যারিংটন, রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধির। এছাড়াও প্রসাধনরত মহিলা, পূজার ফুল হাতে মহিলা ও অন্যান্য বেশ কিছু রিলিফ ভাস্কর্য তৈরি করেছিলেন। তিনি বেশ কিছু সুন্দর কম্পোজিশনও করেছিলেন। কলকাতার পার্ক সার্কাসে ১৯২৮ সালে কংগ্রেস পার্টি কনফারেন্সে তাঁর করা বেশ কিছু এরকম ভাস্কর্য নিয়ে প্রদর্শনী সাজানো হয়েছিল এবং তাঁর করা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের একটি প্রতিকৃতি স্বয়ং সুভাষ বোস পছন্দ করে মূল প্রবেশ দ্বারে রাখেন। তাঁর করা 'Son of the soul' ভাস্কর্যটি ১৯২৯ সালে মাদ্রাজ চারুকলা প্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের পুরস্কার লাভ করে। ওই বছরেই 'In bondage' নামে আরেকটি কাজ ব্যাঙ্গালোরে এরকমই একটি প্রদর্শনীতে পুরস্কার পেয়েছিল। তাঁর সমসাময়িক চিত্রশিল্পীরা হলেন যোগেশচন্দ্র শীল, অতুল বসু, বসন্ত গাঙ্গুলি, প্রহ্লাদ কর্মকার ও হেমেন মজুমদার। হেমেন মজুমদারের

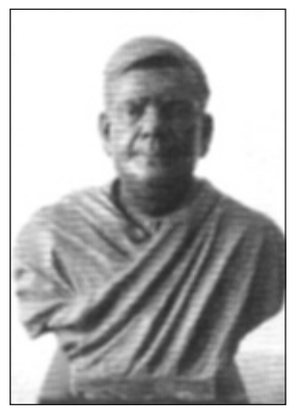

ছবিকে বিষয় করে তিনি বেশ কিছু রিলিফ ভাস্কর্য রচনা করেছিলেন। কলকাতায় তখন E.B. Havel এর পত্নী Lily Jacobson বাস করতেন। তিনি ছিলেন Robin-র ছাত্রী। তিনি কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে প্রমথনাথের করা কাজগুলির ছবি তুলিয়ে ইতালিতে Ernest Kark নামে এক চিত্র সমালোচকের কাছে পাঠান। তার মতামতের জন্য। তিনি ছবিগুলি দেখে বলেছিলেন এগুলি সম্ভবত কোনও অজানা ইউরোপীয় ভাস্করের রচনা। এইকথা আমরা জানতে পারি শিল্প ঐতিহাসিক কমল সরকারের লেখা থেকে। মাত্র দু'দশক তিনি ভাস্কর্য রচনা করেন। একমাত্র কন্যার আকস্মিক মৃত্যুর পর তিনি ভাস্কর্য রচনা করা ছেড়ে দেন। তবে তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। ১৯৮৩ সালে উননব্বই বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয়।

'ত্রিকাল' সাহিত্য পত্রিকার আগামী বিশেষ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ১২ আগস্ট পি-৭৮ লেক রোডে বিকাল ৬টায় উজ্জ্বল ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'ত্রিকাল'এর সাম্প্রতিক সংখ্যাটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটবে। এই উপলক্ষে পত্রিকার লেখকগোষ্ঠী এক সাহিত্য সংস্কৃতির অনুষ্ঠানও পেশ করবেন।

সঙ্গীত শিল্পীরাও অংশগ্রহণ করবেন। পত্রিকা সংক্রান্ত বিষয়ে যোগাযোগ : সম্পাদক বিশ্বেশ্বর রায়, ৯৪৩৩৬২৬১২৯। এই অনুষ্ঠানের 'মিডিয়া কভারেজ' করবে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র আলিপুর বার্তা।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা-৭০০ ০৪১

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী -৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর -৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র-৮১১৬৪৮৭০৪৬

রানার্স নয়, এ যেন হৃদয় জয় ঝুলনদের

গর্বিত করল প্রমীলা ব্রিগেড

অরিঞ্জয় মিত্র

কিছুদিন আগে এই ইংল্যান্ডের মাটিতে ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের কাছে হেরে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি রানার্স হয়েছিল বিরাট কোহলির নেতৃত্বাধীন টিম ইন্ডিয়া। সেই একই দেশে ক্রিকেটের ঐতিহাসিক লর্ডস ময়দানে ফের একটা সুযোগ এসেছিল বিশ্ব জয়ের। যেভাবে ভারতীয় প্রমীলা বাহিনী সেমিফাইনালে চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে উড়িয়ে দিয়েছিল তাতে মনে হচ্ছিল এবার আর তাঁদের কেউ আটকাতে পারবে না। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে মাত্র ৯ রানে হারতে হল ভারতের মহিলা ব্রিগেডকে। পাক বাহিনীর কাছে ফাইনালে হারের পর বিরাট বাহিনী যতটাই সমালোচিত হয়েছিলেন ততটাই প্রশংসা ফিরছে ভারতীয় মহিলা টিম সম্পর্কে। রানার্স হওয়াকে দেখা হচ্ছে জয়ী হিসেবে। আসলে এতটাই ভালো পারফরমেন্স মেলে ধরেছেন ঝুলনরা তাতে পুরো ক্রিকেট বিশ্ব মোহিত। এমনকি যাঁরা সব ব্যাপারে নাক সিঁটকান সেই ইংরেজরা পর্যন্ত দরাজ সার্টিফিকেট দিচ্ছেন ভারতীয় প্রমীলা দলকে।

তবে ভারতীয় দল একসময় যেভাবে ১৯১-৩ উইকেট থেকে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে তা খানিকটা হলেও পুরুষদের স্মৃতি উসকে দেয়। আগে বহুবার এমন হয়েছে ভারতীয় পুং ব্রিগেড জেতা ম্যাচ হাতছাড়া করেছে শেষ মুহূর্তে ঝপাঝপ উইকেট হারিয়ে। সেই রোগ ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে যাতে সঞ্চারিত না হয় সেজন্য এখন থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করতে চান ভারত অধিনায়ক মিতালি রাজ। তিনি ও ঝুলন গোস্বামী যে বয়সে পৌঁছে গিয়েছেন তাতে নিশ্চিতভাবে বলটা যায় তাঁদের এটাই শেষ বিশ্বকাপ। কিন্তু আগামী দিনে নতুন জমানায় ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটারদের নার্ভ যাতে চাঙ্গা থাকে তার ওপর বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন অধিনায়ক মিতালি। তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন প্রবল স্নায়ুর চাপে পড়ে ম্যাচ হাতছাড়া হয়েছে ভারতের। তাও ২০০৫ সালে ফাইনালে উঠে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ৯৫ রানে হারের গ্লানি যে বইতে হয়নি সেকথা সর্বাগ্রে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। তাছাড়া মিতালি গোটা টুর্নামেন্টে দুর্ধর্ষ ব্যাট করেছেন, তুলেছেন ৪০৯ রান। তাঁর এই পারফরমেন্সের জেরে আইসিসি'র বেছে নেওয়া বিশ্ব একাদশের অধিনায়ক করা হয়েছে মিতালিকেই। হরমনপ্রীত, ঝুলন, শিখা, দীপ্তি, পুনমরাও যথাসাধ্য পারফরমেন্স তুলে ধরেছেন আগাগোড়া। এর ওপর ভিত্তি করে মিতালি এও বলছেন, ভারতীয় মহিলাদের ক্ষেত্রে খেলাধূলার ব্যাপারে যে সামাজিক বিধিনিষেধ থাকত তাও অনেকটাই খুলে যাচ্ছে। আগামী দিনে ভারতীয় মহিলাদের জন্য পরিসর আরও বাড়বে বলেই মিতালি-ঝুলনদের মতো সিনিয়রদের বক্তব্য।

এমনিতে ক্রিকেট এদেশে ধর্মের মতো। কিন্তু ভারতীয় মহিলারা যে পুরুষদের থেকে কম যান না, সে কথাটা এবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন মিতালিরা। ফলে খুলে যাচ্ছে নয়া দিগন্ত। যার কক্ষপথে আগামীতে টিম ইন্ডিয়ার মহিলা ব্রিগেড অনেক নতুন রেকর্ড গড়ে তুলতে পারেন। এমন আশা-প্রত্যাশাই আরও গাঢ় হয়ে উঠছে। সেক্ষেত্রে বিরাটদের ছাপিয়ে যেতে পারে মহিলাদের পারফরমেন্সের গ্রাফ। মহিলারা যে ক্রীড়া ক্ষেত্রে পুরুষদের থেকে কোনও অংশে কম যান না, সেটা আমরা অতীতে বারংবার লক্ষ্য করেছি। অলিম্পিক্সে দীপা কর্মকার, সাক্ষী মালিকদের প্রদর্শন এখনও চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। এর সঙ্গে আরও উল্লেখ করতে হবে পিভি সিন্ধু, সাইনা নেহওয়াল, সানিয়া মির্জাদের কথাও। বস্তুত এঁরা নানা সময় ব্যক্তিগতভাবে দেশকে গৌরবান্বিত করেছেন। ক্রিকেটের মতো দলগত গেমসে ভারতীয় মহিলাদের এই দাগ কাটা পারফরমেন্স সারা দেশের নজর তাঁদের দিকে এনে ফেলেছে। এখন দেখতে হবে প্রাথমিক আবেগে এসব উচ্ছ্বাস হচ্ছে, না সত্যিকারের আগ্রহ উদ্দীপনা রয়েছে। কারণ যদি শুধুমাত্র আবেগের বশে সবাই মহিলা ক্রিকেটারদের নিয়ে মাতামাতি করেন তবে তা বেশিদিন স্থায়ী হবে না। এর স্থায়িত্ব তখন বাড়বে যখন মহিলা ক্রিকেটের পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রকৃত চেষ্টা চালানো হবে। দেশের নানা প্রান্ত থেকে নতুন তারকা অন্বেষণের কাজ চলবে সমান্তরালভাবে। তবে গিয়েই আগামী দিনের মিতালি-ঝুলনদের খুঁজে পাওয়া যাবে। না হলে কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে থেমে যেতে হবে। পরের মহিলা বিশ্বকাপে ভারত যাতে চ্যাম্পিয়ন হতে পারে তার নকশাটা এখন থেকেই সেরে ফেলতে হবে। বলাবাহুল্য, এতে এগিয়ে আসতে হবে দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী ক্রিকেট সংগঠন বিসিসিআইকে। খালি মুখের কথায় আর আবেগের ঝালাপালায় চিঁড়ে ভিজবে না। প্রস্তুতি শুরু করতে হবে এখন থেকেই। এইরকম অবস্থা তৈরি হয়েছিল ভারতের অলিম্পিক্স অভিযানের পরেও। তখন দীপা-সাক্ষীদের নিয়ে কী না মাতামাতি। এ কাল পুরস্কার দিচ্ছেন তো ও কাল সম্মানিত করছে। কিন্তু বছর ঘুরতেই দেখা যাচ্ছে সেইসব আবেগ উধাও। যথারীতি সেখানে জায়গা করে নিয়েছে রাজনীতি। এতে হবেটা কী? আগামী অলিম্পিক্সে হয়তো সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে না। পদক আসবে না, দেশ সম্মানিত হবে না বিশ্ব দরবারে। মহিলা ক্রিকেটের ক্ষেত্রেও মিতালি-ঝুলন পরবর্তী অধ্যায়ে যাতে এই দশা না হয় সেজন্য এখন থেকেই সজাগ থাকতে হবে।

তবে গিয়ে হয়তো দেখা যাবে ইংল্যান্ডের মাটিতে টিম প্রমীলা ইন্ডিয়ার এই পারফরমেন্স সারা বিশ্বের সমাদর লাভ করছে। শুধু বিরাট কোহলি, হার্দিক পাণ্ডিয়া, ধোনি-যুবরাজ, রাহানে, কেদার, অশ্বিন-জাদেজাদের নিয়ে মাতামাতি ছেড়ে তাই এখন থেকেই মহিলা বাহিনীকে আরও সময় দিতে হবে। পুরুষদের খেলা দেখুন, তাঁদের নিয়ে আলোচনা করুন, সব ঠিক আছে। পাশাপাশি মহিলা ব্রিগেড ঠিকমতো সম্মান পাচ্ছে কিনা, তাঁদের দিকে ঠিকমতো নজর দেওয়া হচ্ছে কি না এসব দিকে তাই এখন থেকেই ফোকাস করতে হবে।

নতুন মরসুম নয়া জল্পনা

পাঁচুগোপাল দত্ত : নয়া মরসুমে সনি নর্ডির মতো তারকা না পেলেও ডরাচ্ছেন না মোহন কর্তারা। নতুন বিদেশিদের নিয়ে পুরনো তারকাদের সঙ্গে ঘর গুছিয়ে নিতে চাইছে সবুজ মেরুন ব্রিগেড। অবশ্য ক্লাবের 'গৌরী সেন' টুটু বসু সরে যাওয়ায় ক্লাবের যে ক্ষতি হয়েছে তা স্বীকার করে নিচ্ছেন অনেকেই। পরে অবশ্য টুটুদাকে ম্যানেজ করা যাবে বলেও আশা করছেন সদস্য-সমর্থকদের একটা বড় অংশ। বাগানের এই সামলে চলার মধ্যে আবার নতুন করে নিজেদের মেলে ধরতে চাইছে ইস্টবেঙ্গল। আই লিগ চ্যাম্পিয়ন কোচ খালিদ জামাল ও আইজলের সেরা বিদেশিকে ঘরে তুলতে পেরে দারুণ চাঙ্গা ইস্ট শিবির। এর সঙ্গে ষোলোআনা আনন্দ দিতে যোগ হয়েছেন প্রাক্তন মোহন ফিটনেস ট্রেনার গার্সিয়া। বস্তুত গত কয়েক বছর

বাগানের সাফল্যের অন্যতম কারিগর মনে করা হয় এই গার্সিয়াকে।

দেশের দুই প্রান্ত থেকে উঠে আসা দুটি দল বেঙ্গালুরু এফসি এবং আইজল এফসি প্রমাণ করছে দেশের নানা প্রান্তে ফুটবল ছড়াচ্ছে। পেশাদারিত্বের অনুপ্রবেশ ঘটছে দেশের ফুটবল দুনিয়ায়। ফলে একটা বাজার তৈরি হচ্ছে ফুটবলকে ঘিরে। এর সঙ্গেই আবার যোগ হতে চলেছে এদেশে আরম্ভ হতে চলা ফুটবল বিশ্বকাপ। যা ভারতের ফুটবলের মাইলেজ অনেকটাই বাড়াবে। বাংলার দলগুলোই এই লড়াইয়ে খানিকটা পিছিয়ে। তাও মোহনবাগান গত ৩-৪ বছর সাধ্যমতো লড়াই তুলে ধরলেও ইস্টবেঙ্গল কিন্তু ডাহা ফেল। এই জায়গাতে মনোনিবেশ করতে হবে বাংলার তামাম ফুটবল কর্তা তথা ফুটবলপ্রেমীদের। চিরিচ মিলোভানের জমানায় ভারতের ফুটবল শেষবারের মতো নিজেদের মেলে ধরতে পেরেছিল। তারপর কেটে গেছে প্রায় ৩০-৩২ বছর। এতগুলি বছর পর ভারতীয় ফুটবলকে ঘিরে যে আশার সঞ্চার ঘটেছে তা ধরে রাখাটাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। সে কথা মাথায় রেখেই লাল-হলুদ ব্রিগেড এগোচ্ছে। আবার মোহনাবাগানও গত ২-৩ বছরের রিদম ধরে রাখতে চাইছে। এর সঙ্গে যোগ হচ্ছে সমর্থকদের উদ্দীপনা।

জাতীয় শুটিং এ ব্রোঞ্জ জয়শ্রী দাসের

রিম্পি ঘোষ: পুনেতে অনুষ্ঠিত জাতীয় শুটিং চ্যাম্পিয়নশীপে রাইফেল শুটিং এ ব্রোঞ্জ জয় করলেন ২৩ বছরের শ্রীরামপুরের কালীতলার বাসিন্দা জয়শ্রী দাস। ২০০৭ সালে ১৩ বছর বয়সে শুটিং এ হাতেখড়ি তাঁর। পিতা প্রভাসচন্দ্র দাস একজন শুটার। মা সান্ত্বনা দাস ছিলেন কবাডি খেলোয়ার। মূলত বাবার অনুপ্রেরণাতেই জয়শ্রীর এই রাইফেল শুটিং এ প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু হয়। পরের বছর ২০০৮ সালে আয়োজিত রাজ্যস্তরের শুটিং প্রতিযোগিতায় সোনার পদক জিতে সাড়া ফেলে দেন তিনি। মাত্র বছর দশেকের প্রশিক্ষণেই ২০০৯, ২০১০ ০ ২০১১ সালে রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় সোনা, জাতীয় স্তরে শুটিং এ জুনিয়র বিভাগে রূপো (২০০৯), কে.এস.এস চ্যাম্পিয়নশিপে রূপো (২০০৯), পরের বছর জাতীয় স্তরে শুটিং এ রূপো ও কে.এস.এস চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ, দিল্লিতে আয়োজিত ২০১১ ও ২০১২ সালে জাতীয় স্তরে শুটিং প্রতিযোগিতায় সোনা ও রূপো, ২০১৩ সালে জাতীয় স্তরে শুটিং এ

তিনটি ইভেন্টে সোনা, রূপো ও ব্রোঞ্জ, ২০১৫ সালে কেরালাতে আয়োজিত জাতীয় স্তরের ৫০ মিটার রাইফেল প্রোন উইমেন বিভাগে ব্রোঞ্জ ,২০১৪ সালে নর্থ ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবে আয়োজিত রাজ্যস্তরের শুটিং প্রতিযোগিতায় প্রোন উইমেন ও প্রোন জুনিয়র উইমেন সহ চারটি বিভাগে সোনা ও অন্য দুটি বিভাগে দুটি ব্রোঞ্জ এইরকম অসংখ্য পদক ঠাঁই পেয়েছে জয়শ্রীর ঝুলিতে। শুধু রাজ্য বা জাতীয় স্তরের শুটিং প্রতিযোগিতাতেই নয় দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন জয়শ্রী। ২০১৩ সালে জার্মানিতে আয়োজিত শুটিং এ আন্তর্জাতিক জুনিয়র প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলের হয়ে অংশ নেন তিনি। এর পাশাপাশি ইরানের রাজধানী তেহরানে আয়োজিত ৫০ মিটার রাইফেল প্রোন উইমেন জুনিয়রে শুটিং প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ পদক জয়ী ভারতীয় দলের সদস্যা ছিলেন জয়শ্রী। রাইফেল শুটিং ছাড়া ব্যাডমিন্টন খেলা জয়শ্রীর খুব প্রিয়। প্রিয় খেলোয়ার পি.ভি.সিন্ধু। অবসর সময় কাটে শরৎচন্দ্রের গল্প পড়ে। শ্রীরামপুর মিশন থেকে বি.এ. পাস করে বর্তমানে জয়শ্রী বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দর্শনশাস্ত্রে স্নাতোকোত্তর পড়ছেন।

ফুটবল বিশ্বকাপে বাংলার অভিজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি : অনুর্দ্ধ ১৭ ভারতীয় ফুটবল দল ২-০ গোলে হারিয়েছিল অনুর্দ্ধ ১৭ ইতালি দলকে। ওই ম্যাচে প্রথম গোলটি করে নায়ক বনে যায় ব্যান্ডেল কেওটার ছেলে অভিজিৎ সরকার। সে বাড়ি থেকে এপ্রিল মাসে বেরিয়েছিল। পর্তুগাল, ফ্রান্স, হাঙ্গেরি, ইতালি, স্পেনের বিভিন্ন টুর্নামেন্টে প্রস্তুতি ম্যাচে খেলার পর সেই অভিজিৎ ব্যান্ডেলের হেমন্ত বসু কলোনির বাড়িতে পা রাখল রবিবার। দীর্ঘদিন পর একমাত্র ছেলেকে কাছে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা বাবা-বা। তার বাবা হরেন সরকার সবজি বিক্রেতা। মা অলোকা বিড়ি বাঁধেন। অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে পরিবারে বেড়ে ওঠা অভিজিৎ। কয়েকদিন থাকার পর অভিজিৎ দিল্লি যাবে। তারপর মেক্সিকোয় যাবে টুর্নামেন্ট খেলতে। অভিজিৎ জানায় ইউরোপ সফরে ৮টি টুর্নামেন্ট খেলেছে। গোল করেছে ৪টি, তার ফুটবল জীবন শুরু সেই বাণীচক্র মাঠে। সেখানেই তার জীবনের প্রথম কোচ অশোক মন্ডলের কাছে ফুটবলের প্রথম পাঠ বেসিক ট্রেনিংগুলি নিয়ে ছিল। সে বাংলার হয়ে অনুর্দ্ধ ১৩ সাব জুনিয়র ফুটবল

খেলে। তার ইউরোপ সফরে পর পর ম্যাচ থাকার জন্য কোনও তারকা ফুটবলের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ পায়নি। তবে রিয়েল মাদ্রিদের মিউজিয়াম ঘুরে দেখার সুযোগ হয়। তার প্রিয় ও আদর্শ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর জার্সি, রিয়েলের সাজঘর ও অন্যান্য ট্রফি দেখে অভিভূত অভিজিৎ। তাদের দু'কামরা ঘরে রোনাল্ডোর ছবি দেওয়ালে রয়েছে। অনুর্দ্ধ ১৭ বিশ্বকাপে ভারতীয় দলকে খেলতে হবে দিল্লিতে। কিন্তু যুবভারতীতে খেলবে মেক্সিকো, চিলি, ইরাক ও ইংল্যান্ড। আর মাত্র ৩ মাস, তারপরই এই যুব বিশ্বকাপ এদেশের মাটিতে। বাইচুং ভুটিয়া, সুনীল ছেত্রীর মতো ফুটবলাররা যে জার্সি পড়ে দেশকে গর্বিত এবং দেশের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন এখন সেই লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নেমে পড়ার পালা। ভারতীয় দলের পর্তুগাল কোচ মাতোসের একটাই কথা মাঠে নেমে সেরাটাই দেওয়া, আর দেখা কোনও হীনমন্যতা যেন না থাকে।

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

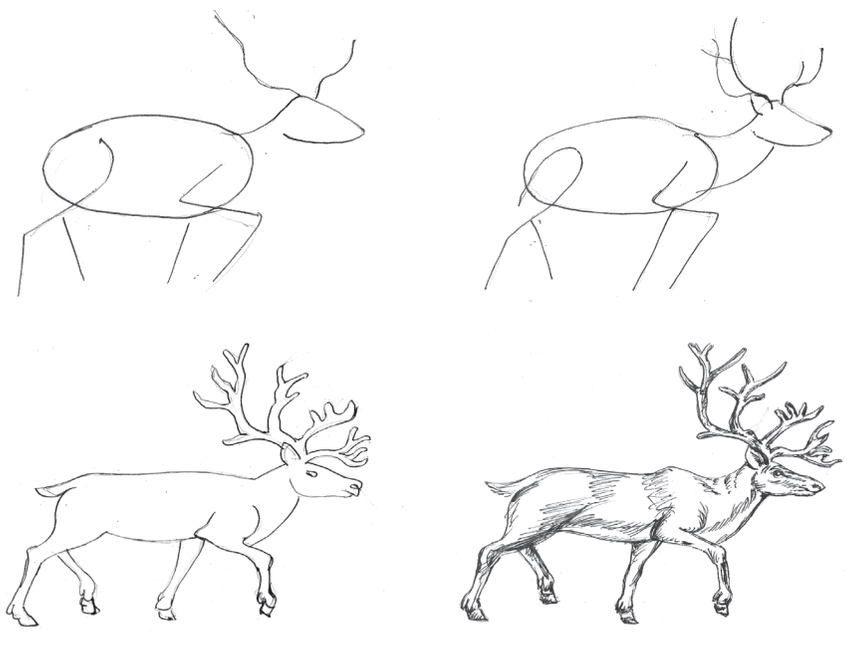

মেঘের মেলা

নীপা চক্রবর্তী

টাপুর টুপুর বৃষ্টি পড়ে
সারাটা দিন ধরে
বই রেখে আজ মেঘের মেলা
দেখি নয়ন ভরে।

কালিদাসের আমল থেকে
মেঘ ঘনিয়ে ওই আকাশে
বিজলি চমক
দারুণ লাগে!

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

সাত্বিক হালদার, দ্বিতীয় শ্রেণি, মারিয়ান কোডুকেশনাল স্কুল

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com